.....কে

উপহার দিলাম।

উপহারদাতা: .....

তারিখ: .....

স্বত্বাধিকারী–

নাম : .....

গ্রাম/মহল্লা : .....

থানা : .....

জেলা : .....

www.maktabatulabrar.com

অসিয়্যতের বিষয়টি শরীয়তে অনেক গুরুত্বপূর্ণ, যদিও বিষয়টি নিয়ে তেমন আলোচনা না থাকায় আমরা এর গুরুত্ব অনুধাবন থেকে সরে পড়েছি। পাঠক মহলের কাছে আমাদের আবেদন, গ্রন্থটি পাঠ করে দেখুন। গ্রন্থটি পাঠ করার পর প্রত্যেক পাঠক ইনশা আল্লাহ এই উপলব্ধিতে উপনীত হবেন যে, গ্রন্থটি পাঠ করার প্রয়োজন ছিল।

অসিয়্যত

গুরুত্ব, ফযীলত ও পদ্ধতি

রচনায়
মাওলানা খন্দকার মুশতাক আহমদ শরীয়তপুরী
উস্তায, জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

সম্পাদনায়
মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল আবরার
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১২-৩০৬৩৬৪

www.maktabatulabrar.com

অসিয়্যত: গুরুত্ব, ফযীলত ও পদ্ধতি
মাওলানা খন্দকার মুশতাক আহমদ শরীয়তপুরী

প্রথম প্রকাশ:
জুন, ২০০৭
জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৪
জুমাদাল উলা, ১৪২৮ হি.

দ্বিতীয় সংস্করণ:
(সম্পাদক কর্তৃক সংস্করণকৃত)
নভেম্বর ২০২০

প্রকাশক:
মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য : ১৩০/= (একশত ত্রিশ টাকা)

(প্রকাশনাস্বত্ব মাকতাবাতুল আবরার কর্তৃক সংরক্ষিত)

OSIAT: GURUTTO, FAZILAT O PADDHUTY
(Will: Importance, reward & system
Written by : Maolana khandakar Mushtak Ahmad shariatpury
Published by : Maktabatul Abrar
Islami Tower, 11/1 Banglabazar, Dhaka-1100

সূচীপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা নং**

সম্পাদক ও প্রকাশকের কথা ৮
লেখকের কথা ৯
অসিয়্যত কিতাবটি আপনি কিভাবে পড়বেন? ১১
অসিয়্যত লিখার ফযীলত ও গুরুত্ব ১২
সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর নিকট অসিয়্যতের গুরুত্ব ১৪
শাহাদাতের পূর্বমুহূর্তে হযরত সা'দ ইবনে রবী (রা.)-এর অসিয়্যত ... ১৫
শাহাদাতের পর হযরত সাবিত ইবনে কাইস (রা.)-এর অসিয়্যত .. ১৬
মউতের প্রস্তুতি ১৯
আল্লাহ পাকের হকসমূহ আদায় করা ২১
'উমরী ক্বাযা' আদায় করা ২১
যাকাতের ক্বাযা ২৪
রোযার ক্বাযা ২৪
হজ্জ আদায় করা ২৫
বান্দার হক ও তা আদায়ের গুরুত্ব ২৬
ছোট ভাই-বোনের হক আদায় করা ২৭
মান-মর্যাদার হক ৩৪
নসীহতের মাধ্যমে অসিয়্যত করা ৩৫
মাইয়্যেতকে দ্রুত দাফন করার অসিয়্যত ৩৮
সওয়াব পৌঁছানোর উত্তম তরীকা..... ৪৫
সকল মুসলমানের উদ্দেশ্যে অসিয়্যত লেখার পদ্ধতি ৫৩
মহান আল্লাহর হকসমূহ ৫৪
১. নামায..... ৫৪
২. রোযা..... ৫৫
৩. যাকাত..... ৫৬
৪. হজ্ব ৫৭
৫. কুরবানী ৫৭
৬. সদকায়ে ফিতর ৫৭
৭. কাফ্ফারা ৫৮

www.maktabatulabrar.com

৮. সিজদায়ে তিলাওয়াত ৫৮
বিশেষ জ্ঞাতব্য ৫৯
বান্দার হক সম্পর্কে অসিয়্যত ৬০
১. স্ত্রীর মহর..... ৬৭
২. নাবালেগ সন্তানের পাওনা ৬৭
৩. অন্যান্যদের পাওনা..... ৬৮
বিশেষ সতর্ক বাণী..... ৭২
জরুরী ও শেষ অসিয়্যত ৭৪
মহিলাগণ অসিয়্যতের সময় যে বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে .. ৭৭
নেককার শাশুড়ীর অসিয়্যত পুত্রবধুদের প্রতি ৮১
নেককার স্বামীর অসিয়্যত নিজ স্ত্রীর প্রতি ৮৫
নেককার স্ত্রীর অসিয়্যত নিজ স্বামীর প্রতি ৮৯
এক তৃতীয়াংশ সম্পদের ব্যাপারে
সর্বপ্রথম অসিয়্যতকারী এক সাহাবী (রা.) ৯৩
কুয়া এবং মসজিদ তৈরীর জন্য
জমি ওয়াকফকারী প্রথম সাহাবী (রা.) ৯৫
অত্যন্ত মূল্যবান জমি ওয়াক্ফকারী সাহাবী (রা.) ৯৭
কুপ খননকারী এবং বাগান ওয়াকফকারী প্রথম সাহাবী (রা.) ১০০
আপনারও ঠিকানা হোক জান্নাত
যিনি সম্পদ দিলেন তার পথেই তা খরচ হোক ১০১
কোন সম্পদ আল্লাহ রাস্তায় ওয়াক্ফ করার জন্য কাগজ প্রস্তুতের পদ্ধতি .. ১০২
দ্বীনি কাজের জন্য কোন ফ্ল্যাট বা প্লট ওয়াক্ফ করে দেয়ার অবগতি পত্র .. ১০২
অসিয়্যত সংক্রান্ত জরুরী মাসাইল ১০৪
উলামা, পীর ও বুযুর্গাণে দ্বীনের জন্য জরুরী অসিয়্যত ১০৮
হাকীমূল উম্মত হযরত থানবী (রহ.)-এর অসিয়্যত ১০৯
ওয়ারিসদের জন্য জরুরী হিদায়াত ১১০
মীরাস বণ্টন না করায় তিনটা জুলুম ১১২
কারো ইন্তিকালের পরই তার মীরাস বণ্টন করে দিবে ১১৩
বাসর রাতে মহর মাফ করানো ১১৪
ওয়ারিসগণ করয আদায়ের বিষয়টি খুব গুরুত্ব দিবে ১১৪

অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা জুলুম ১১৫
আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু জুলুম ১১৬
ভাই চাও না সম্পদ চাও? ১১৮
বোনদের থেকে দাবী ছাড়িয়ে নেয়া জায়েয নয় ১১৮
বোনদের অংশ প্রথমে তার হাতে বুঝিয়ে দাও ১১৯
ঘরে ব্যবহৃত আসবাবপত্র ১২০
প্রথমে মাসআলা জেনে নিতে হবে ১২০
অন্যের জমি ভোগ-দখলের ভয়ানক শাস্তি ও ধমকী ১২১
ইয়াতীমের মাল খাওয়া হারাম ১২২
প্রকৃত দুঃস্থ কে? ১২২
বান্দার হক আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে ১২৪
পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের প্রতি সদাচরণের উপায় ১২৪
পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের প্রতি বড় এহসান কী? ১২৭
হযরত শাইখুল হাদীছ (রহ.) বলেন ১৩২
পিতা-মাতার জন্য একটি প্রিয় দু'আ ১৩৩

সূচী সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

সম্পাদক ও প্রকাশকের কথা

মাওলানা মুশতাক আহমদ শরীয়তপুরী রচিত 'অসিয়্যত: গুরুত্ব, ফযীলত ও পদ্ধতি' শীর্ষক গ্রন্থটি অসিয়্যত বিষয়ক একক গ্রন্থ। এটি ব্যতীত অসিয়্যত বিষয়ে স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ আবার এ বিষয়ে কোন গ্রন্থ না থাকায় গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে উদ্যোগী হই।

আমরা ২০০৭ সালের জুন মাসে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করি। গ্রন্থটির শেষাংশে শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নিয়ে যে কার্পণ্য ও অবিচার সমাজে ব্যাপকভাবে বিরাজ করছে তার বিরুদ্ধে বেশ মর্মস্পর্শী ও জোরালো আলোচনা ছিল। আলোচনাটুকু বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু আলোচনাটুকু গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়– অসিয়্যত-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বিধায় পাঠকদের কাছে অসংগতি বোধ হতে পারে মনে করে এই দ্বিতীয় সংস্করণে সে অংশটুকু বাদ দেয়া হয়েছে। ফলে গ্রন্থের অবয়ব পূর্বের তুলনায় বেশ ছোট হয়ে এসেছে।

লেখক মাওলানা মুশতাক আহমদ সাহেবের ভাষা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন ও ঝরঝরে থাকায় সম্পদনা করতে গিয়ে ভাষাগত তেমন পরিবর্তন আনতে হয়নি। তবে কিছু মাসআলা মুফ্তা বিহী ছিল না বিধায় সেগুলোকে পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। কিছু মাসআলা অস্পষ্ট ছিল টীকায় সেগুলোর ব্যাপারে ব্যাখ্যা সংযোজন করে দেয়া হয়েছে। কয়েকটি শিরোনামে সামান্য কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।

অসিয়্যতের বিষয়টি শরীয়তে অনেক গুরুত্বপূর্ণ, যদিও বিষয়টি নিয়ে তেমন আলোচনা না থাকায় আমরা এর গুরুত্ব অনুধাবন থেকে সরে পড়েছি। পাঠক মহলের কাছে আমাদের আবেদন, গ্রন্থটি পাঠ করে দেখুন। গ্রন্থটি পাঠ করার পর প্রত্যেক পাঠক ইনশা আল্লাহ এই উপলব্ধিতে উপনীত হবেন যে, গ্রন্থটি পাঠ করার প্রয়োজন ছিল।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে গ্রন্থটি দ্বারা ফায়দা হাছিল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

বিনীত

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

লেখকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

অসিয়্যত হচ্ছে ইন্তিকালের পূর্বে বিভিন্ন জরুরী বিষয়ে নিজ ওয়ারিসদেরকে নসীহত করা। এ অসিয়্যত বা ইন্তিকালপূর্ব নসীহত শুধু বড় মানুষদের কাজ নয়, বরং সকল সাধারণ মুসলমানের জন্যই এটি একটি জরুরী বিষয়। কারণ, জীবনের বাঁকে বাঁকে মানুষ মাত্রেরই লেন-দেন, কাজ-কারবার, আচার-আচরণ হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে ওসব কিছুই ঠিক ঠিকভাবে সম্পন্ন করে সমাপ্তির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার আগেই তার ইন্তিকাল হয়ে যেতে পারে। আর তখনই সে বিষয়গুলো সমাধা করে আপনার আমার পরকালে দায়মুক্ত হওয়ার জন্যই অসিয়্যতমানা লিখে রাখা জরুরী।

ইসলাম অসিয়্যতনামা লিখে রাখার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মাঝে এর যথার্থ ও পরিপূর্ণ আলম ছিলো। তাঁরা সকলেই নিজ নিজ অসিয়্যতমানা লিখে নিজের কাছে যেমন রাখতেন তেমনি নিজের অপনজনের কাছেও তার কপি দিয়ে রাখতেন।

কিন্তু আমরা বর্তমানে বিষয়টি মনে হয় একবারেই ভুলে গেছি। অতীব জরুরী এ বিষয়টির বাস্তবায়ন আমাদের অধিকাংশের মাঝে নেই। অথচ বিষয়টির প্রতি হাদীস শরীফে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আমরা যেন বিষয়টির যথাযথ গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি এবং বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব সহকারে আমল করতে পারি সে মহান লক্ষ্যেই সম্মানিত পাঠকদের খেদমতে আমাদের বর্তমান হাদিয়া 'অসিয়্যতঃ গুরুত্ব, ফযীলত ও পদ্ধতি'।

এ বইটিতে একদিকে যেমন অসিয়্যতের গুরুত্ব ও ফযীলতের কথা আলোচনা করা হয়েছে, অপরদিকে অসিয়্যতনামা লেখার পদ্ধতি সম্পর্কেও জরুরী দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে একজন মুমিনের সঠিক ও সাচ্চা মুমিন হিসেবে টিকে থাকার জন্য করণীয় বিষয়াদির প্রতিও ইংগিত করা হয়েছে। নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাদের অধীনস্থদের সাথে কী ধরনের আচার-আচরণ করবে, মালিক তার কর্মচারী-

www.maktabatulabrar.com

কে কোন্ নজরে দেখবে, বিত্তশালীরা অসহায়দের কীভাবে সহয়তা দিবে– এসব বিষয়েও বর্তমান বইটিতে অত্যন্ত অর্থপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস আগ্রহী পাঠকগণ বইটি দ্বারা যথেষ্ট দিক নির্দেশনা পাবেন এবং উপকৃত হবেন।

এ লেখাগুলো প্রথমে মাসিক 'আল জামেয়া' পত্রিকায় ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয়। তখন থেকেই অনেক সচেতন পাঠক এ লেখাটির জন্য আমাকের ধন্যবাদ জানান ও উৎসাহিত করেন এবং দ্রুত পূরো লেখাটি বই আকারে হাতে পাওয়ার জন্য তাদের আগ্রহের কথাও আমাকে জানান। এ জন্য আমি তাদের আন্তরিক শুকরিয়া জানাই।

বইটি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে আমার প্রধান অবলম্বন ছিল ভারতের সাহারানপুরস্থ 'মাকতাবায়ে ইল্‌মিয়্যাহ' কর্তৃক সংকলিত 'তরীকায়ে অসিয়্যত' নামক কিতাবটি। মূলত এ কিতাবটির ছায়া অনুসরণেই বর্তমান বইটি প্রস্তুত করা হয়েছে। সাথে প্রয়োজনীয় সংযোজন বিয়োজনের বিষয়টিও আমরা দৃষ্টিতে রেখেছি। এ জন্য 'তরীকায়ে অসিয়্যত'-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক শুকরিয়া জানাচ্ছি।

পরিশেষে বইটি পাঠ করে পাঠকবৃন্দ যাতে অসিয়্যতমানা লেখার প্রতি যত্নবান হন এবং এ কিতাবের দিক-নির্দেশনামতে জীবন গড়তে আগ্রহী হন– এ কামনা করছি। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ কিতাবটি পাঠে সামান্য উপকৃত হলেও অধমের শ্রম সার্থক মনে করবো। মহান আল্লাহ সকলকে কবূল করুন এবং এ কিতাবের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা দান করুন। আমীন!

মুশতাক আহমদ
উস্তায, জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

অসিয়্যত কিতাবটি আপনি কিভাবে পড়বেন?

এ কিতাবে অসিয়্যত সংক্রান্ত ব্যাপারে যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে তা মানব জীবনকে বিশেষত ভবিষ্যত প্রজন্মকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এ গুরুত্বের দিকটি সামনে রেখেই কিছু দিক-নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। সম্মানিত পাঠক, কিতাবটি এ নির্দেশনা অনুসরণ করে পাঠ করবেন। তাহলে আশা করা যায় যে, কিতাবটি পাঠে আপনারা পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হতে পারবেন ইনশা আল্লাহ।

১. সর্বপ্রথম আল্লাহ পাকের দরবারে এভাবে দু'আ করে কিতাবটি পাঠ করা শুরু করবেন যে, আয় আল্লাহ! এ কিতাবটি পাঠের অসীলায় আমাকে হিদায়াত নসীব করুন এবং আমাকে নিজের অসিয়্যতনামা লিখে রাখার তাওফীক দান করুন, আর আমার জন্য এবং আমার ওয়ারিসদের জন্য সেমতে আমল করা সহজ করে দিন।

২. পুরো কিতাবটি শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে আগা-গোড়া পাঠ করুন, যাতে অসিয়্যতের পরিপূর্ণ ও বিস্তারিত পদ্ধতি আপনার বুঝে এসে যায়। যতটুকুই পড়া হলো সেখানে একটি চিহ্ন দিয়ে রাখুন, অতঃপর তারপর থেকে আবার পাঠ করুন।

৩. কিতাবটি পড়ার সময় একটি খাতা ও কলম সাথে রাখুন এবং যেখানে নিজের ব্যাপারে কোন বিষয়ে সতর্কতা ও সচেতনতা লাভ করা সম্ভব হয় সেটি ঐ খাতায় নোট করে রাখুন। যেমন: অমুক ব্যাপারে আমার দ্বারা অলসতা প্রকাশ পাচ্ছে বা অমুক হক আদায়ের ক্ষেত্রে আমি অসচেতন রয়েছি অথবা অমুক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি পুরোপুরি গাফেল বা বে-খবর আছি– এ জাতীয় কিছু পেলে সেটি খাতায় লিখে নেন অথবা কিতাবের যে জায়গাটি পাঠ করার কারণে আপনার এ বিষয়টি স্মরণে এসেছে যেখানে একটু চিহ্ন দিয়ে রাখুন, যাতে কিতাব পড়া শেষ করে নিজের অসিয়্যতনামা লিখার সময় সেখানে ঐ বিষয়গুলো সন্নিবেশিত করে নেয়া যায়।

৪. প্রথমে নিজের অসিয়্যতনামা লেখার পর নিজের বন্ধু-বান্ধবদেরকেও এ ব্যাপারে দাওয়াত দিন যাতে তারাও নিজ নিজ অসিয়্যতনামা অবশ্যই লিখে রাখে। বিশেষত যেসব বিষয়ে বান্দার হক সম্পৃক্ত রয়েছে সে বিষয়গুলো যাতে গুরুত্ব সহকারে অবশ্যই লিখে রাখা হয়।

www.maktabatulabrar.com

৫. মানুষের জীবনের কোন ভরসা নেই। কারো একথা জানা নেই যে, কখন তার ডাক এসে যাবে, সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের পরিপূর্ণ অসিয়্যতনামা লেখা শেষ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ কিতাবটি নিজের টেবিল থেকে সরাবেন না। যাতে অসিয়্যতনামা লেখার কথা মন থেকে ছুটে যেতে না পারে বরং কিতাবটি দেখলেই যাতে অসিয়্যতনামা লেখার কথা স্মরণ হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং মউতের পূর্বেই আমাদেরকে মউতের প্রস্তুতি গ্রহণকারী বানিয়ে দিন। আমীন!

অসিয়্যত লিখার ফযীলত ও গুরুত্ব

এ ব্যাপারে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি হাদীছ নিম্নরূপ–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا حَقُّ اِمْرِءٍ مُّسْلِمٍ لَّهُ شَيْئٌ يُرِيْدُ اَنْ يُّوْصِىَ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ اِلَّا وَصِيَّتُه مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ. (متفق عليه)

"কোন মুসলমানের জন্য এ অধিকার নেই যে, তার প্রতি কোন অসিয়্যত লেখা আবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও সে দু'টো রাত এমনভাবে কাটাবে যখন তার অসিয়্যতনামা তার কাছে লিপিবদ্ধ নেই"

অর্থাৎ, এখানে অসিয়্যত লেখা ছাড়া দু'টো রাত কাটাতেও নিষেধ করা হয়েছে। (মিশকাত শরীফ : পৃ. ২৬৫, সংস্করণ, এইচ, এম, সাঈদ কোম্পানী)

এ ব্যাপারে অপর একটি হাদীছ–

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ مَاتَ عَلٰى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلٰى سَبِيْلٍ وَسُنَّةٍ وَمَاتَ عَلٰى تُقًى وَشَهَادَةٍ وَمَاتَ مَغْفُوْرًا لَّهُ. (ابن ماجه)

"যে ব্যক্তি অসিয়্যত করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো, সে সঠিক পথে এবং সুন্নাতের পথের উপর দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো। আর সে

তাক্বওয়া ও শাহাদাতের উপর ইন্তিকাল করলো এবং সে মাগফিরাত বা ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় হলো।" (মিশকাত শরীফ : পৃ. ২৬৬, হাদীছ নং-২৯৩৬)

সম্মানিত পাঠক! লক্ষ্য করুন উপরোক্ত হাদীছ শরীফে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) অসিয়্যতের ব্যাপারে কত অধিক তাকীদ ও গুরুত্বের কথা বর্ণনা করেছেন। এজন্য প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর অবশ্যই অসিয়্যতনামা লিখে রাখা উচিৎ, বিশেষ করে কারো যিম্মায় যদি কোন নামায ক্বাযা থেকে থাকে, ওয়াজিব হজ্জ যদি যিম্মায় থেকে থাকে যা আদায় করা হয়নি এবং এজাতীয় আরো কিছু যদি কারো দায়িত্বে থেকে থাকে, তবে তার অসিয়্যত লিখে রাখা খুবই জরুরী। এ অবস্থায় অসিয়্যতনামা না লেখাটাও একটা স্বতন্ত্র গুনাহ। যতক্ষণ পর্যন্ত অসিয়্যতনামা না লিখবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ গুনাহ হতেই থাকবে। এজন্য দ্রুত আজ থেকে আমাদের নিজ নিজ অসিয়্যতনামা লিখে নেয়া উচিত।

এ কারণে প্রতেক মুসলমানের উচিত হলো, অসিয়্যত লিখে ঘরে রাখা এবং নিজের স্ত্রী-পুত্র, পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে তার কপি দিয়ে রাখা। সুতরাং আমরা এখানে অসিয়্যত লেখার পদ্ধতি লিখে দিচ্ছি, যাতে কোন মুসলমান ভাইয়ের জন্য কোন ওযর বা অপারগতা না থাকে এবং প্রত্যেক মুসলমান নারী-পুরুষের জন্য যাতে অসিয়্যত লেখা সহজ হয়ে যায়।

আর ঐসব হাদীছ যার দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি কারো যিম্মায় কারো কোন হক ওয়াজিব থেকে থাকে (যেমন কারো কাছে কোন ঋণ থাকা, বা কারো আমানত নিজের কাছে থাকা) তবে তার জন্য অসিয়্যত লেখা খুবই জরুরী। সেখানে একথাও বুঝা গেছে যে, যদি কারো কোন হক আদায় করা তার যিম্মায় ওয়াজিব নাও থাকে, তবে সে ক্ষেত্রেও অসিয়্যত লেখা ক্ষমা লাভের কারণ এবং বড় সওয়াব ও পুরস্কার লাভের অসীলা হয়।

এ দুনিয়ার প্রচলিত নিয়মেরও ঐ সকল দুর্ভাগা সন্তান যারা পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের হকসমূহ এবং তাদের হুকুম নির্দেশের কোন পরওয়াই করতো না তারাও তাদের পিতা-মাতার ইন্তিকালের পর

www.maktabatulabrar.com

তাদের অসিয়্যতকে পালন করা নিজেদের জন্য জরুরী মনে করে। এজন্য প্রত্যেক মুসলমানেরই অসিয়্যত লিখে রাখা অবশ্য কর্তব্য, যাতে করে তার ওয়ারিসগণ (সন্তান-সন্ততি) তার উপর আমল করতে পারে এবং অন্যদেরও আমল করাতে পারে।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর নিকট অসিয়্যতের গুরুত্ব

জীবদ্দশায় জরুরী বিষয়াদি সম্পর্কে অসিয়্যত করে যাওয়ার ব্যাপারে প্রিয়নবী (সা.)-এর হাদীছের মাধ্যমে যে তাকীদ ও গুরুত্বের কথা আমরা বুঝতে পারলাম হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.)ও তার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আমল করেছেন।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তো আল্লাহ পাকের প্রতিটি হুকুম, প্রিয়নবী (সা.)-এর প্রতিটি সুন্নাত এবং প্রত্যেক নিয়ম-নীতি ও প্রতিটি আদেশ নিষেধ-এর ব্যাপারে প্রাণ উৎসর্গকারী ছিলেন, মউত সর্বদাই তাদের চোখের সামনে থাকতো। তারা সর্বদা এ বিষয়ে চিন্তাশীল ছিলেন যে– এরকম যেন না হয় যে, আমার মউত এসে গেলো অথচ আল্লাহ পাকের কোন হক আমার উপর রয়ে গেলো, অথবা কোন বান্দার কোন হক আমার উপর রয়ে গেলো। কারো কাছে আমি যদি কোন ঋণগ্রস্থ থাকি তবে যেন এমন না হয় যে, তা অনাদায়ী রয়ে গেলো অথবা আদায়ের জন্য কোন অসিয়্যতও করা হলো না, অথচ আমার মউত এসে গেলো এবং পরবর্তীতে তা আমার পাকড়াও-এর কারণ হয়ে গেলো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) অসিয়্যত সংক্রান্ত হাদীছ বর্ণনা করার পর বলেন যে,

فَمَابِتُّ مِنْ لَيْلَةٍ اِلَّا وَصِيَّتِىْ عِنْدِىْ مَوْضُوْعَةٌ. (مسند احمد جلد– ٢ صفحه – ٤)

আমি কোন একটি রাতও এমনভাবে কাটাইনি যখন আমার কাছে আমার অসিয়্যতনামা লেখা থাকতো না। (বরং প্রত্যেক রাতেই আমি অসিয়্যতনামা সাথে নিয়ে কাটাই।)

এবার আমরা এখানে আল্লাহ পাকেই প্রিয় রাসূল (সা.)-এর দু'জন সাহাবীর (রা.) দুটি অসিয়্যত উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করছি। যার মধ্যে

একজন দুনিয়া থেকে বিদায়ের পূর্বে একেবারে শেষ মুহূর্তে নিজ সাথীদের অসিয়্যত করেছেন, আর দ্বিতীয় জন শাহাদতের মউত নসীব হওয়ার পর অসিয়্যত করেছেন। একজন আল্লাহ তা'য়ালা এবং তার দ্বীনের হক সম্পর্কে বলেছেন আর অপর জন একজন মানুষের মালের হক সম্পর্কে অসিয়্যত করেছেন।

শাহাদাতের পূর্বমুহূর্তে হযরত সা'দ ইবনে রবী (রা.)-এর অসিয়্যত

ঐতিহাসিক উহুদ যুদ্ধে প্রিয়নবী (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, সা'দ ইবনে রবী (রা.)-এর অবস্থা সম্পর্কে তো কিছু জানা গেলো না। তোমরা কেউ তার অবস্থা জান কি? অতঃপর তিনি একজন সাহাবীকে তার খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য পাঠালেন। ঐ সাহাবী (রা.) তাঁকে শহীদদের মাঝে খুঁজতে লাগলেন এবং উচ্চ আওয়াজে তাঁকে ডাকতে থাকলেন, কারণ তিনি জীবিতও থাকতে পারেন।

একবার তিনি জোর আওয়াজে বললেন, আমাকে প্রিয়নবী (সা.) পাঠিয়েছেন এবং সা'দ ইবনে রবী (রা.)-এর খোঁজ-খবর নিতে বলেছেন। একথা বলার পর তিনি কাছের একটি স্থান থেকে খুব দূর্বল একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। সাথে সাথে তিনি সেদিকে এগিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখলেন হযরত সা'দ (রা.) শহীদদের মাঝে পড়ে আছেন এবং তার এখনো মুমুর্ষ প্রাণ বাকী আছে। তিনি কাছে গেলেন, হযরত সা'দ (রা.) তখন তাকে লক্ষ্য করে বললেন, "প্রিয়নবী (সা.)-এর খিদমতে আমার সালাম দিবেন এবং মহান আল্লাহ যেন আমার পক্ষ থেকে তাঁকে তার চাইতেও উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করেন, কোন উম্মতের পক্ষ থেকে এ যাবৎ কোন নবী (আ.)-কে সবচাইতে উত্তম যে প্রতিদান দেয়া হয়েছে। আর আমার মুসলমান ভাইদেরকে আমার পক্ষ থেকে এ পয়গাম পৌঁছে দিবেন যে, তোমাদের মধ্যে কারো দেহে প্রাণ থাকা অবস্থায় যদি কোন কাফির প্রিয়নবী (সা.) পর্যন্ত পৌঁছে যেতে সক্ষম হয় তবে মহান আল্লাহর দরবারে তোমাদের কোন ওযর অপরাগতা প্রকাশ করা চলবে না।" একথা বলেই তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

ফায়েদা: প্রকৃতপক্ষে ঐ নিবেদিত প্রাণ সাহাবাগণ (রা.) নিজেদের প্রাণ নিবেদনের যথার্থতাই প্রমাণ করে গেছেন। (আল্লাহ তা'আলা নিজ

www.maktabatulabrar.com

অনুগ্রহে তাদের কবরকে নূর দ্বারা পূর্ণ করে দিন।) তারা আঘাতের পর আঘাত খেয়েছেন, শরীর ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়েছে, প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, কিন্তু সে জন্য কোন অভিযোগ নেই, নেই কোন অস্থিরতা ও পেরেশানী, সে মুহূর্তেও মনের আকুল বাসনা প্রিয়নবী (সা.)-এর হিফাযতের, নবীজী (সা.)-এর জন্য জীবন কুরবান করার এবং তার প্রতি প্রাণ নিবেদন করে ধন্য হওয়ার। মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ রহমত এবং পূর্ণঙ্গ শান্তি অধিক পরিমাণে বর্ষিত করুন। (ফাযায়েলে আমাল : পৃ. ১৯১)

এর দ্বারা বুঝা গেলো, নিজের সম্প্রদায়কে নিজের সন্তান-সন্ততিদেরকে সদা-সর্বদা দ্বীনের উপর দৃঢ়পদ থাকার জন্য এবং দ্বীন প্রসারে জীবন ও সম্পদ কুরবানী করার জন্য উৎসাহিত করে গড়ে তুলতে সর্বক্ষণ অসিয়্যত করতে থাকা উচিত।

প্রত্যেক পিতা-মাতার উচিত নিজের ছেলে, মেয়ে, নাতি, পুতি, পৌত্র, পৌত্রী সকলকেই এ অসিয়্যত করে যাওয়া। যাতে প্রত্যেক মুসলমান নারী-পুরুষ নিজের পিতা-মাতার অসিয়্যতকে স্মরণ করে একজন সাচ্চা মুসলমান অবস্থায় সর্বদা আল্লাহ পাককে স্মরণে রেখে জীবন পরিচালনার চেষ্টা করতে পারে। আর পরকালে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অগণিত পরিপূর্ণ নিয়ামতসমূহ এবং তার চেয়েও অধিক মূল্যবান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারে। আমীন!

শাহাদাতের পর হযরত সাবিত ইবনে কাইস (রা.)-এর অসিয়্যত

হযরত সাবিত ইবনে কাইস ইবনে শাম্মাস (রা.) যিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ আনসারী সাহাবী। অসিয়্যত সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর একটি ঘটনা বড়ই আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর। হযরত আতা খোরাসানী (রহ.) বলেন, আমি যখন মদীনা শরীফে পৌঁছুলাম, তখন আমি এমন একজন লোকের সন্ধান করছিলাম, যে আমাকে হযরত সাবিত (রা.)-এর অবস্থা সম্পর্কে জানাতে পারে। স্থানীয় লোকেরা আমাকে হযরত সাবিত (রা.)-এর এক মেয়ের সন্ধান দিলো। আমি সে মেয়ের কাছ থেকে হযরত সাবিত (রা.)-এর অবস্থা শুনলাম। অন্যান্য সংবাদের মাঝে সে মেয়ে আমাকে হযরত সাবিত (রা.)-এর নিম্নোক্ত ঘটনাটি শোনালো।

হযরত সাবিত (রা.)-এর সাহেবজাদী আমাকে বললো, হযরত সাবিত (রা.)-এর শাহাদতের পর এক ব্যক্তি তাকে খাবে দেখলো। সে দেখলো হযরত সবিত (রা.) তাকে বলছেন, গতকাল যখন আমাকে শহীদ করে দেয়া হলো, তখন এক ব্যক্তি আমার লাশের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, আমার সীনায় তখনো একটি মূল্যবান লৌহবর্ম ছিলো, লোকটি আমার সীনা থেকে সে মূল্যবান বর্মটি খুলে নিয়ে গেছে। সে লোকটির বাড়ী আমাদের যুদ্ধের ময়দানের শেষ প্রান্তের অমুক স্থানে। তার সামনে একটি মোটা-তাজা ঘোড়া বাঁধা আছে। লোকটি আমার বর্মটি খুলে নিয়ে বড় একটি পাত্র দিয়ে ঢেকে রেখেছে এবং সে পাত্রের উপর উটের হাওদা রয়েছে। তুমি হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.)-এর কাছে যাও এবং তাঁকে গিয়ে বলো, তিনি যেন ঐ লোকটির কাছ থেকে আমার বর্মটি উদ্ধার করেন। অতঃপর তুমি যখন হযরত রাসূলে কারীম (সা.)-এর খলীফা অর্থাৎ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর কাছে পৌঁছে যাবে তখন তাঁকে বলে দিবে, "আমি অমুক অমুক ব্যক্তির কাছে এত এত টাকা ঋণগ্রস্থ আছি। আর এত এত পরিমাণ সম্পদ আমি রেখে এসেছি এবং আমার অমুক অমুক গোলাম আযাদ।

হযরত সাবিত (রা.) স্বপ্নের মধ্যেই সে লোকটিকে একথাও বললেন যে, "তুমি আমার এ কথাগুলোকে স্বপ্নের কথা মনে করে অবহেলা করবে না বরং কথাগুলোর উপর আমল করবে।"

এ স্বপ্ন দেখে লোকটি হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.)-এর কাছে গেলো এবং তাঁকে খবরটি শোনালো। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) লোক পাঠিয়ে সেই বর্মের বিষয়টি তদন্ত করালেন, বর্মটি স্বপ্নের বিবরণমতে ঠিক সেখানেই পাওয়া গেলো। অতঃপর সে লোকটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর কাছে গেলো এবং তাঁকেও সম্পূর্ণ স্বপ্নের বিবরণ শোনালো। ফলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তার অসিয়্যতের উপর আমল করার বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করলেন।

হযরত সাবিত ইবনে কাইস (রা.) ব্যতীত অন্য কোন লোক মউতের পরে অসিয়্যত করেছে এবং তার উপর আমল করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। (তারাশে, পৃ. ১৩০ হযরত মাও. তকী উসমানী সাহেব [মু. আ.] উদ্ধৃতি আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৫)

www.maktabatulabrar.com

সম্মানিত পাঠক! লক্ষ্য করুন, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) গণের মাঝে অসিয়্যত-এর বিষয়টা কত অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিলো যে, যদি দ্বীনের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে অসিয়াত লেখার সুযোগ না হতো তবে শাহাদাতের পূর্বমুহূর্তে, ইন্তেকালের পূর্বে নিজের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও নিজের সম্প্রদায়কে দ্বীনের উপর অবিচল থাকার এবং দ্বীনের জন্য নিবেদিত প্রাণ থাকার অসিয়্যত করে যেতেন।

আবার কারো যদি দ্বীনের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে অসিয়্যতের কথা স্মরণ না থাকতো আর যদি কারো কাছে তারা ঋণগ্রস্থ থাকতেন তবে আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে ইন্তিকালের পর স্বপ্নের মাধ্যমে অসিয়্যত করে দিতেন যে, আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও।

এরা ছিলেন শাহী দরবারের লোক, আল্লাহ পাকের জন্যই ছিলো এদের উঠা-বসা, জীবন-মরণ। মহান আল্লাহর দ্বীনকে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়া, বিশ্বের সকল সম্প্রদায়কে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্যই তারা সদা-সর্বদা চেষ্টারত থাকতেন। আকাংখা যদি কিছুর থেকে থাকে তবে তা একটি জিনিসেরই, লোভ যদি কোন কিছুর প্রতি থাকে তবে তাও একটি জিনিসেরই প্রতি, আগ্রহও ছিলো একটি বস্তুর প্রতিই, আর সেটি হচ্ছে পরিপূর্ণ দ্বীন সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে যাক, বান্দাকে বান্দার ইবাদত থেকে ফিরিয়ে বান্দার স্রষ্টা ও পালকর্তার ইবাদতে লিপ্ত করে দেয়া হোক, কুফর ও শিরক দুনিয়া থেকে খতম হয়ে যাক, আল্লাহ পাকের প্রত্যেক বান্দা ও বান্দী আল্লাহ পাককে সন্তুষ্টকারী হয়ে যাক এবং জান্নাতের অধিকারী ও জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে যাক। সুতরাং হযরত সাবিত (রা.)ও ঐ আকাঙ্খাতেই আল্লাহ পাকের দেয়া জীবনকে তার দ্বীনের জন্য কুরবান করে দিয়েছেন এবং মউতের পরে হযরত আমীরুল মুমিনীন আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কে খাবের মাধ্যমে অসিয়্যত করেছেন যে, আমার করয পরিশোধ করে দিন।

কিন্তু আমাদের প্রতি হুকুম হলো, আমরা এখনই অসিয়্যত করে রাখবো। এতে কোন বিলম্ব করবো না। নিজের সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের দ্বীনের উপর আমল করার জন্য এবং দ্বীনকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এবং সে দ্বীনের জন্য জান-মাল, ফিকির,

সময়, এবং যোগ্যতাসমূহকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়ার জন্য জীবদ্দশাতেও উৎসাহ দিয়ে যাবো এবং সে ব্যাপারে তাদেরকে অসিয়্যতও করে যাবো।

অনুরূপভাবে ভুলবশত কিংবা কঠিন প্রয়োজনের মুহূর্তে যদি কারো কাছ থেকে কোন ঋণ গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তবে সাথে সাথে নিজের অসিয়্যতের খাতায় তা লিখে নিবে, অর্থাৎ, আমি অমুক অমুক ব্যক্তির কাছে এত এত পরিমাণ ঋণগ্রস্থ, যা আমাকে পরিশোধ করতে হবে। এছাড়া নিজের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ এবং নিজের মালিকানাধীন জিনিসপত্রের কথা উলামায়ে কেরাম এবং মুফতিগণের কাছে বর্ণনা করে এবং সে ব্যাপারে শরীয়তের বিধান জেনে নিয়ে তা এমনভাবে পরিস্কার করে রাখবে, যাতে নিজের ইন্তিকালের পর তা নিয়ে ওয়ারিসদের মাঝে কোন ঝগড়া-বিবাদ না হয় এবং দুনিয়ার সামান্য টাকা-পয়সার জন্য যাতে ছেলে, জামাতা, চাচা-ভাতিজা এবং ভাই-বোনের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন এমনকি দুশমনী পর্যন্ত সৃষ্টি হওয়ার পরিবেশ না হয়ে যায়।

অসিয়্যতের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা এবং তার পদ্ধতি আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তা পড়ার উসীলায় যেন হিদায়াত দান করেন এবং শরীয়ত মোতাবেক পূর্ণ যিন্দেগী যাপন করার তাওফীক ও হিম্মত দান করেন। আর আমাদেরকে যেন অসিয়্যত লেখার এবং তাকে যথাযথভাবে গুরুত্ব দেয়ার তাওফীক দান করেন, আমীন!

মউতের প্রস্তুতি

১. আমাদের প্রত্যেককে এ কথার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে আমরা লোকদের সামনে গুনাহের কথা প্রকাশ করে না দেই। কারণ গুনাহের কথা প্রকাশ করে দেয়াও একটি গুনাহ। আল্লাহ পাকের কাছে এমনটি পছন্দ নয় যে, তিনি বান্দার গুনাহ গোপন করে রাখলেন অথচ বান্দা নিজে সকলকে একথা বলে বেড়াতে থাকলো যে, আমি গুনাহগার আমি এমন আমি তেমন ...।

তবে হ্যাঁ গুনাহের কথা অবশ্যই স্মরণ করবে এবং সে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এর দ্বারা নফসেরও ইসলাহ হায়ে যাবে।

www.maktabatulabrar.com

২. যদি কারো থেকে কোন গুনাহের কাজ হয়ে যায় তবে সাথে সাথে তওবা করে তার পরিবর্তে কোন নেক কাজও করে নেয়া উচিত। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. (القران)

অর্থাৎ, "নিঃসন্দেহে নেকী গুনাহসমূহকে অপসারণ করে দেয়।"

সুতরাং যদি কোন গুনাহ হয়ে যায়, তবে সাথে সাথে দুই রাক'আত নফল নামাজ পড়ে ক্ষমা চেয়ে নিবে, অথবা কিছু তিলাওয়াত করে নিবে কিংবা কিছু দান-সদকা করবে বা কারো সাথে কোন ভাল আচরণ করবে অথবা পিতা-মাতার কোন খিদমত করে তাদের দু'আ নিবে কিংবা স্ত্রী-সন্তানদের কিছু দিয়ে তাদেরকে খুশি করে দিবে। কেননা এটিও সওয়াবের বড় কাজের অন্তর্ভূক্ত যে, নিজের বন্ধু-বান্ধব ও অধীনস্থদের জায়েয কাজের মধ্য দিয়ে খুশি রাখবে।

৩. উপরন্তু যে গুনাহের কাজ থেকে তওবা করা হচ্ছে এখনই সাথে সাথে সে গুনাহের কাজ পরিত্যাগ করে দিবে। এটাও তওবা কবূল হওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

৪. অনুরূপভাবে গুনাহ হয়ে যাওয়ার পর তওবা করার ক্ষেত্রে বিলম্ব করা উচিত নয় বরং তৎক্ষণাত মনে মনে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে এই ভেবে যে, আমার ভুল হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে কখনো এমনটা করবো না। আয় আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দিন এবং কমপক্ষে তিনবার নিম্নের দু'আটি পাঠ করে নিবে–

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ.

"আয় আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার তওবা কবুল করে নিন। নিঃসন্দেহে আপনি তওবা কবুলকারী এবং ক্ষমা প্রদর্শনকারী।

আর একথা স্মরণ রাখবে যে, তওবা করতে বিলম্ব করা নফ্স ও শয়তানের চক্রান্ত। শয়তান এভাবে প্রবঞ্চনা দেয় যে, পরে তওবা করে নিয়ো। অতচ অবস্থা তো এই যে, জানা নেই কার্ মউত কখন এসে যায়। সুতরাং কক্ষণো বিলম্ব করবে না।

৫. তওবা প্রকৃতপক্ষে মনের অনুতাপ ও লজ্জার নাম। কোথায় আমি আর কোথায় আমার প্রতি আল্লাহ্ পাকের দেয়া অগণিত নি'আমত। ঐ

সকল নি'আমতকে আমি তাঁর নাফরমানীর কাজে ব্যবহার করেছি। এ বিষয়টি একা একা বসে চিন্তা করবে এবং দিলে দিলে খুব লজ্জিত ও শরমিন্দা হবে।

এ সবের সাথে তওবার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে ভবিষ্যতে গুনাহ না করার ব্যাপারে কঠোর প্রতিজ্ঞা করা। এভাবে যে, এখন থেকে আমি ভবিষ্যতে আর কখনো এগুনাহ্ করবো না। অর্থাৎ, তওবা করার সময় নিজেই সে তওবা ভেংগে দেয়ার ইচ্ছা না থাকলে তবে সে তওবা শুদ্ধ হয়।

এর সাথে তওবার অতিরিক্ত আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে নিজ অলসতা বা অসাবধানতাবশত যা কিছু হয়ে গেছে অর্থাৎ, আল্লাহ পাকের হকসমূহ বা বান্দার হকসমূহের ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ করে দিবে। একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, উপরে আলোচিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য না করে শুধু মুখে "তওবা" বলে দিলেই তওবা হয়ে যায় না। আল্লাহ্ পাকের হকসমূহ আদায় না করা এবং তওবা করার সময় মন থেকে লজ্জিত ও অনুতপ্ত না হওয়া এরপরেও নিজে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা নিজের নফসের উপর জুলুম ও অবিচারের শামিল।

আল্লাহ পাকের হকসমূহ আদায় করা

'উমরী ক্বাযা' আদায় করা

বালেগ হওয়ার পর থেকে আজকের দিন পর্যন্ত হিসাব করে নিবে যে, প্রকৃতপক্ষে কত ওয়াক্ত নামায আমার ছুটে গেছে। অর্থাৎ, যা আমি একবারেই পড়িনি। আর কত ওয়াক্ত নামায এমন আছে যা আমি যদিও আমার মত করে পড়েছি কিন্তু শরীয়তের হুকুমে তাও আদায় হয়নি বরং ক্বাযা হয়েছে। যেমন ফরয গোসল করা ছাড়াই কিংবা ভুল অযূ করে কিংবা অন্য কোন বড় ত্রুটির সাথে নামায পড়া হয়েছে। তবে সেসব নামাযের খুব ভালভাবে আনুমানিক হিসাব করে নিবে যাতে মন সাক্ষী দেয় যে, এর চেয়ে অধিক নামায আমার দায়িত্বে বাকী নেই। কখনো এমন হয় যে, তিন ওয়াক্ত নামায পড়া হয় এবং দুর্ভাগ্যবশত দুই ওয়াক্ত নামায অধিকাংশ সময় ছুটে যায় এক্ষেত্রে ঐ দুই ওয়াক্তের ক্বাযা বেশি পরিমাণে করবে এবং এমনভাবে একটি আনুমানিক হিসাব করে নিবে যে, এত মাস বা এত বৎসরের ক্বাযা নামায আমি আজ থেকে পড়তে শুরু করলাম।

www.maktabatulabrar.com

এর জন্য সহজ পদ্ধতি হলো– প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজের সাথে এক বা দুই ওয়াক্ত করে বা যত বেশি সম্ভব হয় ক্বাযা পড়ে নিবে। এভাবে যত তাড়াতাড়ি ক্বাযা নামাযগুলো পড়া হয়ে যায় ততই ভাল। বরং ওয়াক্তিয়া নামাযের সাথে যেসব নফল নামায থাকে অর্থাৎ, যা সুন্নাতে মুআক্কাদা নয় তার পরিবর্তেও কাযা নামায পড়বে এবং হিসাব রাখবে। যেমন আমি প্রতিদিন দশ বা পনেরো ওয়াক্ত ক্বাযা নামায পড়ছি এভাবে পড়তে থাকলে অমুক সময়ে আর আমার দায়িত্বে কোন ক্বাযা নামায অবশিষ্ট থাকবে না। ঘরের লোকদেরকে অসিয়্যত করে রাখবে যে, ঐ সময়ের পূর্বেই যদি আমার ইন্তিকাল হয়ে যায় তবে ঐ পরিমাণ নামায –যা আমার দায়িত্বে রয়ে গেলো, যার ক্বাযা আমি করতে পারলাম না– তার ফিদয়া আদায় করে দিবে।

একথাও স্মরণ রাখবে যে, ক্বাযা নামায নিষিদ্ধ ওয়াক্ত ব্যতীত সব সময়েই পড়া যায়। ফজরের নামাযের পরে, আসরের নামাযের পরে, মাগরিবের ১৫ বা ১৭ মিনিট পূর্ব পর্যন্তও ক্বাযা নামায পড়া জায়েয। তবে ফজর ও আসরের পরে ক্বাযা পড়লে ঘরে পড়বে। আর যদি মসজিদে পড়া হয় তবে চেষ্টা করবে এমন স্থানে পড়তে যাতে অন্য লোক দেখতে না পায় এবং অন্যরা যাতে বুঝতে না পারে যে, ক্বাযা নামায পড়া হচ্ছে। এভাবে হলে অপরাধ বা গুনাহের বিষয়টা অপ্রকাশিত থাকবে। যদি কারো একটা সময় পর্যন্ত পূর্ণ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই ছুটে গিয়ে থাকে তবে সে ক্বাযা করার সময় পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায ১৭ রাকআত এবং তিন রাক'আত বিতির সহ মোট বিশ রাক'আত করে ক্বাযা পড়বে। অথবা যে নামায যত ওয়াক্ত ক্বাযা হয়েছে তার একটা আনুমানিক হিসাব করে সে নামায বেশি বেশি করে পড়ে নিবে (অতঃপর সে ওয়াক্ত শেষ হলে আরেক ওয়াক্ত পড়ে পড়ে শেষ করবে) এমনটি কোন আবশ্যকীয় বিষয় নয় যে, যোহরের ক্বাযা যোহরের ওয়াক্তেই করতে হবে। বরং কারো ক্বাযা নামায যদি পাঁচ ওয়াক্তের বেশি হয়ে যায় তবে সেক্ষেত্রে তার তারতীব রক্ষা করাও জরুরী নয়। এরূপ ব্যক্তি যে নামায যে সময় ইচ্ছা ক্বাযা করে নিতে পারবে। এমনকি একই দিনে পিছনের কয়েক দিনের নামাযও পড়ে নিতে পারে।

আর এভাবে ক্বাযা করলে নামায আদায় করা দ্রুত শেষ হতে পারে। নফল এবং সুন্নাত ইত্যাদি পড়ার পরিবর্তে সে সময়ে ক্বাযা নামায পড়লে ইনশা আল্লাহ তা'আলা উভয়টারই সওয়াব[১] পেয়ে যাবে, তবে যার এরকম নিয়মিত অভ্যাস রয়েছে যে, সে বিশেষভাবে তাহাজ্জুদের মুবারক সময়ে তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য ওঠে, সে ঐ সময় ক্বাযা নামায তো পড়বেই কিন্তু সাথে ভিন্নভাবে তাহাজ্জুদের নিয়্যতে দুই/চার রাকা'আত নামায পড়ে নিলে তা খুবই ভাল, এতে তাহাজ্জুদের মুবারক সময় জাগ্রত হওয়ার অভ্যাসটা জারী থাকবে।

ব্যাখ্যা: নিজের নামায সুন্নাত মুতাবিক পড়ার জন্য চেষ্টা করবেন। খাসভাবে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

১. সূরায়ে ফাতিহার প্রত্যেক আয়াতে থেমে থেমে পড়বেন।

২. ধীরস্থিরে শান্তভাবে রুকু-সিজদার তাসবীহসমূহ পড়বেন।

৩. রুকু থেকে ওঠার পর দাঁড়ানোর বিধানটি শান্তভাবে আদায় করুন। সম্ভব হলে রুকু থেকে দাঁড়ানোর পর নিম্নের দু'আটি অবশ্যই পাঠ করুন–

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ. (بخارى مشكوة حديث رقم. ٨١٦)

অনুরূপভাবে দুই সিজদার মাঝেও অন্যন্ত ধীরস্থিরে শান্তভাবে বসবেন। সম্ভব হলে দুই সিজদার মাঝে নিম্নোক্ত দু'আটি পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ. (مشكوة حديث رقم:٨٣٩ صفحه : ٨٤)

নির্ভরযোগ্য কোন হক্কানী আলিমের কাছে নিজের নামাযের বিবরণ শোনাবেন যাতে কোন ভুল থাকলে তা সংশোধন হতে পারে। "এক মিনিটের মাদরাসা", "বেহেশতী যেওর", "আহকামে যিন্দেগী" প্রভৃতি কিতাবের মাধ্যমে নিজের নামাযসমূহ সংশোধন ও ঠিক করে নিবেন।

---

[১] كما فى الشامية ان ينال فضل التهجد بقضاء الفوائت بعد العشاء. (احسن الفتوى جلد. ٤ صفحه–٤٣)

www.maktabatulabrar.com

যাকাতের ক্বাযা

যাকাতের ব্যাপারে এভাবে চিন্তা করে দেখবেন যে, আমার উপর কখন থেকে যাকাত ফরয হয়েছে? নিসাব পরিমাণ সম্পদ আমার কাছে পূর্ণ এক বৎসর যাবৎ আছে কি না? না হলে এক বৎসর হতে কতদিন বাকী আছে?

বালেগ হওয়ার পর থেকেই যাকাত আদায় করা ফরয হয়ে যায়। সুতরাং বালেগ হওয়ার পর যদি নিজের মালিকানায় যাকাতযোগ্য বস্তু থেকে থাকে –শরীয়তের ব্যাখ্যামতে যার যাকাত আদায় করা ফরয ছিলো কিন্তু তখন তার যাকাত দেয়া হয়নি– তবে তখন থেকে আজ পর্যন্ত যত বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে প্রত্যেক বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন যাকাত হিসাব করে বের করবে এবং তার একটি পরিমাণ নির্ধারণ করবে, অতঃপর সে পরিমাণ যাকাত আদায় করে দিবে। যদি স্মরণে না থাকে তবে সতর্কতা সহকারে আনুমানিক হিসাব করবে তাতে পরিমাণ থেকে কিছু বেশি হয়ে যাক সমস্যা নেই কিন্তু কম যাতে না হয়।

কোন মহিলা যদি নিজের অলংকারাদির মালিক নিজেই হয়ে থাকে, তবে তার উপর যাকাত ফরয। এক্ষেত্রে মহিলা নিজেই হিসাব করবে এবং অতীতের যাকাত যদি দেয়া না হয়ে থাকে তবে সে যাকাতও আদায় করবে। আর যদি স্বামী স্ত্রীকে অলংকার শুধু মাত্র ব্যবহারের জন্য দিয়ে থাকে মালিক বানিয়ে না দেয়, তবে (তা স্বামীর সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে এবং) স্বামী হিসাব করে তার যাকাত আদায় করতে শুরু করবে। আর এভাবে অসিয়্যতনামা লিখে রাখবে যে, এত বৎসরের এত টাকার যাকাত আমার আদায় করা হয়নি। এখন থেকে আমি আদায় করতে শুরু করেছি, যতি আদায় করা শেষ না হয়, তবে যে পরিমাণ অনাদায়ী থেকে যাবে তা মুফতী সাহেবগণের কাছ থেকে পদ্ধতি ও মাসআলা জেনে আমার সম্পদ থেকে আদায় করে দিবে।

এমনিভাবে সদকায়ে ফিতিরও আদায় করা না হয়ে থাকে তবে তাও আদায় করে দিবে।

রোযার ক্বাযা

ক. রোযার হিসাবও এভাবে করবে যে, বালেগ হওয়ার পর থেকে রমযানের ফরয রোযা যা ছুটে গেছে অথবা সফর কিংবা অসুস্থতার কারণে

যা ছুটে গেছে সে সবের হিসাব করে সবগুলোর কাযা করে নিবে। অনুরূপ যা রাখার পরে ভেঙ্গে গেছে বা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবস্থা মুফতী সাহেবগণের কাছে বর্ণনা করে মাসআলা জেনে নিবে এবং সেমতে তারও ক্বাযা আদায় করে নিবে।

খ. মহিলাগণ শরীয়তসম্মত অপারগতার কারণে যেসব রোযা রাখতে পারেনি তারও দ্রুত ক্বাযা আদায় করে নিবে। অনেক মহিলা এ ক্ষেত্রে অলসতা করে থাকে। ফলে কয়েক বৎসরের রোযার কাযা তার দায়িত্বে বাকী থেকে যায়। সুতরাং এখনই সে গাফলতী ও অলসতা পরিহার করবে এবং বাকী রোযা যথাসম্ভব দ্রুত আদায় করতে শুরু করে দিবে। আল্লাহ না করুন এখন যদি সে এমন বয়সে উপনীত হয়ে থাকে যে, এখন আর তার পক্ষে ক্বাযা আদায় করাও সম্ভব নয় কিংবা যদি এমন কোন রোগে অক্রান্ত হয়ে যায় যা থেকে পুনরায় সুস্থ্য হওয়ারও আশা নেই তবে বাকী রোযাগুলোর ফিদয়া আদায় করে দিবে এবং যে পরিমাণ ফিদয়া অনাদায়ী থেকে যাবে শরীয়ত মুতাবিক তা আদায় করে দেয়ার জন্য অসিয়্যত লিখে দিবে।

যদি ফিদয়া আদায় না করে এবং তার যদি মউত হয়ে যায় আর সে নিজের সম্পদ থেকে তার ফিদয়া আদায়ের জন্য যদি অসিয়্যতও না করে যায় তবে এ ক্ষেত্রে বালেগ ওয়ারিসদের উচিত হবে, তাদের আপন মৃত ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করে নিজেদের সম্পদ থেকে তার অবশিষ্ট ফিদয়া আদায় করে দেয়া। তবে এমনটি করা তাদের উপর আবশ্যকীয় নয়। বরং এটি হবে তাদের পক্ষ থেকে মৃত ব্যক্তির উপর একটি অনুগ্রহ।

হজ্জ আদায় করা

কারো উপর যদি হজ্জ ফরয হয়ে যায় এবং সে হজ্জ আদায় করাও যদি ফরয হয় (অর্থাৎ, হজ্জ সফরের সকল শর্ত যদি পাওয়া যায় যেমন মহিলার জন্য কোন মাহরাম পুরুষ সাথে থাকা ইত্যাদি) তা সত্ত্বেও যদি সে হজ্জ আদায় না করে, তাহলে এখন তার প্রতিবদল এভাবে করতে হবে যে, প্রথমত তো হজ্জকে বিলম্ব করার জন্য তওবা করে নিবে। অতঃপর দ্রুত সে হজ্জ আদায় করে নিবে। আর যদি এমন হয় যে, পূর্বে হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও আদায় করেনি, আর বর্তমানে বয়স এত অধিক হয়ে গেছে যে, অধিক বার্ধক্যের কারণে কিংবা কঠিন রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণে এখন সে

www.maktabatulabrar.com

হজ্জের সফর করতে অপারগ হয়ে গেছে এবং মউতের পূর্বে পুনরায় কখনো হজ্জ সফরের যোগ্য হবে এমন আশাও নেই, তবে হজ্জে বদলের সকল শর্ত উলামায়ে কেরাম থেকে জেনে নিয়ে কাউকে পাঠিয়ে নিজের পক্ষ থেকে হজ্জে বদল করিয়ে নিবে।

যদি নিজের জীবদ্দশায় হজ্জ করাতে না পারে, তাহলে বালেগ ওয়ারিসগণ যদি নিজ খরচে পিতার হজ্জটি করিয়ে দেয় তবে এটি একটি উত্তম সুরত, অন্যথায় নিজে হজ্জ করিয়ে যেতে না পারলে নিজের বালেগ ওয়ারিসদেরকে এই মর্মে অসিয়্যত করে যাবে যাতে তারা তার রেখে যাওয়া সম্পদ দ্বারা তার হজ্জটি করিয়ে দেয়। কিন্তু শরিয়তের বিধানমতে অসিয়্যত শুধু (এক তৃতীয়াংশ) মালের মধ্যেই কার্যকর হয়। তবে যদি বালেগ ওয়ারিসগণ তাদের অংশ থেকে সন্তুষ্ট চিত্তে এক তৃতীয়াংশের বেশি দিতে সম্মত হয়, তবে সেটা গ্রহণ করা যাবে। অথবা বালেগ ওয়ারিসগণ নিজেরাই যদি নিজেদের মাল দ্বারা পিতার হজ্জটি করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে তবে এটিও একটি উত্তম পন্থা। কেননা একটি হাদীছে এসেছে, যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতার পক্ষ থেকে একটি হজ্জ করে এটা তাদের জন্য হজ্জে বদল হতে পারে। তার আত্মাকে আসমানে এর খোশখবরীও দেয়া হয়। এরূপ সন্তান আল্লাহ পাকের দরবারে পিতা-মাতার বাধ্যগত সন্তান হিসেবে গণ্য হয়ে যায়। যদিও সে এর আগে পিতা-মাতার অবাধ্য থেকে থাকে।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতার মধ্য থেকে যে কোনো একজনের পক্ষ থেকে হজ্জ করবে তবে তার পিতা বা মাতার জন্য তো একটি হজ্জের সওয়াব হবেই, সাথে সাথে হজ্জকারী সে সন্তানের আমলনামায়ও একটি নতুন হজ্জের সওয়াব দেয়া হয়। (ফাযায়েলে সাদাকাত, ২৬৮ পৃ.)

বান্দার হক ও তা আদায়ের গুরুত্ব

মানুষের তওবা ঐ সময়েই পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয় যখন সে বান্দার হকসমূহকেও পুরোপুরিভাবে আদায় করে দেয়। একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, বান্দার হক সম্পূর্ণ শুধু তওবা করার দ্বারা মা'ফ হয়ে যায় না। বরং তা আদায় করতে হয়ে।

যেমন কারো সম্পদ যদি অবৈধভাবে গ্রহণ করা হয়, অথবা কারো কাছ থেকে যদি ঋণ গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তবে সে ঋণ পরিশোধ করতে হবে (ঋণদাতার সে ঋণের কথা স্মরণ থাকুক বা না থাকুক।) অথবা কেউ কারো মালের মধ্যে যদি খিয়ানত করে থাকে অথবা ঠাট্টাচ্ছলে কারো কোন মাল যদি রেখে দেয়া হয় (যার মালিক যা দিতে অন্তর থেকে রাজি নয়।) অথবা কারো কাছ থেকে যদি সুদ গ্রহণ করা হয়ে থাকে কিংবা মিথ্যা কথা বলে ধোঁকা দিয়ে কোন মাল উপার্জন করা হলে এ জাতীয় সব মাল ফেরৎ দিয়ে দিতে হবে। আর যে মাল কাউকে না বলে গোপনে নেয়া হয়েছে তা ফেরৎ দেয়ার সময় একথা বলা আবশ্যকীয় নয় যে, আমি আপনার মালের মধ্যে খেয়ানত করেছিলাম বরং হাদিয়া বলে দিয়ে দিলেও তা আদায় হয়ে যাবে।

ছোট ভাই-বোনের হক আদায় করা

কোন কোন স্থানে এমনটা প্রচলিত আছে যে, পিতার ইন্তিকালের পর বড় ভাই অন্য সব ভাইদের সাথে মিলে পিতার মালিকানাধীন সমস্ত সম্পদ, মাল-আসবাব জমি-জিরাত নিজেদের মালিকানায় নিয়ে নেয়। বোনদেরকে তাদের প্রাপ্য শরীয়তসম্মত হক দেয় না। এটা একটা পরিস্কার জুলুম। আর মহান আল্লাহ মেয়েদের জন্য যে হক ও হিস্সা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা নিজে ভক্ষণ করা হারাম ও না জায়েয। মেয়েরা নিজেরা এসে সে অংশ দাবী না করা একথার প্রমাণ নয় যে, তারা তাদের পাওনা অংশ ছেড়ে দিয়েছে। কারণ বিশেষভাবে মাল-সম্পদের ব্যাপারে প্রচলিত চুপ থাকা গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপ প্রচলিত পন্থায় দাবী ছেড়ে দেয়ার অবাস্তব ঘোষণা-ও গ্রহণযোগ্য হবে না। বিশেষ করে অপ্রাপ্ত বয়স্ক না বালেগ বোন বা না বালেগ ভাইও যদি ওয়ারিসদের মধ্যে থাকে তবে তাদের মাফ করে দেয়া বা দাবী ছেড়ে দেয়ার সন্তুষ্ট চিত্তের ঘোষণাও শরীয়তে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে ভাইয়ের ইন্তিকালের পর তার বিধবা স্ত্রী অর্থাৎ, ভাবীকে এবং তার সন্তানদেরকে তাদের প্রাপ্য হক ও অধিকার না দিয়ে তা আত্মসাৎ করা পরিস্কার জুলুম এবং হারাম দ্বারা নিজের উদর পুর্তি করার নামান্তর। এমন লোকেরা যেন নিজের পেটের মধ্যে জাহান্নামের জ্বলন্ত অঙ্গার ভরছে।

www.maktabatulabrar.com

সুতরাং বোনদের, ভাইদের এবং ইয়াতীমদের যেসব মাল ভক্ষণ করা হয়েছে এখন আল্লাহ পাক দয়া করে যখন তওবা করার সুযোগ ও তাওফীক দান করেছেন সুতরাং কাল বিলম্ব না করে এখনই তা আদায় করা শুরু করে দিতে হবে। যদি একসাথে সব আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে আস্তে আস্তে (অল্প অল্প করে হলেও) আদায় করতে থাকবে এবং নিজের অসিয়্যতনামার মধ্যে লিখে রাখবে যে, যদি আমি সব আদায় করে যেতে না পারি, তবে আমার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে কিংবা আমার আত্মীয়-স্বজনগণ আমার প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের মাল থেকে এ পরিমাণ অমুক অমুক ব্যক্তিকে ফেরৎ দিয়ে দিবে যা আমি অবৈধ পন্থায় কিংবা ভুলবশত তাদের থেকে ভোগ করেছি।

স্মরণ রাখতে হবে! বিবি বাচ্চার মহব্বতে পড়ে নিজের বোনদেরকে বঞ্চিত করা কিংবা ছোট ভাইদেরকে নিজের পিতার নিবাস থেকে পূর্ণ হিস্সা না দেয়া অত্যন্তই খারাপ কথা। একজন বোন তার ভাইকে যতটুকু মহব্বত করে তার সঠিক ধারণা তো শুধু মাত্র বোনেরই আছে, সে ধারণা ভাইয়ের থাকার কথা নয়। বোনদের খুন খুবই সূক্ষ্ম ও নাযুক হয়ে থাকে, তাই মহব্বত তার রগ ও রেশায় ছড়িয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ভাইদের খুনের মাঝে কিছু মর্দামী ও পৌরুষতা রয়েছে বিধায় তারা কিছুটা কঠোর প্রকৃতির হয়ে থাকে। সে কারণে ভাইয়ের খুন বোনের মহব্বতে এতটা বিগলিত হয় না যতটা বিগলিত হয় বোনের খুন ভাইয়ের মহব্বতে। ভাই আর বোন একই গাছের দু'টো শাখা তুল্য। বোনের শীরা-উপশীরায় যে খুন প্রবাহিত হয়ে থাকে তার প্রতিটি ফোটা থাকে ভাইয়ের মহব্বতে পরিপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে তা খুন নয় বরং আসমানী পবিত্র মহব্বতের শরাব যা বোনকে প্রতি মুহূর্তে ভাইয়ের মহব্বতে নেশাগ্রস্থ করে রাখে।

মহিলা সাহাবীগণের (রা.) জীবনের দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাই যে, তারাও নিজ ভাইদেরকে সীমাহীনভাবে মহব্বত করতেন। হযরত আয়েশা (রা.)-এর ভাই হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রা.) যখন ইন্তেকাল করলেন তখন হযরত আয়েশা (রা.) তার শোকগাঁথা স্বরূপ দু'টো আরবী শের (কবিতা) পড়েছিলেন। যে শের দু'টো পরবর্তীতে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং তা হাদীছ শরীফের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যা নিম্নরূপ–

كُنَّا كَنَدْمَانَىْ جَزِيْمَةَ حِقْبَةً مِّنَ الدَّهْرِ + حَتّٰى قِيْلَ لَنْ يَّتَصَدَّعَا

فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَاَنِّيْ وَمَالِكًا + لِطُوْلِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعًا

অর্থ: আমরা দু'জন জাযীমার দুই সঙ্গীর[১] ন্যায় ছিলাম, যারা এত অধিক সময় একত্রে কাটিয়েছে যার ফলে লোকেরা বলতে শুরু করেছে যে, এ দু'জন আর কক্ষণো পৃথক হবে না। কিন্তু আমরা যখন পৃথক হয়ে গেলাম, তখন এত অধিক সময় একত্রে থাকার পরও এমন অনুভব হলো যেন আমরা কখনো একটি রাতও একত্রে কাটাইনি।

এমনই হয়ে থাকে বোনদের মহব্বত। সুতরাং মুসলমান ভাইদের উচিত হলো পিতার পক্ষ থেকে বোনদের যে হক প্রাপ্য তা তাদেরকে খুব দ্রুত পরিশোধ করে দেয়া। তাদের হক ভক্ষণ করা যেন জাহান্নামের আগুন দ্বারা নিজের উদর পূর্ণ করা। সুতরাং মুসলমান ভাইদের উচিত তাদের বোনদের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখা। তাদের নেক দু'আ গ্রহণ করার চেষ্টা করা। তাদের প্রাপ্য হকের চাইতে বেশি তাদেরকে দিয়ে তাদের প্রতি আদর ও সম্মান প্রদর্শন করা। যাতে তারা সম্মানিত পিতার বিয়োগ ব্যাথা অনুভব করতে না পারে।

অনেকে এরূপ ভুল ধারণা পোষণ করে থাকে যে, বোনের প্রাপ্য হকের পরিবর্তে তাকে হজ্ব করিয়ে দিলে কিংবা বোনকে বিবাহ দিয়ে দিলে বা বোনের ছেলেকে নিজের ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার বানিয়ে দিলে কিংবা ভাতিজা ভাতিজীর পড়ার পিছনে টাকা খরচ করে দিলেই তাদের হক আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রকৃত কথা হচ্ছে এভাবে তাদের হক আদায় হয় না। আপনি যদি কোন ব্যবসায়ীকে পাঁচলক্ষ টাকার মাল বাকী দিয়ে থাকেন আর সে ব্যবসায়ী যদি আপনার মেয়ের বিবাহে এসে পঞ্চাশ হাজার টাকার মূল্যবান হীরার সেট উপহার দেয় কিংবা ঈদের দিন আপনার প্রত্যেক সন্তানকে যদি পাঁচ হাজার টাকা করে ঈদ বখশিশ দিয়ে যায়, অতঃপর আপনি যখন আপনার পাওনা পাঁচ লক্ষ টাকা তার কাছে চাইবেন তখন যদি সে ব্যবসায়ী আপনাকে বলে, হাজী সাহেব! আপনার হলো কি? আপনার মেয়ের বিবাহে আমি এত অধিক মূল্যের হিরার সেট দিলাম তেমনটি হয়তো আর কেউই দেয়নি। আপনার

১. জাযীমা ছিল ইরাকের এক সম্রাট। তার দু'জন সঙ্গী-সহচর ছিল মালিক ও উকায়ল। তারা ৪০ বৎসর যাবত একত্রে জীবন-যাপন করেছিল।

www.maktabatulabrar.com

সন্তানদেরকে এত টাকা করে ঈদ বখশিশ দিলাম যেমনটি আপনার আপন ভাইও হয়তো দেয়নি। এরপরও আপনি পুনরায় আমার কাছে টাকা চাচ্ছেন! তাহলে সে সময় আপনার যে উত্তর হবে সে উত্তরই আপনাকে আজ আপনার বোনের উকীলকে দিতে হবে।

যেমন ধরুন পিতার মিরাস থেকে সৎবোন দশ লক্ষ টাকার পাওনাদার, কিন্তু আমরা ভাইয়েরা তাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করে হজ্ব করিয়ে দিলাম এবং প্রতি মাসে তাকে তিনশত করে টাকা দিতে থাকলাম আর মনে করলাম যে, দশ লক্ষ টাকা আদায় হয়ে গেছে। আবার সে পঞ্চাশ হাজার খরচ করার কারণেও ভাবী ননদকে যে কত কথা শুনিয়েছে তার কোন হিসাবই নেই, সারা দেশেই হয়তো ঢোল পিটিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আমরা তাকে হজ্ব পাঠাচ্ছি এবং একথা জানা নেই যে, কত রকমের ফরমায়েশ আর নসীহত তাকে করা হয়েছে যে, আমার জন্য এটা আনবে ওটা আনবে, তোমার ভায়ের জন্য এটা আনবে ওটা আনবে, ইত্যাদি।

ভালভাবে স্মরণ রাখুন! কিয়ামতের দিন এজন্য আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ পাকের দরবারে জবাবদিহী করতে হবে। সুতরাং আজ থেকেই ছোট ভাই-বোনদের টাকার হিসাব করে প্রতিটি পাওনা যথাযথভাবে আদায় করে দিতে হবে।

ভালভাবে বুঝে নিন! নফল হজ্ব বা উমরা করা, মসজিদ মাদরাসায় দান করা, ইয়াতীমখানায় খরচ করা এসব কিছুর চেয়ে অধিক প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে, যার মাল গ্রহণ করা হয়েছে প্রথমে সেটা পরিশোধ করা। বিশেষত বোনদের প্রাপ্য হক পুরোপরিভাবে আদায় করে দিতে হবে। আর এমনটি শুধু বোনদের উপর ইহসান বা অনুগ্রহ করা নয় বরং স্বয়ং নিজের উপর নিজের অনুগ্রহ করা এবং নিজের সন্তানদের উপরও বিরাট অনুগ্রহ করা হবে। কেননা এর দ্বারা নিজেও হারাম খাওয়া থেকে বেঁচে যাবেন এবং নিজ সন্তানদেরও হারাম থেকে বাঁচানো হবে। এছাড়া দুনিয়ার বিভিন্ন বালা-মুসিবত থেকে, কবরের আযাব থেকে এবং আখিরাতের পাকড়াও থেকে নিজেও বেঁচে যাবেন এবং নিজ সন্তানদেরকে বাঁচানো হবে।

ব্যবসার লাইনে অধিকাংশ সময় এরূপ হয়ে থাকে যে, লোকেরা মাল নিয়ে নেয় এরপর যদি সে মালে লোকসান হয়ে যায় তাহলে মনে করে এখন আর ঐ মালের টাকা দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই, এটা ভুল ধারণা। সে টাকাও মালিককে পরিশোধ করে দেয়া আবশ্যক। যখনই অবস্থা একটু

ভাল হবে এবং দেয়ার মত সুযোগ পাবে তখন সাথে সাথে তা আদায় করে দিবে। এ ক্ষেত্রে যদি ঐ মালিক নিজের পাওনা অন্তর থেকে খুশির সাথে তাকে মাফ করে দেয় তবে সেটা ভিন্ন কথা।

কারো কাছে যদি কেউ খারাপ মাল বিক্রি করে থাকে এবং মিথ্যা কথা বলে যদি বেশি পয়সা নিয়ে থাকে, অথবা যদি সুদ গ্রহণ করে থাকে, তবে এক্ষেত্রে যার কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে সে যদি জীবিত থাকে এবং তার ঠিকানাও যদি জানা যায় এবং সে টাকা ফেরৎ দেয়ার মত সুযোগও যদি থাকে তবে তাকে তা ফেরৎ দিয়ে দিবে। কিন্তু যদি এখন নিজে একেবারে গরীব হয়ে গিয়ে থাকে এবং তা ফেরৎ দেয়ার মত কোন শক্তিই যদি না থাকে, তবে তার কাছে গিয়ে সে জন্য মাফ চেয়ে নিতে হবে এবং তাকে পুরোপুরি খুশি করে দিতে হবে যার দ্বারা অনুমান করা যাবে যে, সে তার হক মাফ করে দিয়েছে। তবে পাওনাদার যদি না-বালেগ হয় তবে সে মাফ করে দিলেও মাফ হবে না। তার হক দিয়ে ঋণমুক্ত হওয়াই তখন ফরয। অবশ্য এক্ষেত্রে আপনার প্রতি দয়া করে যদি কেউ আপনার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব নিয়ে নেয় এবং না-বালেগকে তার পাওনা আদায় করে দেয়, তবে তাতেও ঋণ শোধ হয়ে যাবে। আর বালেগ পাওনাদারদের মধ্যে যদি কেউ মাফ না করে তবে তার কাছ থেকে সময় চেয়ে নিবে এবং অল্প অল্প করে উপার্জন করে এবং নিজ উপার্জন থেকে কিছু কিছু করে বাঁচিয়ে রেখে সে পাওনা পরিশোধ করে দিবে। এক্ষেত্রে পাওনা পরিশোধ হওয়ার পূর্বেই যদি পাওনাদারের ইন্তিকাল হয়ে যায়, তবে পাওনাদারের ওয়ারিস ও সন্তানদের মাঝে বাকী পাওনা পরিশোধ করবে।

যদি কোন মুসলমান তার পাওনাদারের সন্ধান ও ঠিকানা না জানতে পারে তবে তার পাওনা পরিমাণ টাকা তার পক্ষ থেকে যাকাত গ্রহণ করতে পারে– এরূপ মিসকিনকে সদকা করে দিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত পুরো পাওনা শোধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সদকা করতেই থাকবে। সাথে সাথে সকল পাওনাদার মুসলমান ব্যক্তির জন্য দু'আও করতে থাকবে। এক্ষেত্রে কারো কাছে অর্থ-সম্পদের ঋণ থাকুক বা তার কোন মান-সম্মানের হক নষ্ট করে থাকুক উভয় ব্যাপারে একই বিধান। তা হলো– তার হক আদায়ের সম্ভব্য সকল চেষ্টার সাথে সাথে তার জন্য দু'আও করতে থাকবে। সাথে ইস্তিগফারও জারী রাখবে।

www.maktabatulabrar.com

যদি কোন অমুসলিমকেও কখনো অন্যায়ভাবে কোন কথা দ্বারা কষ্ট দেয়া হয়ে থাকে, তবে শরীয়তের বিধানের আওতায় থেকে তার কাছ থেকেও সম্ভব হলে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। আর কোন অমুসলিমের কাছে কোন টাকা বা অন্য কোন সম্পদ ঋণ থাকলে উপরে আলোচিত ব্যাখ্যামতে তাও পরিশোধ করে দিতে হবে। সে জীবিত না থাকলে তার ওয়ারিসদেরকে দিয়ে দিবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, সে কোথায় আছে তার ওয়ারিসরাই-বা কোথায় থাকে তার কোন ঠিকানা জানা যায়নি। অথবা পাওনাদার যদি ইন্তিকাল করে থাকে তবে তার পাওনা টাকা বা প্রাপ্য সম্পদের মূল্য কোন জায়েয কাজে খরচ করে দেয়ার অনুমতি আছে। অর্থাৎ, এ টাকা মুসলমানের ঋণের মত গরীব মিসকিনদের মাঝে সদকা করে দেয়া ওয়াজিব নয়। (ইসলামী মাঈশাত কে বুনিয়াদী উসূল, পৃষ্ঠা-৩৪৪)

এ ক্ষেত্রে আর একটি বিষয় হল– স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর প্রাপ্য মহর আদায়ের ব্যাপারে অনেকে অলসতা করে থাকে। অথবা মহর স্বামী দিলেও তা স্ত্রীর বাপ গ্রহণ করে নেয়। সে বলে ছোট সময় থেকে আমি তাকে লালন-পালন করেছি লেখা-পড়া শিখিয়েছি। তা ছাড়া তার বিবাহেও আমি অনেক টাকা খরচ করেছি এ সবের সুবাদে এ মহরের টাকা আমারই প্রাপ্য। সুতরাং মেয়েদের পিতাগণ এবং স্বামীগণ ভালভাবে বুঝে নিন, মহরের এ টাকা সম্পূর্ণভাবে মেয়েরই প্রাপ্য, সে-ই এ টাকার ন্যায্য হকদার ও মালিক। তার বাপের এ টাকা গ্রহণ ও আত্মসাতের ঐ সব বাহানা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত ও ভুল। অতএব কোন বাপ যদি এধরনের ভ্রান্ত অজুহাত ও বাহানা দাঁড় করিয়ে মেয়ের মহরানার টাকা গ্রহণ করে থাকে, তবে অবশ্যই মেয়েকে তা ফেরৎ দিয়ে দিতে হবে। যদি খরচ করে ফেলে থাকে তবুও মেয়ের পাওনা হিসেবে সেটা পরিশোধ করতে হবে।

অনেক স্বামী এই ভেবে নিশ্চিন্ত থাকে যে, আমাকে মহর মাফ করে দেয়া হয়েছে (মহরের দাবী ছেড়ে দেয়া হয়েছে)। এরূপ বিভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে আশাও আবশ্যক। কারণ প্রচলিত ধারায় স্ত্রী স্বামীকে মহর মাফ করে দিলেও তাতে মাফ হবে না। কারণ অধিকাংশ স্ত্রী এইভাবে স্বামীকে মহর মাফ করে দেয় যে, আমি মাফ করি আর না-ই করি মহরের টাকা তো

আমি পাবই না। তাই মুখে বলে দেয়, যাও! মাফ করে দিলাম। ভাল করে শুনে রাখুন! এভাবে মাফ করার কোনোই গ্রহণযোগ্যতা নেই। কারণ এ ক্ষেত্রে সাধারণত মহিলারা মনের অনিচ্ছাতেই মাফ করে থাকে। আর যদি চুপ থাকে তবে তো মাফ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কারণ ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে মৌনতাকে সম্মতি বলে ধরে নেয়ার কোন সুযোগ নেই। সুতরাং ওহে স্বামী সকল! প্রত্যেকে যতাসম্ভব দ্রুত নিজ নিজ স্ত্রীর মহরের টাকা পরিশোধ করে দিন।

এছাড়া কোন কোন স্থানে এমনটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত দেখা যায় যে, যে লোক ইন্তিকাল করে তার মালই খরচ করে তার নামে ফকীর-মিস-কিনকে খাওয়ানো হয় এবং তার পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদি সওয়াবের নিয়তে দান করে দেয়া হয়। অথচ এ সম্পদ এখন আর মুর্দা ব্যক্তির নেই। সে ইন্তিকালের সাথে সাথেই তার সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পদের মালিক হয়ে গেছে তার ওয়ারিসগণ। এখন যদি সে সম্পদ খরচ করে কিছু করতে হয় তবে তার জন্য প্রথম শর্ত হল ওয়ারিসগণ যদি সকলে সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি প্রদান করে তবে সে ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দ্ধারিত সীমার ভিতরে থেকে বিদ'আত ও রসম-রেওয়াজ পরিহার করে তার (মাইয়্যেতের) সম্পদ গরীব মিসকিনের মাঝে খরচ করা যেতে পারে। এখানে একটি কথা হচ্ছে, না-বালেগ বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ওয়ারিসকে তো সর্বাবস্থাতেই তার প্রাপ্য অংশ দিতেই হবে আর এমনটি ফরযও বটে। এক্ষেত্রে সে অনুমতি দিলে কিংবা সম্মত থাকলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ নাবালেগের অনুমতি প্রদান শরীয়ত গ্রহণ করে না।

অনেক ওয়ারিস পরলোকগত ব্যক্তির মাল থেকে তার ঋণও পরিশোধ করে না। বরং নিজেরাই সকল মাল-সম্পদ করায়ত্ব করে নিজেদের মালিকানায় নিয়ে নেয়। অথচ কাফন-দাফন ইত্যাদির প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদনের পর তার সম্পদ থেকেই তার কোন ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ফরয। এক্ষেত্রে মউতের পূর্বে পরলোকগত ব্যক্তি যদি কোন অসিয়্যত নাও করে থাকে, তবুও তার ঋণ ওয়ারিসগণের আদায় করে দিতে হবে। এমনটি করা না হলে তা ঐ মুর্দা ব্যক্তির উপর যেমন জুলুম করা হবে তেমনি অবিচার করা হবে নিজের উপরেও।

www.maktabatulabrar.com

মান-মর্যাদার হক

হাদীছ শরীফে ঐ ব্যক্তিকে সবচাইতে অসহায় ও গরীব বলা হয়েছে যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন অনেক নেকী নিয়ে হাজির হবে ঠিক কিন্তু তার অবস্থা হবে এরূপ যেমন, সে হয়তো কাউকে কখনো অন্যায়ভাবে গালী দিয়েছে, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে, কিংবা না-হকভাবে কাউকে জখম বা আহত করেছে অথবা বিনা দোষে কাউকে মেরেছে, তখন এ ব্যক্তির নেকীসমূহ ঐ সকল লোকদেরকে দেয়া হবে যাদেরকে সে অন্যায়ভাবে কষ্ট দিয়েছে বা তাদের মান-মর্যাদা ক্ষুন্ন করেছে। তার নেকীসমূহ দ্বারা ঐসব লোকদের সে ক্ষতি পূরণ করে দেয়া হবে তাদের যে হক সে নষ্ট করেছে। এক্ষেত্রে যদি তার নেক আমল শেষ হয়ে যায় এবং এখনো হকদার বাকী থেকে যায় তবে তাদের (হকদারদের) গুনাহ তার আমলনামায় জমা করে দেয়া হবে।

সুতরাং আমার মুসলমান ভাই ও বন্ধুগণ! বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব সহকারে খেয়াল করুন। এবং এ ব্যাপরে সর্বদাই সচেতন থাকুন যাতে কারো হক আপনার আমার যিম্মায় থাকা অবস্থায় আমাদের ইন্তিকাল না হয় বরং তার আগেই যেন প্রত্যেকের হক আদায় করে দেয়া যায়।

সেমতে যদি কাউকে কখনো মেরে থাকেন, অথবা কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকেন কিংবা কারো পাওনা যদি আদায় করে না থাকেন, তবে আজই সে জন্য ক্ষমা চেয়ে নিন, পাওনা আদায় করে দিন। যদি কখনো কারো গীবত করে থাকেন, তবে যার গীবত করা হয়েছে তাকে বিষয়টি বলে সে জন্য শরীয়তসম্মত পন্থায় ক্ষমা চেয়ে নিন এবং এর সাথে সাথে তার জন্য এত বেশি দু'আ করতে থাকুন এবং তার জন্য এত বেশি সওয়াব রেসানী করতে থাকুন (সে জীবিত থাকুক বা জীবিত না থাকুক) যাতে হাশরের ময়দানে সেই সওয়াব দেখে সে আপনার প্রতি খুশি হয়ে যায় এবং আপনাকে ক্ষমা করে দেয়।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যা উল্লেখ করা হয়েছে তার বেশিরভাগই মাওলানা আশেকে ইলাহী সাহেব কর্তৃক প্রণীত "তওবা ও ইস্তিগফারের ফযীলত" নামক গ্রন্থসহ আরো বেশ কয়েকটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য আপনারা সে সকল বড় বড় কিতাব পাঠ করে দেখতে পারেন এবং উলামায়ে কেরাম

থেকে নিজের অবস্থা বর্ণনা করে তার জন্য বিধান ও করণীয় নির্ধারণ করে নিতে পারেন। আর সর্বব্যাপারে তাদের কাছ থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে জেনে সেমতে আমল করতে হবে। এটাই নাজাতের সহজ পথ।

নসীহতের মাধ্যমে অসিয়্যত করা

অনেক ক্ষেত্রে শুধু অসিয়্যতনামা না লিখে সাথে কিছু সৎ উপদেশও দিয়ে দেয়া যেতে পারে। এভাবে নসীহতের মাধ্যমেরও অসিয়্যতনামা লিখা হয়ে যেতে পারে। অসিয়্যতনামা লেখার ক্ষেত্রে একজন পিতা বা একজন মাতা তার সন্তানদেরকে কিভাবে অসিয়্যত করবে তার একটি নমূনা নিম্নে তুলে ধরা হচ্ছে। أُوْصِيْ نَفْسِيْ وَإِيَّاكُمْ بِتَقْوَى اللهِ (অর্থ আমি নিজের অন্তরকে এবং তোমাদের সকলকে আল্লাহ পাকের প্রতি তাক্বওয়া ও ভয় পোষণের জন্য অসিয়্যত করছি।)

হে আমার প্রিয় ও আদরের ছেলে-মেয়েরা! সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করতে থাকবে। কারণ, এটি এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে সকল অস্থিরতা বিদূরিত হয়ে যায় এবং আল্লাহ পাকের নি'আমতসমূহ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, আলহামদুলিল্লাহ ছোট সময় তোমাদের ভাই-বোনদের মাঝে হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা বলবত ছিলো। কিন্তু আল্লাহ পাক না করুন বর্তমানে বা বিবাহ-শাদীর পরে একত্রিত থাকার অবস্থায় তোমাদের পারস্পরিক মহব্বত ও আন্তরিকতার পরীক্ষা হবে। তখন যাতে এমনটি না হয় যে, তুমি তোমার স্ত্রী-সন্তান কিংবা সম্পদ ও ক্ষমতার ভ্রান্ত মহব্বতে পড়ে নিজের ভাই-বোন-এর মহব্বতের গভীর সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলে। এবং নিজের পিতা-মাতার খেদমত, তাদের সম্মান ও ভক্তি শ্রদ্ধার কথা ভুলে গিয়ে তা ছেড়ে দিলে।

ভাই-বোন, পিতা-মাতার এ গভীরতম ও মূল্যবান সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য অনেক ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করতে হবে। যতবড় ত্যাগ ও কুরবানী দিতে হোক না কেন, কোনক্রমেই এ সম্পর্কের ক্ষতি সাধন করা যাবে না বরং যে কোন মূল্যে তা রক্ষা করতে হবে। তবে একান্তই দ্বীনি কোন সমস্যা বা প্রয়োজন দেখা দিলে সেটা ভিন্ন কথা।

এ কথাটিও সর্বদা স্মরণ রাখবে যে, পারস্পরিক হৃদ্যতা ও মহব্বতের দ্বারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও পরকালের নি'আমতসমূহ ছাড়াও

www.maktabatulabrar.com

দুনিয়ার জীবনেও মানসিক সুখ, আত্মিক প্রশান্তি, মান-সম্মান এবং ধন-সম্পদে উন্নতি লাভ হয়ে থাকে।

হে আমার প্রিয় সন্তানেরা! হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, প্রিয় নবী (সা.) ইরশাদ করেন,

اَنَا زَعِيْمُ بَيْتٍ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَاِنْ كَانَ مُحِقًّا.

অর্থ: আমি ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের অভ্যন্তরে ঘর তৈরীর ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করছি, যে ব্যক্তি হকের উপর থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করে। (আবু দাউদ, হাদীছ নং-৪১৬)

উপরোক্ত হাদীছের উপর আমল করে নিজের জীবন পদ্ধতি এমন করে নেয়া উচিত যে, নিজের যত বড় হক ও পাওনাই হোক না কেন এবং তা যদি ঝগড়া-ঝাটি করার দ্বারা আদায় করাও সম্ভব বলে মনে করা হয় তবুও সে হক পরিত্যাগ করে ঝগড়া-বিবাদের পথ পরিহার করবে। এর প্রতিদান ইনশাআল্লাহ দুনিয়াতেই লাভ করবে এবং তোমার পাওনা থেকেও বেশি এবং সে তুলনায় ভাল ও উত্তম বস্তু তুমি লাভ করবে। আর পরকালে তো জান্নাতের মধ্যে উত্তম ঘর স্থায়ীভাবে লাভ করবেই। সুতরাং জান্নাতের ঘর লাভের দিকে লক্ষ্য রেখে দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে যত মূল্যবান বস্তুই হোক না কেন তা বির্সজন দিতে হবে, কারণ দুনিয়ার সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন সামনে থাকবে শুধু পরকাল, পরকালীন জীবন ও সে জীবনে পাওয়ার বিষয়।

ওহে আমার চোখের পুতুলী সন্তানেরা! পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতি খুবই যত্নবান থাকবে। ছেলেদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত বয়স্ক তারা অবশ্যই পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে আদায় করবে। আলহাদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহই তোমাদের দোকান দিয়েছেন, ব্যবসা দিয়েছেন, সুতরাং আযান হলেই দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে সেই মাওলার ডাকে সাড়া দিয়ে মসজিদে গিয়ে হাজির হবে। আর তোমাদের দোকান বন্ধ করা দেখে অন্যরা নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন করবে এবং মার্কেটের অন্যান্য দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের জন্যএকটি মৌন দাওয়াতের কাজও হয়ে যাবে। নিজে নামায পড়ার সাথে সাথে দোকানের চাকর বাকর ও কর্মচারীদেরকেও নামাযে নিয়ে যাবে। এক্ষেত্রে অদল বদল করে নামায পড়ার

চিন্তা করাও ঠিক নয়। বরং একসাথে সকলে গিয়ে জামা'আতের সাথে নামায পড়বে। এসময় দোকান বন্ধ করে দিবে। এতে তোমার ক্ষতি হবে না বরং আল্লাহ পাক আরো বেশি বেশি বরকত দিবেন।

ঘরের মহিলা ও বউ বেটিদের প্রতি আমার বিশেষ উপদেশ ও অসিয়্যত হচ্ছে– আযান হওয়ার সাথে সাথে পাকঘর ও অন্যান্য স্থানের সব কাজ বন্ধ রেখে সাথে সাথে নামাযের প্রস্তুতি শুরু করে দিবে। অবশিষ্ট কাজ নামায আদায়ের পরে করে নিবে। এমনটি কখনো মনে আনবে না যে, হাতের কাজটা শেষ করে নেই তারপর নামায পড়বো। এভাবে দেরী হতে হতে নামাযের উত্তম ও মুস্তাহাব ওয়াক্ত চলে যাবে। খবরদার এমন কিছু করা যাবে না যাতে নামায থেকে অন্য কাজের গুরুত্ব বেশি দেয়া হচ্ছে এমনটা বুঝা যায়। অনেক সময় এ জাতীয় অলসতার কারণে নামাযের মাকরূহ ওয়াক্ত এসে যায়। আবার কখনো নামায কাযা হয়ে যায়।

হে আমার আদরের সন্তানেরা! যাকাত যে পরিমাণ ওয়াজিব হয় তা তো ঠিক ঠিকভাবে আদায় করতেই হবে। এছাড়াও নিজেদের উপার্জিত অর্থ ও সম্পদের এক দশমাংশ কিংবা বিশেষ এক অংশ পৃথক করে রাখবে, যাতে তা দ্বারা দুঃস্থ ও অসহায় এবং অভাবগ্রস্তদের সহায়তা এবং দ্বীনের অন্যান্য কাজ করা যায়। যেমন– ১. দুঃস্থ মানবতার সেবা, ২. যার উপার্জন দ্বারা তার প্রয়োজন পূর্ণ না হয় তাকে সহায়তা করা। ৩. কোন গরীব অসহায় ব্যক্তিকে ছোট খাটো কোন কাজ-কারবারের ব্যবস্থা করে দেয়া, যাতে সে তার মাধ্যমে একটা উপার্জনের পথ পেয়ে যায়। ৪. কোন গরীব মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করা। ৫. মসজিদ মাদরাসার খেদমত করা। ৬. আল্লাহ পাকের পথের দায়ী বা খাদেম এলাকায় এলে তাদের নুসরত ও খেদমত করা।

পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা মুফতী শফী সাহেব (রহ.) বলতেন, "এ পদ্ধতি অবলম্বন করার দ্বারা এ বরকত লাভ হয় যে, যখন কোন নেক ও ভাল কাজে খরচ করার ক্ষেত্র আসে তখন আর একথা ভাবতে হয় না যে, এখানে টাকা কোথা থেকে দেবো। যখন দ্বীনি কাজের ক্ষেত্রে খরচ করার মত কোন সুযোগ আসে তখন ঐ পৃথক করে রাখা অর্থ থেকে সেখানে খরচ করা সহজ হয়ে যাবে। যেমন ধরা যাক কারো তিন হাজার টাকা ওযীফা সে ঐ তিন হাজার টাকা থেকে অন্ততঃ ত্রিশ টাকা বা

www.maktabatulabrar.com

আরো যতটুকু বেশি সম্ভব হয় পৃথক করে রেখে দিবে। তখন দ্বীনের কাজে খরচ করার জন্য এসে কারো বলার প্রয়োজন হবে না বরং সে নিজেই তখন নিজের পৃথক করা টাকা খরচ করার জন্য ক্ষেত্র খুঁজতে থাকবে এবং ঐ টাকাই তাকে বার বার একথা স্মরণ করাতে থাকবে যে, দ্বীনের পথে সওয়াবের কাজে কিছু অর্থ খরচ করা প্রয়োজন। ঐ টাকাই তাকে বাধ্য করবে যে, আমাকে কোথাও খরচ করো। এক্ষেত্রে নিজে এরূপ ধরে নেয়া চাই যেন আমার উপার্জনের শতকরা দশ টাকা বা শতকরা পাঁচ টাকা অবশ্যই দ্বীনের কাজের জন্য পৃথক করে রাখতে হবে, যেন আমার কাছে এটা দ্বীনের পাওনা। সুতরাং একটি থলে বা একটি একাউন্ট "ফি সাবীলিল্লাহ" নামে করে নিয়ে সেখানে এ অর্থ জমা করতে থাকবে।

মাইয়্যেতকে দ্রুত দাফন করার অসিয়্যত

নিজের মউত ও দাফন-কাফনের ব্যাপারেও অসিয়্যত করে রাখা প্রয়োজন। নিজের সন্তান ও আপনজনকে বলে রাখবে, তোমরা একথা স্মরণ রাখবে, যে শহরে বা যে গ্রামেই আমার ইন্তিকাল হোক না কেন সে শহর বা সে গ্রামের সাধারণ কবরস্থানেই আমাকে দাফন কবে দিবে। আমাকে আমার শহর বা আমার গ্রামে আনার চেষ্টা করবে না। এমনকি অন্য কোন দেশে আমার ইন্তিকাল হলেও সে দেশ থেকে আমাকে নিজের দেশে আনার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করবে না। কারণ শরীয়তের বিধান হচ্ছে, মুসলমান যেখানে ইন্তিকাল করে তাকে সেখানেই দাফন করে দেয়া উত্তম। এমনকি সাধারণ কবরস্থান বাদ দিয়ে আমার দাফনের জন্য ভিন্ন কোন বিশেষ স্থানও নির্বাচন করবে না। সাধারণ মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত কবরস্থানেই আমাকে দাফন করে দিবে। কারণ শরীয়তের চাহিদা নির্দেশ এরকমই যে, কোন ব্যক্তি ইন্তিকাল করলে যথাসম্ভব দ্রুত তাকে কবরস্থ করে দিতে হবে। কেননা হাদীছ শরীফেও পরলোকগত ব্যক্তিকে খুব দ্রুত দাফন করে দেয়ার হুকুম করা হয়েছে। যার সারমর্ম নিম্নরূপ–

কোন ব্যক্তি পরলোক গমন করার পর তাকে দ্রুত দাফন করে দাও। কেননা সে যদি কোন নেককার ব্যক্তি হয়ে থাকে তবে এ নোংরা দুনিয়া থেকে তাকে দ্রুত তার উত্তম ঠিকানায় পৌঁছে দাও। আর যদি সে আল্লাহ পাকের নিকট বদকার বা গুনাহগার হয়ে থাকে তা হলে এ বদকারের বোঝা দ্রুত নিজেদের কাধ থেকে নামিয়ে দাও। (মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৪৪, হাদীস নং- ১৫৫২)

উপরোক্ত হাদীছের মধ্যে যেহেতু পরলোকগত ব্যক্তিকে খুব দ্রুত দাফন করে দেয়ার নির্দেশ রয়েছে, সেহেতু কোন মুর্দা লাশ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবর্তন করতে গেলে হাদীছে পাকের উপরোক্ত নির্দেশকে অমান্য করা হয়।

কারণ এক শহর থেকে অন্য শহর, এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশ কিংবা এক দেশ থেকে অন্য দেশে লাশ নিতে গেলে সে ক্ষেত্রে জানাযা আদায়ে এবং দাফন করার কাজে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটে যায় যা শরীয়তের চাহিদা পরিপন্থী। নামাযে জানাযা দ্রুত আদায়ের ক্ষেত্রে এতটাই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, সে ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, যদি মাকরূহ ওয়াক্তেও জানাযা প্রস্তুত হয়ে যায় তবে সে মাকরূহ ওয়াক্তের মধ্যেই জানাযার নামায পড়ে নিবে। এতটুকুও বিলম্ব করবে না যে মাকরূহ ওয়াক্ত দূর হয়ে যাক এরপর জানাযা পড়া যাবে। আর এমন নির্দেশ হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ স্বয়ং রাসূলে পাক (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন,

"হে আলী! তিনটি জিনিসের ব্যাপারে কোন বিলম্ব করো না। ১. নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলে নামায আদায়ে বিলম্ব করো না। ২. জানাযা প্রস্তুত হয়ে গেলে জানাযার নামায পড়তে বিলম্ব করো না। ৩. অবিবাহিত পাত্রীর জন্য যখন উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যায় তখন তার বিবাহে বিলম্ব করো না। (তিরমিযী শরীফ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৬, কিতাবুস সালাত; মুসনাদে আহমদ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১০৫)

হযরত হাসীন ইবনে ওয়াহ্ওয়াহ (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন যে, হযরত তালহা ইবনে বাররা (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়লে হযরত নবীজী (সা.) তার সেবা করার জন্য উপস্থিত হলেন। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে প্রিয় নবী (সা.) অন্য লোকদেরকে বললেন, আমার মনে হচ্ছে তার ইন্তিকালের সময় এসে গেছে। যদি তার ইন্তিকাল হয়েই যায়, তবে তোমরা আমাকে সংবাদ দিবে এবং দ্রুত তার কাফন-দাফনের ব্যবস্তা করবে। কারণ কোন মুসলমান মাইয়্যেতের জন্য দীর্ঘ সময় তার পরিবা-রবর্গের মাঝে থাকা উচিত নয়। (আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেছেন, "যখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ মারা যায়, তাকে দীর্ঘ সময় ঘরে রেখো

www.maktabatulabrar.com

না বরং তাকে দ্রুত দাফন-কাফনের কাজ সেরে কবর পর্যন্ত পৌঁছে দাও। আর তার মাথার কাছে সূরায়ে বাক্বারার প্রথম আয়াতসমূহ مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত এবং তার পায়ের কাছে اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে সূরায়ে বাক্বারার শেষ পর্যন্ত পাঠ করো। (বাইহাকী, ঈমান অধ্যায়, মিশকাত, পৃ. ১৪৯, হাদীছ নং- ১৬২০)

হে আমার প্রিয় সন্তানেরা! তোমরা যখন হজ্ব বা উমরা করার উদ্দেশ্যে যাবে (আল্লাহ পাক যেন বার বার তোমাদেরকে এ মহৎ কাজ করার তাওফীক দান করেন) তখন তোমরা দেখতে পাবে যে সকল সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ঐতিহাসিক উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছিলেন তাদেরকে উহুদ পর্বতের কাছেই সমাহিত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মদীনা শরীফের কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতেও তাদেরকে নেয়া হয়নি। অথচ উহুদের ময়দান থেকে জান্নাতুল বাকী'র দুরত্ব মাত্র তিন-চার মাইল। তাঁরা এজন্যই শহীদদের শবদেহ স্থানান্তরের চিন্তা করেননি, যেহেতু এমনটি করা হলে তাদের দাফন-কাফনের কাজ বিলম্বিত হয়ে যাবে।

এমনকি সে সময় কোন কোন সাহাবী (রা.) তাদেরকে উহুদের ময়দানে থেকে মদীনায় কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতে নিয়ে দাফন করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে প্রিয় নবী (সা.) নিজ ঘোষকের মাধ্যমে এই মর্মে ঘোষণা করিয়ে দিলেন যে, শহীদদেরকে এ ময়দান থেকে অন্যত্র স্থানান্তর করার চিন্তা-ভাবনা পরিহার করতে হবে, তিনি ইরশাদ করলেন,

رُدُّوْا الْقَتْلٰى اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ.

অর্থ: শহীদদেরকে তাদের শাহাদাতের স্থানেই দাফন করে দিতে হবে। তাদেরকে তাদের স্থান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া যাবে না। (আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হাদীছ নং- ১৬০৮)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় যে, দ্বীন ও শরীয়তের চাহিদাও এটাই যে, যেখানে যার ইন্তিকাল হয় তাকে সেখানেই দাফন করে দিতে হবে।

এ ক্ষেত্রে আরো একটি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হচ্ছে, হযরত অয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর ভাই হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রা.) মক্কা থেকে একটু দূরে "হুব্শী" নামক স্থানে ইন্তিকাল করলে তাঁর লাশ দাফন করার জন্য যখন মক্কায় নিয়ে আসা হলো, এরপর হযরত আয়শো

সিদ্দীকা (রা.) যখন মক্কায় উপস্থিত হলেন তখন এ সম্পর্কে তিনি বললেন,

وَاللهِ لَوْ حَضَرْتُكَ مَا دَفَنْتُ اِلَّا حَيْثُ مِتَّ.

অর্থ: মহান আল্লাহর শপথ! আমি যদি তখন উপস্থিত থাকতাম তবে যেখানেই তোমার ইন্তিকাল হয়েছে সেখানই তোমাকে দাফন করার জন্য হুকুম করতাম।

যার মর্ম এই যে, তিনি তার পরলোকগত ভাইকে সম্বোধন করে বলছেন, "আমার উপস্থিতিতে তোমার পবিত্র মরদেহ একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর করা সম্ভব ছিলো না।

অতএব ওহে আমার প্রিয় সন্তানেরা! তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ ও অসিয়্যত হচ্ছে, আমি যেখানে ইন্তিকাল করবো সেখানেই আমাকে দাফন করে দিবে।

আমার প্রিয় ও আদরের সন্তানেরা! এটা তো মুসলমানদের জন্য একটি সৌভাগ্য ও খুশির কথা যে, তার জন্মের স্থান থেকে দূরে কোথাও তার ইন্তিকাল হয়েছে। আর এটা তো খুবই উত্তম অবস্থা যে, কোন মুসলমানের ইন্তিকাল এমন অবস্থায় হচ্ছে যখন সে আল্লাহ পাকের দ্বীন সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টায় লিপ্ত। ফলে সে নিজের বাড়ী-ঘর থেকে দূর দূরান্তে অবস্থান করছে। এমন একটি অবস্থায় যদি কোন বান্দার তার প্রভূ ও স্রষ্টা মহান আল্লাহ পাকের সাথে সাক্ষাতের সময় উপস্থিত হয় অর্থাৎ, এ অবস্থায় যদি তার ইন্তিকাল হয় হবে তো সেটা হবে একটা মুবারক ইন্তিকাল। যেমন অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর ইন্তিকালই হয়েছে এমন অবস্থায় যখন তাঁরা দ্বীনের দাওয়াত ও প্রচার প্রসারে সফররত ছিলেন। তাঁদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যেমন দ্বীনের প্রচার-প্রসারে ব্যয়িত হয়েছে তেমনি তাদের মউতও হয়েছে দ্বীনের কারণে, দ্বীনের কাজে ব্যস্ত থাকা অবস্থায়। তাদের মউতও ছিল দ্বীন প্রচারের মাধ্যম ও কারণ।

অনুরূপভাবে যদি হালাল রুযী অন্বেষণের জন্য সফর করা হয় আর সে সফরের অবস্থাতেই যদি কারো মউত এসে যায় তবে তাও একটি মুবারক মউত।

এমতাবস্থায় তার আপনজন ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য এটা একটা দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে, তারা ঐ দ্বীনের পথের মুবারক যাত্রীকে তার পথ থেকে ফিরিয়ে এনে তার পৈত্রিক ভিটা-মাটিতে দাফন করার চেষ্টা করে।

www.maktabatulabrar.com

যা কিনা শরীয়তের বিধানের সুস্পষ্ট লংঘন। যারা দূর-দূরান্তে পরলোকগত লোকদের মরদেহ তার নিজের এলাকায় ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে তারা কি সফর অবস্থায় ইন্তিকাল করাকে মুবারক ইন্তিকাল বলে স্বীকার করে না, অথচ সফর অবস্থায় সুস্থতার সাথে ইন্তিকাল হলে সেটা তো খুবই মুবারক ইন্তিকাল বলে পরিগণিত, আর সে সফর যদি হয় কোন দ্বীনি সফর তবে তো সোনায় সোহাগা।

হাদীছ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কিতাব নাসাঈ শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফ ও মুসনাদে আহমদ– এ তিনটি কিতাবেই একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তিকাল করলো, যার জন্মস্থানও ছিলো মদীনায়; প্রিয় নবী হযরত (সা.) তার নামাযে জানাযা পড়ালেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করলেন, হায় যদি তার ইন্তিকাল তার জন্মস্থানে না হতো! উপস্থিত লোকদের কোন একজন প্রশ্ন করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনি এমনটি কেন কামনা করলেন? নবীজী (সা.) তার উত্তরে বললেন, যখন কোন ব্যক্তির ইন্তিকাল তার জন্মস্থানে না হয়ে অন্য দূরের কোন অঞ্চলে হয়, তখন জান্নাতের মধ্যে এর দূরত্ব পরিমাপ করা হয় অর্থাৎ, তার জন্মস্থান থেকে মউতের স্থানের দূরত্ব কতটুকু তা মেপে দেখা হয়। (মুসনানে আহমাদ, হাদীছ নং- ৬৩৬৯; নাসায়ী শরীফ হাদীছ নং- ১৮০৯, জানাযা অধ্যায়)

হযরত মুহাদ্দিসীনে কেরাম উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ ব্যক্তির কবরকে তার জন্মস্থান থেকে মউতের স্থানের দূরত্ব পরিমাণ প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং তার জন্য বেহেশতের দরওয়াযা খুলে দেয়া হয়। (ইবনে মাজাহ-এর টিকা, পৃ. ১১৭, হাদীছ নং- ১৬০৩)

উপরোক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, সফর অবস্থায় ইন্তিকাল হলে বিশেষত দ্বীনি কোন সফরে কারো মউত হলে এবং সেখানেই তাকে সমাহিত করা হলে তা অত্যন্তই সৌভাগ্যের কথা। সুতরাং ওহে আমার প্রিয় সন্তানেরা! আমার যেখানেই ইন্তিকাল হবে অর্থাৎ, যে শহরে বা যে এলাকায় আমার ইন্তিকাল হবে সে শহরে বা সে এলাকাতেই আমাকে দাফন করে দিবে। আমার নিজের বাড়িতে বা নিজের এলাকায় আনার জন্য কোন চেষ্টা করবে না।

ভাল করে খেয়াল রাখবে যে, আমার জানাযায় কোন ঘনিষ্ট থেকে

ঘনিষ্টতর ব্যক্তির অংশ গ্রহণের জন্য বা কোন বড় বুযুর্গের আগমনের জন্য কিংবা অধিক লোক সমাগমের আশায় জানাযার নামায বিলম্বিত করবে না। বরং তাৎক্ষণিকভাবে যে কয়জন লোকই উপস্থিত থাকে তাদের নিয়ে জানাযা পড়ে দ্রুত কবরস্থানে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করবে। কারণ সুন্নাতের অনুসরণ করে মাত্র কয়েজন লোকের জানাযা পড়ার দ্বারা আল্লাহ পাকের যে রহমত হয় সুন্নাতের খেলাফ হাজার হাজার লোক নিয়ে জানাযা পড়েও সে রহমত পাওয়া যায় না। যেমন কেউ বেশি লোক সমাগমের আশায় জানাযা বিলম্বিত করলো এবং লোক অনেক সমাগমও হলো কিন্তু এমনটি শরীয়তে নিষিদ্ধ ও সুন্নাতের পরিপন্থী হওয়ার কারণে এর দ্বারা আল্লাহ পাকের রহমত ও বরকত কমে যায়।

একথাও স্মরণ রাখবে যে, আমাকে কবরের মধ্যে যথাযথ সুন্নাত তরিকায় ডান কাতে কিবলামুখী করে শোয়াবে। এমনটি যেন না হয় যে, তোমরা আমাকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে শুধু আমার চেহারাটা কেবলামুখী করে দিলে।

তোমরা আরো স্মরণ রাখবে যে, আমার ইসালে সওয়াবের জন্য কোন সভা-মাহফিলের আয়োজন কশ্মিনকালেও করবে না। প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে থেকেই যার যার সাধ্যমত কিছু পড়ে তা আমার রূহে বখশিশ করে দিবে। আর মালী ইবাদতের মাধ্যমে আমার প্রতি ইসালে সওয়াব করতে চাইলে তার নিয়ম হবে এই যে, মাল বা টাকা পয়সা কোন সওয়াবের কাজে খরচ করে দিবে, অথবা কোন বিধবা কিংবা এতীম মিসকিনের সাহায্যে এভাবে চুপিসারে সে মাল খরচ করবে যাতে ডান হাতে খরচ করলে বাম হাতও সে খবর জানতে না পারে। এরপর তার সওয়াব আমার জন্য বখশিশ করে দিবে।

কারণ লোক দেখানো ও প্রচলিত দাওয়াত-আপ্যায়ন দ্বারা পরলোক-গত ব্যক্তির যেমন কোন উপকার হয় না তেমনি যারা খরচ করে, তাদেরও কোন উপকার হয় না। যেমন কেউ মারা যাওয়ার তিনদিন পর যে কুলখানী বা কুরআনখানীর আয়োজন করা হয় সেখানে বেশিরভাগ আত্মীয়-স্বজন ও আপনজন তো এজন্যই এসে থাকে যে, তারা মনে করে, যদি আমরা না যাই তবে তা দেখতে খারাপ দেখাবে। অথবা সে কুরআনখানীর আয়োজন করেছে না গেলে সে অসন্তুষ্ট হবে। আগত লোকদের দ্বারা সেখানে কুরআন

www.maktabatulabrar.com

তিলাওয়াতও করানো হয় অথচ তাদের অনেকে সহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ পড়তে জানে না। তারাও ভ্রাতৃত্বের খাতিরে এসে হাজির হয়। আবার অনেক মহিলা যাদের কুরআন শরীফ তিলাওয়াতে অনেক ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে, তারাও রসম ও রেওয়াজকে রক্ষা করতে গিয়ে গলত তিলাওয়াত করে থাকে। কারণ না পড়লে শরমেরও ব্যাপার, অন্যান্য মহিলারা তাকে কি ভাববে, ইত্যাদি।

কুরআনখানীর পর আবার আত্মীয়-স্বজনদের খানা খাওয়ানো হয়। সেটাও হয় লোক দেখানোর জন্য অথবা এরূপ খেয়ালে যে, একটা খাওয়ানোর অনুষ্ঠান না করলে নাক-কান কাটা যাবে। এখানে বড়ই আশ্চর্যের কথা হলো, এসব খানা-পিনা আত্মীয়-স্বজনের মাঝেই হয়ে থাকে, অর্থ-সম্পদশালী সামর্থবান আত্মীয়-স্বজনকেই এ খাবারে দাওয়াত করা হয়, তাদেরকেই এখানে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়, গরীব-দুঃখী ও অনাথ-অসহায়রা এখানেও শুধু উচ্ছিষ্ট আর হাড়গোড়ই ভাগে পায় তাও অনেক কষ্টে ধমক খেয়ে। অন্যান্য দিকগুলো যদি মাসয়িকভাবে বাদও দেয়া হয় তবুও বিবেচনার বিষয় হলো– এটা হচ্ছে একটা ব্যাথা-বেদনার মুহূর্ত, এসময় আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত করে আপ্যায়নের মাধ্যমের ফূর্তি করা আদৌ মানানসই হতে পারে কি? তাছাড়া নির্দিষ্ট দিনে ইসালে সওয়াবের নামে সভা মাহফিল ও মজমার আয়োজন করা এসবই তো ভ্রান্ত ও গলত। এমনটি ইসালে সওয়াবের নামে দ্বীনের মাঝে নতুন কিছুর নিকৃষ্টতম সংযোজন। সুতরাং এগুলো নিঃসন্দেহে বিদ'আত বিধায় এ জাতীয় বিদ'আতে লিপ্ত হওয়া থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

হে আমার প্রিয় সন্তানেরা! সবচাইতে লক্ষ্যণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল (সা.)-এর কোন সাহাবীই (রা.) কেউ ইন্তিকাল করার পর মজমার আয়োজন করে কুরআনখানীর ব্যবস্থা করেননি এবং চার দিন, দশ দিন কিংবা চল্লিশ দিন পর লোকদের ডেকে খানা খাওয়ানোরও কোন অনুষ্ঠান করেননি। যদি এমনটি করা কোন সওয়াবের কাজ হত তবে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) অবশ্যই তা করতেন।

ইসলামের প্রমাণপঞ্জী বিশাল হাদীছ ভাণ্ডারের কোথাও কোন প্রমাণ বা নযীর খুঁজে পাওয়া যায় না যে, কোন সাহাবীর (রা.) ইন্তিকাল হয়ে যাওয়ার পর প্রিয় নবী (সা.) অন্যান্য সাহাবীদের (রা.) নিয়ে মসজিদে

নববীতে একত্রিত হয়ে কুরআনখানীর ব্যবস্থা করেছেন কিংবা প্রিয়নবী (সা.)-এর ইন্তিকালের পর কিংবা কোন সাহাবীর (রা.) ইন্তিকালের পর অন্যান্য সাহাবীগণ (রা.) মিলে মজমা করে কুরআনখানী করেছেন। সুতারাং বুঝা গেলো এটা মুসলিম বিধি বা ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত নয় বরং বিধর্মীদের সাথে উঠা-বসা ও চলাফেরার কারণে তাদের মধ্য থেকেই এটি প্রচলন পেয়েছে।

সুতরাং আমার ইন্তিকালের পর লোক দেখানো বা নাম-যশ অর্জনের কোন কাজ কিংবা ভ্রান্ত ও বিদ'আতী রসম ও রেওয়াজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। এরপরও যদি তোমরা এমনটি করো তবে সে জন্য তোমরাই দায়ী থাকবে আমি তোমাদেরকে মহান আল্লাহ ও তার প্রিয় নবী (সা.)-এর বিধান বাতলে দিয়ে গেলাম।

আমার এ উপদেশাবলী ও অসিয়্যতের পরও যদি তোমরা আমার ব্যাপারে শরীয়তের চাহিদা পরিপন্থী তথা শরীয়ত-বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত হও, যেমন যদি আমার কাফন-দাফনে বিলম্ব করো, কবরের উপর ফুল কিংবা চাদর দাও, চার দিন, দশ দিন কিংবা চল্লিশ দিনের মাথায় কোন মজমা-মাহফিলের আয়োজন করো, ধনী লোকদের দাওয়াত করে খানা খাওয়ানোর আয়োজন করো। অথবা আমার লাশকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর করার চেষ্টা করো, এ জাতীয় আরো যা কিছু রয়েছে যদি সেগুলো তোমরা করো তবে তার গুনাহ তোমাদের আমলনামাতেই জমা হবে এর জন্য আমি মোটেও দায়ী থাকবো না।

ভাল করে শুনে রাখো! এবং স্মরণে রেখো!! মহান আল্লাহর দরবারে সুন্নাত অনুযায়ী অল্প আমলও সুন্নাত পরিপন্থী বড় কাজ অপেক্ষা অনেক গুণ বেশি উত্তম। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তার প্রিয় রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতসমূহের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আর যে কাজ আমাদের নবী (সা.) করেননি আমাদের সকলকে তা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন!

সওয়াব পৌঁছানোর উত্তম তরীকা

হে আমার প্রিয় ছেলে-মেয়েরা! আমার প্রতি তোমরা অবশ্যই সওয়াব রেসানী বা ইসালে সওয়াব-এর নিয়ম করে নিবে। যাতে আমার রূহে তা পৌঁছে এবং আমি তার দ্বারা উপকৃত হতে পারি। এর সাথে

www.maktabatulabrar.com

সাথে প্রতিদিনই আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করবে এবং আমি যাতে মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করি সেজন্যও ফরিয়াদ করতে থাকবে। যেজন্য আজ থেকেই একটি নিয়ম বেঁধে নাও আর না হলেও অন্তত ৩ বার কুলহু আল্লাহু আহাদ (সূরা ইখলাস) পড়ে আমার জন্য বখশিশ করে দাও।

দূর্ভাগ্যবশত আমি তোমাদেরকে হাফেযে কুরআন বা আলেম বানাতে পারিনি। (যে ক্ষেত্রে এমনটি হয় সে ক্ষেত্রেই এটা বলবে) তবে তোমাদের প্রতি আমার আবদার আমার অমুক নাতী যে মাশাআল্লাহ খুবই মেধাবী অথবা আমার অমুক পুতী যে আল্লাহ পাকের রহমতে খুবই সচেতন তাকে অবশ্যই তোমরা মাদরাসায় পড়াবে এবং হাফেযে কুরআন বানাবে, আলেমে দ্বীন হিসেবে তাকে গড়ে তুলবে। যাতে সে দ্বীনের খেদমতে লেগে থাকতে পারে, মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিতে পারে, দ্বীনের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করতে পারে। এর দ্বারা আমরা সবাই পরকালে অনেক বড় পুরস্কার লাভ করতে পারবো। এছাড়া তোমরা তোমাদের প্রত্যেক ছেলে-মেয়ে তথা আমার সকল নাতী-পুতিকে দ্বীনের পরিপূর্ণ শিক্ষা দিবে এবং তাদের আমলী জিন্দেগী গঠনের ব্যাপারেও বিশেষ লক্ষ্য নিবে।

আমার প্রিয় সন্তানেরা! প্রতিদিন অবশ্যই কিছু পরিমাণ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করবে। এক্ষেত্রে যেন মোটেও গাফলতি না হয়। আর ঘরের প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক পুরুষ এবং যাদের বয়স অন্তত দশ বৎসর হয় তারা সকলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে তাকবীরে উলার সাথে আদায় করবে। অনুরূপ মহিলারাও আযান হওয়ার সাথে সাথেই অযূ করে গুরুত্ব সহকারে নামায আদায় করে নিবে। এছাড়া প্রতিদিনই মহান আল্লাহর দ্বীনের জন্য কিছু কাজ করার নিয়ম বানিয়ে নিবে। যাতে একে উসীলা করে কিয়ামতের কঠিন দিবসে আমরা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। সর্বোপরি পরকালে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারি। আর এজন্য সবচেয়ে সহজ পথ হলো আল্লাহ পাকের রাস্তায় বেশি বেশি পরিমাণে সময় লাগানো এবং মানুষকে দ্বীনের পথে ডাকা। আর দ্বীনের কাজে সওয়াবের কাজে উদার চিত্তে সাধ্যমত ধন-সম্পদ খরচ করা। এভাবে জীবন পরিচালিত করতে থাকলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক তোমাদের

প্রতি সাহায্য ও সহায়তা দান করবেন।

হে আমার ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, নাতি-পুতি! তোমাদের প্রতি বিশেষভাবে আমার অসিয়্যত হলো তোমরা সকলেই শরীয়তের নির্দেশানুযায়ী খাছ পর্দা রক্ষা করে চলবে। সর্বদা গীবত-পরনিন্দা পরিহার করে থাকবে। খবরদার কারো প্রতি কেউ মিথ্যা অপবাদ দিবে না। কারো প্রতি অযথা কোন দোষ আরোপ করে কিংবা অন্য কোন পদ্ধতিতে কাউকে কষ্ট দিবে না। আর শাশুড়ী-বধূ, ননদ-ভাবীর ঝগড়া বিবাদ থেকে অত্যন্ত সতর্কভাবে বেঁচে থাকবে। কারণ এমনটি হলে এর দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর গভীর ভালবাসা ও আন্তরিকতা নষ্ট হয়ে যায়। যার পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, স্বামী স্ত্রীসহ তাদের পরবর্তী বংশধরদের ইহকালের সুখ শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। সাথে সাথে পরকালকেও বরবাদ করে দেয়া হয়।

মনে রাখবে! নিজ স্বামীর সাথে অত্যন্ত মোলায়েম ও আদব শ্রদ্ধার আচরণ করবে। সর্বক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করে চলবে, বাধ্যগত থাকবে। যতক্ষণ শরীয়ত বিরোধী কোন কাজের হুকুম না দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কোন হুকুম অমান্য তো করবেই না, এমনকি অমান্য করা ভাবও যেন ভিতরে না আসে এবং এ হুকুমটিতে তুমি অসন্তুষ্টি হয়েছো তাও যেন বুঝতে না পারে। তবে কোন ব্যাপারে কোন কথা বলার থাকলে আদবের সাথে ভদ্রভাবে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তা ব্যক্ত করা যেতে পারে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার আচর-আচরণ এবং সে ক্ষেত্রে সঠিক পন্থা ও নিয়ম নীতি শিক্ষা করার জন্য দ্বীনি বই-পুস্তক পাঠ করার অভ্যাস করবে। বিশেষত এক্ষেত্রে "স্বামী-স্ত্রীর উপহার", "মহিলাদের উপহার", "নর-নারীর সুন্দর জীবন", "নারীর ইসলাহ", মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন রচিত "আহকামুন্ নিসা", "ফিকহুন নিসা" ইত্যাদি গ্রন্থ অবশ্যই পাঠ করবে। এর মাঝেই নিহিত রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি এবং মুক্তি।

যেখানে যে অবস্থাতেই আমার মউত হোক না কেন তোমরা আমার ফটো যাতে পত্রিকায় প্রকাশ হতে না পারে সে ব্যবস্থা করবে। নিজেরা তো পত্রিকায় দেয়ার জন্য কোন উদ্যোগী হবেই না, যদি পত্রিকার লোকজন নিজেরাই এসে ফটো নেয়ার চেষ্টা করে তাদেরকেও বাধা দিবে।

আমার ইন্তিকাল হওয়ার সাথে সাথে আমার পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট

www.maktabatulabrar.com

ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি থেকে আমার ফটো খুলে আগুনো জ্বালিয়ে দিবে। আমার কোন আসল ফটো বা তার কোন ফটোকপি কারো কাছে মোটেও সংরক্ষণ করবে না। কারণ তীব্র প্রয়োজন ছাড়া কোন জানদারের ছবি তোলা বা প্রস্তুত করা এবং তা ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা অত্যন্ত কঠিন গুনাহের কাজ এবং হারাম। আর যেই সেই প্রয়োজনেও ছবি তোলা যাবে না বরং শরীয়ত অনুমোদিত গ্রহণযোগ্য প্রয়োজন হতে হবে।

আমি আমার যাবতীয় প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহের জন্য তওবা ঘোষণা দিলাম। সুতরাং এরপর যদি আমার কোন ফটো বা খোদা না করুন আমার কোন ভিডিও সিডি ইত্যাদি কারো কাছে সংরক্ষিত থেকে থাকে অথবা আমি নিজেও যদি অসতর্কতাবশত কারো কোন ছবি উঠিয়ে থাকি কিংবা কোন ভিডিও বা সিডি সংরক্ষণ করে থাকি ততে তাও সবই আগুনে জ্বালিয়ে তার অস্তিত্ব শেষ করে দিবে। যাতে আমার ইন্তিকালের পরও আমার গুনাহ জীবিত থাকতে না পারে। যেমন কোন বুযুর্গ বলেছেন,

"ঐ ব্যক্তি বড়ই দুর্ভাগা, যে নিজে তো মারা গেলো কিন্তু তার গুনাহ জীবিত রয়ে গেলো।"

এছাড়া আমি যদি কাউকেও কোন গুনাহের বস্তু সংগ্রহ করে দিয়ে থাকি অথবা কাউকে সংগ্রহের জন্য উৎসাহিত করে থাকি তবে সে ঐ বস্তুকে ধ্বংস ও নষ্ট করে দিবে, কশ্মিনকালেও তা ব্যবহার করবে না। অথবা আমি যদি কাউকে কোন অবৈধ কাজের কৌশল শিক্ষা দিয়ে থাকি যেমন আমি যদি কাউকে টি ভি, ভি সি আর ইত্যাদি চালাতে বা তা মেরামত করতে শিক্ষা দিয়ে থাকি, অথবা কোন প্রাণীর মূর্তি প্রস্তুত বা তার ছবি অংকনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি অথবা কোন বাদ্যযন্ত্র চালনা শিক্ষা দিয়ে থাকি বা কাউকে যদি যাদু বা ভেল্কীবাজী শিখিয়ে থাকি, তবে সে ঐ কাজে মোটেও লিপ্ত হবে না। কারণ সে ঐ কাজে লিপ্ত হলে সে জন্য আমাকেও আযাব দেয়া হবে। সে নিজেও এখন থেকে তওবা করে দিবে। আল্লাহ পাক যেন প্রত্যেক মুমিন মুসলমান নারী পুরুষকে তার নাফরমানী করা থেকে হেফাযত করেন। আমীন!

আমার অসুস্থ্যতা ও বেহুশী ইত্যাদি অবস্থায় আমার সতর ঢেকে রাখা, আমাকে ওষুধ ইত্যাদি সেবন করানো, আমার পবিত্রতা, আমাকে

কেবলামুখী করে নামায পড়ানো, অযূ, তায়াম্মুম ও ফরয নামাযের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দান, যাদের সাথে আমার দেখা দেয়া বৈধ নয় তাদেরকে আমার কাছে আসতে বারণ করা, আমার কক্ষ থেকে জানদার প্রাণীর ছবি সরিয়ে দেয়া, এক্ষেত্রে যদি ওষুধের কৌটা বা বাক্সেও ছবি থাকে তাও সরিয়ে দেয়া, আমার প্রয়োজনীয় উপদেশ ও অসিয়্যত সংরক্ষণ করাসহ এ জাতীয় সকল কাজের ক্ষেত্রে দ্বীন ও শরীয়তের বিধানের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ কার্যাবলী যে আঞ্জাম দিতে পারে বা অন্যদের দ্বারা করানোর ব্যাপারে চিন্তাশীল থাকে এমন কোন ব্যক্তিকে আমার দেখা-শোনা করা ও সেবা যত্ন করার জন্য দায়িত্ব দিবে।

আমি যদি বেহুশ অবস্থায় বা মুমূর্ষ হালতে কোন নসীহত বা অসিয়্যত করি তবে তাকে যথাযথভাবে স্মরণ রেখে অভিজ্ঞ আলিম ও মুফতীগণের কাছে বলে তার শরীয়তসম্মত বিধান সম্পর্কে অবগত হয়ে সেমতে আমল করবে, আমি একটা কিছু বললেই সাথে সাথে তার উপর আমল শুরু করে দিবে না। কারণ নাজায়েয কাজের অসিয়্যত করাও না জায়েয এবং তার উপর আমল করাও না জায়েয। যেমন এক তৃতীয়াংশ সম্পদের অধিক সম্পদের ব্যাপারে অসিয়্যত করা জায়েয নয়। কারো করয আদায় করার ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে যদি আমি এ জাতীয় কোন অসিয়্যত করি যা পূর্ণ করতে এক তৃতীয়াংশ সম্পদের চাইতে অধিক সম্পদের প্রয়োজন হয় তবে তার প্রতি আমল করবে না। অনুরূপ কোন ওয়ারিসের জন্য অসিয়্যত করাও জায়েয নয়। তা এক তৃতীয়াংশ সম্পদের ভিতরে হলেও তা জায়েয নয়। যদি ভুলে আমি এমন কোন অসিয়্যত করেও থাকি, তবে ওয়ারিসদের জন্য তার প্রতি আমল করাও জায়েয নয়।

হযরত রাসূলে পাক (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাকের কোন কোন বান্দা ও বান্দী ৬০ (ষাট) বছর পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে কাটায় কিন্তু নাউযুবিল্লাহ ইন্তিকালের সময় কোন ধরনের শরীয়ত-বিরোধী কাজ করার দরুণ বিশেষত কাউকে ক্ষতিকারক কোন অসিয়্যত করার কারণে তার প্রতি জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যায়। (মিশকাত, পৃ. ২৬৬, হাদীস নং- ২৯৩৫)

পরলোকগত ব্যক্তিকে শেষবারের মত দেখার যে প্রচলিত রসম সমাজে রয়েছে এর মধ্যেও শরীয়তের দৃষ্টিতে বেশ কিছু নিন্দনীয় দিক

www.maktabatulabrar.com

আছে। সুতরাং এ বিষয়টিও যাতে না ঘটে সে ব্যাপারেও খুব সতর্ক থাকা আবশ্যক। আর মনে রাখতে হবে আমি ইন্তিকালের পর আমার কবরে যেন কোন ফুল দেয়া না হয়। এবং ফুল অংকিত চাদর দ্বারাও যাতে আমার কবর আবৃত করা না হয়। খবরদার আমি ইন্তিকালের পর আমার কবরে কশ্মিনকালেও আগরবাতি, মোমবাতি ইত্যাদি জ্বালাবে না বা কাউকে জ্বালাতে দিবে না। কারণ প্রিয়নবী (সা.)-এর কবর মুবারকে এবং কোন সাহাবী (রা.)-এর কোন কবরে কিংবা কোন তাবেয়ী (রহ.)-এর কবরে কোনদিনও ফুল দেয়া হয়নি এবং তাদের কবরে আগরবাতি বা মোমবাতিও জ্বালানো হয়নি।

হাদীছ শরীফের বিশাল ভাণ্ডারে কোথায় এমন একটি হাদীছও নেই যেখানে একথার প্রমাণ মিলে যে, প্রিয়নবী (সা.)-এর কবরে কিংবা খোলাফায়ে রাশেদীনের কোন একজনের কবরে অথবা কোন সাহাবী (রা.)-এর কবরে ফুল দেয়া হয়েছে। এমনটি করা যদি কোন প্রশংশনীয় বা সওয়াবের কাজ হতো, তাহলে উপরোক্ত মহান ব্যক্তিবর্গ অবশ্যই তা করতেন এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কারণ কোন একটি সওয়াবের কাজ এমন নেই যা তাঁরা করেননি।

আর আগরবাতি বা এ জাতীয় বস্তু ব্যবহার থেকে একারণে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে যেহেতু তার মাঝে আগুনের প্রভাব রয়েছে যা পরলোক-গত ব্যক্তির জন্য কোন ভাল নিদর্শন নয়। এসকল কুপ্রথা বা কুপ্রচলন আমাদের মাঝে স্থান করে নিয়েছে একটা দীর্ঘ সময় হিন্দুদের সাথে বসবাসের কারণে। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে প্রিয়নবী (সা.)-এর প্রতিটি সুন্নাতের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন এবং সুন্নাত-পরিপন্থী প্রতিটা বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকার মত দৃঢ় মনোবল, যথাযথ শক্তি ও তাওফীক দিন।

হে আমার প্রিয় সন্তানেরা! শোন, আমার ইন্তিকালের পর আমার কবরের উপর বিশেষ কোন গাছের কাঁচা শাখা গেড়ে দেয়া থেকেও তোমরা বিরত থাকবে। কারণ কোন শাখার মধ্যে এ ক্ষমতা নেই যে, সে আল্লাহ পাকের আযাবকে ফিরিয়ে রাখতে পারে। তবে কখনো যদি এমন কিছু ঘটে থাকে তা ছিলো প্রিয়নবী (সা.)-এর পবিত্র হাতের বরকত এবং তাঁর বিশেষ মু'জিযা। আর মূলত একারণেই প্রিয়নবী (সা.)-এর সময়েও

কোন সাহাবী পর্যন্ত এমনটি করেননি। অথচ তারা ছিলেন নেক কাজের প্রতি সর্বাধিক উৎসাহী। আর হযরত সাহাবায়ে কেরাম এ কাজ থেকে বিরত থাকার কারণ এটাই ছিলো যেহেতু প্রিয়নবী (সা.) নিজ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে কিংবা সাধারণ মুসলমানদেরকে একাজ করার জন্য কখনো উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করেননি। (ইখতিলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকীম থেকে সারমর্ম)

মনে রাখবে! আমার ইন্তিকালের পর করণীয় প্রত্যেক বিষয়ে শরীয়তের বিধানের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এক্ষেত্রে হযরত উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে শরীয়তসম্মত যথাযথ পদ্ধতি ও পন্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে তারপর তা বাস্তবায়িত করা অত্যাবশ্যকীয় মনে করবে। খবরদার কোন ভুল রসম-রেওয়াজ বা এমন কোন কাজ যা প্রিয়নবী (সা.) বা সাহাবায়ে কেরাম (রা.) করেননি এমন কোন কাজ শুধু প্রথাগত কারণে বা মানুষের বানানো আঞ্চলিক রসম-রেওয়াজের অনুকরণ করার জন্য করবে না। এ জাতীয় সুন্নাত-পরীপন্থী প্রথা প্রচলন থেকে নিজেরাও যেমন বেঁচে থাকবে তেমনি অন্যদেরকেও বেঁচে থাকতে সহায়তা করবে, চেষ্টা চালাবে।

জানাযা ঘর থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় মহিলারা শোরগোল করে কাঁদতে থাকে এবং বেপর্দা অবস্থাতেই ঐ জানাযার সাথে অন্য পুরুষদের সামনে চলে আসে, দরজার কাছে এসে কাঁদতে থাকে। এজাতীয় কাজ থেকে ঘরের মহিলা ও কন্যাদের অবশ্যই বিরত রাখতে হবে। আর মনে রাখবে ঘরের কোন মহিলা বা কোন কন্যা যেন কশ্মিনকালেও আমার জানাযার সাথে কবরের কাছে না যায়। এমনকি দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর অন্য কোন সময়েও যাতে তারা কবরের কাছে না আছে। তারা নিজ নিজ স্থানে থেকেই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার প্রতি যত্নবান হবে এবং আমার জন্য দু'আ করতে থাকবে। এতেই আমার রূহে সওয়াব পৌঁছে যাবে এবং আমি উপকৃত হব।

শোন আমার সন্তানেরা! আমি আমার স্ত্রীকে এখন থেকেই ইদ্দত পালনের মাসআলাসমূহ শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছি। তোমরা আমার ইন্তিকালের পর তোমাদের মাকে ঐ সকল মাসআলার উপর আমল করতে সহায়তা করবে এবং দেখে শুনে তাকে দিয়ে ঐগুলো করাবে।

www.maktabatulabrar.com

প্রিয়নবী (সা.)-এর প্রতিটি সুন্নাতের প্রতি আন্তরিক মহব্বত রাখবে এবং নিজ জীবনে প্রিয়নবী (সা.)-এর প্রতিটি সুন্নাতের উপর আমল করার চেষ্টা করবে। বুযূর্গানে দ্বীন আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন, ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, প্রিয়নবী (সা.)-এর বাতলে দেয়া সুন্নাত তরীকায় পেশাব-পায়খানা করতে যাওয়া ঐ দুই রাকা'আত নফল নামায অপেক্ষা উত্তম যা সুন্নাত পরীপন্থীভাবে আদায় করা হয়। আর যেসব সুন্নাত সুন্নাতে মুয়াক্কদা নয় সেসব সুন্নাতকেও গুরুত্বহীন ভাববে না। বিশেষভাবে মিসওয়াক করার প্রতি যত্নবান হওয়া, মাথা ঢেকে রাখা, সুন্নাত মুতাবিক পোষাক পরিধান, সুন্নাত তরীকা মতে সাদা-সিধাভাবে সহজ সরল পন্থায় বিবাহ-শাদী করা ইত্যাদির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। এছাড়া খানা খাওয়ার সময় দস্তরখান বিছিয়ে সুন্নাত তরীকায় বসে খানা খাওয়া, ডান হাতে আদান প্রদান করা, পায়জামা টাখনূর উপরে পরিধান করা ইত্যাদিসহ এ জাতীয় সকল কাজকর্মে উলামায়ে কেরাম থেকে জিজ্ঞাসা করে সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হয়ে এবং প্রিয়নবী রসূল (সা.)-এর নূরানী ও বরকতপূর্ণ সুন্নাত তরীকা সম্পর্কে জেনে নিয়ে সেমতে আমল করবে। অনুরূপ নিজের চেহারার আকৃতি ও গঠন প্রিয়নবী (সা.)-এর চেহারার মত করতে সচেষ্ট হবে। দাড়ি ইত্যাদি যেভাবে প্রিয়নবী (সা.) রাখতে বলেছেন সেভাবেই রাখবে, কেটে-ছেঁটে নিজের মনমত করে রাখবে না। হযরত নবী করীম (সা.)-এর প্রতি গভীর মহব্বত ও ভালবাসা রাখবে। এজন্য "উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম (সা.)" এবং "মাআরিফুল হাদীস", "তরজমানুস সুন্নাহ" ও "শামায়েলে তিরমিযী" ইত্যাদি কিতাবসমূহ পাঠ করবে। এবং কোন একটি সময় নির্ধারণ করে ঘরের সকলকে নিয়ে এসব কিতাবের তালিম করবে।

"হে আমার প্রিয় সন্তানেরা! এমন যেন কশ্মিনকালেও না হয় যে, হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহ তাআলার সামনে যখন দণ্ডায়মান হতে হবে তখন কোন মুসলমানের চেহারা প্রিয়নবী (সা.)-এর আজীবন দুশমন ইয়াহুদী নাসারার চেহারার মত ক্লিনসেভ করা থাকে। মহান আল্লাহ মহিলাদের চেহারাকে পুরুষদের চেহারা থেকে ভিন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যে পুরুষ তার চেহারার দাড়ি সেভ করে নিজের চেহারাকে মহিলাদের চেহারার মত করবে সে অবশ্যই আল্লাহ পাকের সৃষ্টির আকৃতি

ও ধরনকে পরিবর্তন করে দিলো। আর এমনটা করা গোনাহে কাবীরা, যার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর ও ভয়াবহ। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে প্রিয়নবী (সা.)-এর তরীকায় নিজেদের আমল করার সাথে সাথে গোটা বিশ্বে সে সুন্নাতকে ছড়িয়ে দেয়ার কাজে অংশ গ্রহণের তাওফীক দিন। আমীন!

আমার প্রিয় সন্তানেরা! সওয়াবের কাজ, নেক ও ভাল কাজ যেটাই করতে পার, যেভাবে করতে পার, যেখানেই করতে পার, যখনই করতে পার, যার সাথেই করতে পার, যতক্ষণ করতে পার অবশ্যই করতে থাকবে। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ছোট থেকে ছোট নেক কাজকেও গুরুত্বহীন বা ছোট মনে করবে না।

ইতি

তোমাদের পিতা .....

তোমাদের মাতা .....

এভাবেই পিতা-মাতা নিজ সন্তানদের প্রতি অসিয়্যতনামা লিখে রেখে যাবে। যাতে দ্বীনি ও পার্থিব বিষয়াদির কথা বিস্তারিতভাবে বলে দেয়া হবে।

সকল মুসলমানের উদ্দেশ্যে অসিয়্যত লেখার পদ্ধতি

অসিয়্যত লেখার জন্য উত্তম ও সহজ পদ্ধতি হচ্ছে– একটি খাতা বানিয়ে নেয়া। ঐ খাতাটির প্রথম পাতায় লেখা থাকবে "অসিয়্যতনামা ও প্রয়োজনীয় বিষয়াদির নোট"। কারো পক্ষে যদি এতটুকু করার তাওফী-কও না হয় তবে এই কিতাবে নমূনা স্বরূপ যে অসিয়্যতনামাটা লিখে দেয়া হচ্ছে তার মধ্যে যে সব স্থানে খালী জায়গা রাখা হচ্ছে সেগুলো অন্তত পূর্ণ করে দিবে।

আল্লাহ পাকের হকসমূহের জন্য কয়েক পৃষ্ঠা এবং বান্দার হকসমূহের জন্য কয়েক পৃষ্ঠা ভিন্ন ভিন্ন নির্ধারণ করে নিবে। কারণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কথা স্মরণ হলে সেটা যেন ঐ নির্ধারিত স্থানে লিখে নেয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লেখা কেটে দেয়া বা পরিবর্তন করা কিংবা আগের লেখার সাথে আরো কিছু বাড়ানোর প্রয়োজন হতে পারে, তখন এ পদ্ধতি গ্রহণ করা হলে তা সহজ হবে। নিম্নে আমরা তার একটি নমূনা পেশ করছি।

www.maktabatulabrar.com

মহান আল্লাহর হকসমূহ

১. নামায

প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) হওয়ার পর আমার দায়িত্বে ... বৎসরের নামায বাকী রয়ে গেছে। আর বিতির নামাযকে একটি ভিন্ন ওয়াক্ত হিসেবে গণনা করা হয় বিধায় শরীয়তের রায়মতে প্রতিদিন ছয় ওয়াক্ত নামায গণ্য করা হয়ে থাকে। সেমতে আমার দায়িত্বে বাকী থাকা ... বৎসরে আমার মোট নামাযের পরিমাণ ... ওয়াক্ত।

উল্লিখিত পরিমাণ বাকী থাকা নামাযের মধ্যে ঐ সকল নামাযও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা বিভিন্ন সময়ে সফরের অবস্থায় ক্বাযা হয়ে গেছে অথবা স্বাভাবিক কোন অসুস্থতায় আমি মনোবলের দুর্বলতার দরুণ পড়িনি। আর প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের পরিবর্তে যে ফিদয়া দিতে হয় তা হলো আশি তোলার সেরের হিসেবে ১ সের সাড়ে বার ছটাক তথা ১ কেজি ৬৬২ গ্রাম গম বা আটার মূল্য। এ হিসেবে একদিনের ছয় ওয়াক্ত নামাযের ফিদয়া হয় .... টাকা। সেমতে আমার দায়িত্বে বাকী থেকে যাওয়া ... বৎসরের নামাযের জন্য যে ফিদয়া আদায় করা ওয়াজিব হবে তার পরিমাণ হলো ... টাকা।

আমি আজ ... তারিখ থেকে যথাসম্ভব প্রতিদিন ... ওয়াক্ত করে নামাযের ক্বাযা আদায় করে যাচ্ছি। যে পরিমাণ নামাযের ক্বাযা আদায় করা হচ্ছে আমি তা পর্যায়ক্রমে আমার "অসিয়্যতনামা" নামক খাতায় লিখে রাখছি। আমার ইন্তিকালের দিন সে খাতাটি দেখে নিতে হবে এবং যে পরিমাণ নামাযের ক্বাযা আদায় করা হয়েছে সেগুলো বাদ দিয়ে দেখে নিতে হবে এখন আমার দায়িত্বে কি পরিমাণ নামায বাকী আছে, সে পরিমাণ নামাযের ফিদয়া আদায় করে দিতে হবে।

"স্মরণ রাখতে হবে, নামায একমাত্র শারীরিক ইবাদত, তার কোন প্রতিবদল হয় না অর্থাৎ, একজনের নামায অন্য জনে আদায় করে দেয়া যায় না। অনুরূপভাবে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, নামাযের ফিদয়া পূর্ণ জীবনেও আদায় করা সম্ভব হয় না। সুতরাং নিজের সুস্থতার অবস্থাকে গণীমত বা বিশেষ মূল্যবান সুযোগ মনে করে নিজেই নিজের ছুটে যাওয়া নামায ক্বাযা করতে শুরু করে দিবে। তবে এভাবে ক্বাযা করার পরও যদি

ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত সব নামাযের ক্বাযা আদায় করা সম্ভব না হয়, সে ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত তার প্রতি অনুগ্রহ করে তাকে এ সুযোগ ও অধিকার দিয়েছে বরং তার উপর এটা আবশ্যকীয় করে দেয়া হয়েছে যে, সে ঐ বাকী নামাযের ব্যাপারে অসিয়্যত করে যাবে। এক্ষেত্রে তার ওয়ারিসগণ যদি তার মিরাসের এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে ঐ নামাযের ফিদয়া আদায় করে দেয় এবং মহান আল্লাহ যদি দয়া করে তা কবুল করে নেন, তবে আশা করা যায় যে, এ ব্যক্তি শাস্তি এবং আল্লাহ পাকের পাকড়াও থেকে বেঁচে যেতে পারবে। এজন্য প্রত্যেক মুসলমানের উচিত হলো, যদি নামায ছুটে গিয়ে থাকে তবে অবশ্যই সে ব্যাপারে অসিয়্যত করে যাবে। এই মর্মে যে, আমি ইন্তিকালের পর আমার সম্পদ থেকে আমার নামাযের ফিদয়া হিসাব করে তা আদায় করে দিবে।

২. রোযা

আমি প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত রমযান শরীফের ... টি ফরয রোযা এবং ... টি মানতের ওয়াযিব রোযা অনাদায়ী রয়ে গেছে, যা আদায়ের ব্যাপারে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমার ইন্তিকালের পূর্বে যদি আমি আমার দায়িত্বে থেকে যাওয়া রোযাগুলো সম্পূর্ণ আদায় করে যেতে না পারি, তবে তোমরা তার ফিদয়া আদায় করে দিবে। যতটা রোযা আমার বাকী আছে তা তো আমার অসিয়্যত নামার খাতায় আমি লিখেই দিলাম। এছাড়া এর মধ্যে যখন যতটা আমি আদায় করতে সক্ষম হচ্ছি তাও আমি পর্যায়ক্রমে আমার অসিয়্যতের খাতায় লিখে রাখছি। আমার ইন্তিকালের পর আমার খাতা দেখে যে পরিমাণ রোযা আদায় করা হয়েছে সেগুলো বাদ দিয়ে যা বাকী থেকে যাবে হিসাবমতে সে রোযাগুলোর ফিদয়া আদায় করে দিবে। রোযার ফিদয়ার পরিমাণ হবে প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে আশি তোলার সেরের হিসেবে ১ সের সাড়ে বার ছটাক তথা ১ কেজি ৬৬২ গ্রাম গম বা আটার মূল্য। আমার রেখে যাওয়া মিরাসের এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে হিসাব করে এ অর্থ বের করে তা আদায় করে দিতে হবে।

মাসআলাহঃ এখানে এ সংক্রান্ত একটি মাসআলাহ বলে রাখা দরকার। তা হলো– কেউ যদি এমন অসুস্থ হয়ে যায় যা থেকে সুস্থতার

www.maktabatulabrar.com

কোন আশা করা যায় না অথবা অত্যন্ত বার্ধক্য অবস্থায় উপনীত হওয়ার পর যে সময় রোযা রাখার মত সুস্থতা থাকে না তখন বিস্তারিত অবস্থা ব্যক্ত করে মুফতী সাহেবদের কাছ থেকে মাসআলাহ জেনে নিয়ে রোযার ফিদয়া জীবদ্দশাতেও আদায় করা যায়। এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ মুফতী ও ভাল আলেম যিনি তাহকীক ছাড়া কথা বলেন না, বিশেষত মাসআলাহ বয়ান করার ক্ষেত্রে আনুমানিক কোন কথা বলেন না– এমন হক্কানী ব্যক্তিকে নির্বাচন করে মাসআলাহ জিজ্ঞাসা করতে হবে। ছোট খাটো গ্রাম্য মৌলভী সাহেব বা ক্বারী সাহেবের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করেই এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত হবে না।

৩. যাকাত

আমার উপর ... বৎসরের বকেয়া যাকাত যার মোট অর্থের পরিমাণ ... টাকা ওয়াজিব হয়ে আছে। আমি সে বকেয়া যাকাত সাধ্যমত আদায় করে যাচ্ছি এবং সে পরিমাণ আদায় করা হচ্ছে তা আমার অসিয়্যতের খাতায় লিখে রাখছি। তাই আমার ইন্তিকালের পর সে খাতা দেখে যে পরিমাণ যাকাত আদায় করা বাকী থেকে যাবে তা আদায় করে দিতে হবে। আর যদি আমার জীবদ্দশাতেই আম পুরোপুরি আদায় করে দিতে পারি তাও আমার অসয়্যিতনামার খাতায় আমি লিখে রাখবো।

হে আমার প্রিয় সন্তানেরা! একথা সর্বদা স্মরণ রেখো, পাকিস্তানের মুফতিয়ে আজম হযরত আল্লামা মুফতী শফী সাহেব (রহ.) বলতেন, "যাকাত আদায় হয়ে যাওয়ার জন্য শুধু এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, টাকাটা নিজের ফান্ড থেকে বের করে দিয়ে দেয়া হলো বরং সে টাকাটা যাকাতের যথাযথ ক্ষেত্রমত পৌঁছে দেয়াও যাকাত দাতার দায়িত্ব। এ কারণে শরীয়ত এমন নির্দেশ দেয়নি যে, "যাকাতের অর্থ হিসাব করে বের করো" বরং শরীয়তের নির্দেশ হলো "যাকাত আদায় করো।" সুতারাং লোকেরা যে পদ্ধতি এক্ষেত্রে অবলম্বন করে থাকে যে, যাকাতের টাকা বের করে যাকে পেল তাকেই দিয়ে দিলো, এর দ্বারা দায়িত্ব আদায় হয় না। বরং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ফরয হচ্ছে, সে এমন কিছু দুঃস্থ ও গরীব লোকের নাম ও তালিকা স্মরণে রাখবে যারা কোনদিন কারো কাছে কিছু চায় না কিন্তু

তাদের প্রয়োজন খুবই বেশি।"[১] (মেরে ওয়ালিদ মেরে শাইখ, আল্লামা তক্বী উসমানী, পৃ. ১৫৬)

৪. হজ্ব

আমার উপর হজ্ব আদায় করাও ফরয হয়ে আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি আমার হজ্ব আদায় করতে পারিনি। সুতরাং আমার যে সম্পদ আছে তার এক তৃতীয়াংশ দ্বারা যদি আমাদের এদেশ থেকে কাউকে আমার পক্ষ থেকে বদলী হজ্বে পাঠানো সম্ভব হয় তবে তো পাঠিয়ে দিবে। আর যদি তা সম্ভব না হয় অর্থাৎ, এক তৃতীয়াংশ সম্পদ এ পরিমাণ না হয় যা দ্বারা এদেশ থেকে কোন ব্যক্তিকে পাঠানো সম্ভব, তাহলে জেদ্দা বা অন্য কোন অঞ্চল থেকে কোন দ্বীনদার ব্যক্তি দ্বারা (অন্যান্য শর্তসমূহ রক্ষা করে) আমার বদলী হজ্ব করানোর ব্যবস্থা করাবে।

৫. কুরবানী

আমি অলসতাবশত অথবা কোন বাস্তব অপরাগতার কারণে আমার উপর ওয়াযিব হওয়া সত্ত্বেও আমি ... বৎসরের কুরবানী করিনি। আমার নিরপেক্ষ ধারণামতে ঐ সকল বৎসরের কুরবানীর পশুর যে মূল্য ছিলো তা সর্বমোট ... টাকা। নিয়ম মোতাবেক উক্ত টাকা সদকা করার আমার উপর ওয়াজিব। আমি উক্ত টাকা থেকে ... টাকা গরীব-মিসকিনদের মাঝে সদকা করে দিয়েছি। বাকী টাকা সদকা করার আগেই যদি আমার ইন্তিকাল হয়ে যায় এবং আমার দায়িত্বে সদকা করা ওয়াজিব থেকে যায়, তাহলে আমার হিসাবের খাতা দেখে বাকী টাকাগুলো সদকা করে দিবে।

৬. সদকায়ে ফিতর

ঈদুল ফিতরের সদকা (সদকায়ে ফিতর) আমার স্মরণমতে নেসাবের মালিক হওয়ার পর থেকে আল-হাম্দু লিল্লাহ আমি নিয়মিত আদায় করে দিয়েছি এবং আমার অধীনস্থ না-বালেগ মিসকিন সন্তানদের পক্ষ থেকেও অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আদায় করে দিয়েছি। সুতরাং

১. গরীব ও যাকাত খাওয়ার হকদার ব্যক্তি চাইলে তাদেরকেও দেয়া যায়, তবে কিন্তু যারা চায় না অথচ তাদের প্রয়োজন বেশি– এমন লোকদেরকে দেয়া উত্তম। তদ্রূপ যারা দ্বীনী কাজে মাশগুল থাকার কারণে আয়-উপার্জনে সময় বের করতে পারে না, তারা অভাবী হলে তাদেরকে দেয়াও উত্তম। –সম্পাদক।

www.maktabatulabrar.com

এক্ষেত্রে আমার উপর কোন অর্থ আদায় করা আর ওয়াজিব নেই। (যদি বাকী থাকে তাহলে তার পরিমাণ লিখে দিবে।)

৭. কাফ্ফারা

কসমের কাফফারা বাবদ আমার স্মরণ মতে আমার উপর ... টাকা ওয়াজিব হয়ে আছে। আমি এ কাফফারা আদায় করে দেয়ার সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এবং অল্প অল্প করে আদায় করছি। আমার ইন্তিকালের সময় কাফফারার যে পরিমাণ টাকা অনাদায় থেকে যাবে তা আদায় করে দিতে হবে। বিস্তারিত বিবরণ আমার হিসাবের খাতা বা অসিয়্যতনামায় দেখে নিতে হবে।

৮. সিজদায়ে তিলাওয়াত

সতর্কতার সাথে করা আমার হিসাব ও ধারণামতে বালেগ হওয়ার পর থেকে ... টি সিজদায়ে তিলাওয়াত আমার আদায় করা হয়নি। আমি প্রতি দিন ... টি করে সিজদা আদায় করে যাচ্ছি এবং যে পরিমাণ আদায় করা হচ্ছে তা পর্যায়ক্রমে আমার অসিয়্যতনামায় লিখে রাখছি, আমার ইন্তিকালের পর আমার অসিয়্যতের খাতা দেখে হিসাব করে নিতে হবে আমার কতটা সিজদা বাকী রয়ে গেছে এবং সেমতে ঐ সিজদাগুলোর ফিদয়া আদায় করে দিতে হবে।

স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রতিটি সিজদায়ে তেলাওয়াতের ফিদয়ার পরিমাণ হলো এক ওয়াক্ত নামাযের ফিদয়া যা তাই। অর্থাৎ, প্রতিটি সিজদায়ে তিলাওয়াতের পরিবর্তে ১ সে সাড়ে ১২ ছটাক তথা ১ কেজি ৬৬২ গ্রাম গম বা আটার মূল্য ফিদয়া দিতে হবে।

মাসলালাহ: মহিলাগণ সাধারণত সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করার ব্যাপারে খুবই অলসতা প্রদর্শন করে থাকে। আবার কখনো হয়তো কুরআন শরীফের উপরই মাথা ঝুকিয়ে দেয়, কেবলামুখী হওয়ার ব্যাপারেও লক্ষ্য করে না। আবার তখন হয়তো মাথায় কাপড়ও থাকে না, টাখনু বা পায়ের গোছাও বের হয়ে থাকে এ অবস্থাতেই মাথা ঝুকিয়ে দিয়ে সে মনে করে সিজদা আদায় হয়ে গেছে, অথচ সিজদায়ে তিলাওয়াত শুদ্ধ হওয়ার জন্য ঐসব কিছুই শর্ত যা নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। সুতরাং

এভাবে সিজদা করলে তাতে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় হয় না। তোমরা ঘরের সকল মাহিলাদেরকে এ মাসআলাটি ভালভাবে বুঝিয়ে দিবে এবং এ বিষয়গুলো সুন্দরভাবে আমল করতে শিখাবে। মহিলারাও যেন বিষয়টির প্রতি যত্নবান হয় এবং তাদের ধারণামতে যতগুলো সিজদা এভাবে অলসতা সহকারে আদায় করা হয়েছে সেগুলো পুনরায় যেন আদায় করে নেয়া হয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

আমার অসিয়্যতের উপর আমল করার সময় এরূপ ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে যে, প্রথমে আমার সম্পদ থেকে আমার ঋণসমূহ আদায় করে দিতে হবে যদি ঋণ থাকে। এরপর যদি আমার সম্পদ বাকী থাকে তবে তাঁর এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে প্রথমে ফরযসমূহ এরপর ওয়াজিবসমূহ এবং পরে নফল বিষয়সমূহের অসিয়্যত পূর্ণ করতে হবে। (ফতওয়ায়ে আলমগীরী ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১১৫)

অথবা পরলোকগত ব্যক্তি যে বিশেষ ফরযের ফিদয়ার কথা আগে উল্লেখ করেছে অথবা যে কাফফারা বা কাযার কথা প্রথমে আলোচনা করেছে সেটাকেই প্রথমে আদায় করতে হবে। (ফতওয়ায়ে শামী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৬১)

এছাড়াও অসিয়্যত পূর্ণ করার বিষয়ে শরীয়তে আরো কয়েক প্রকার ধারাবাহিকতা ও অগ্রাধিকারের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে, তাই অভিজ্ঞ আলেম ও মুফতীগণের কাছে বিস্তারিত অবস্থা জানিয়ে মাসআলাহ সম্পর্কে অবগতি লাভ করে তার উপর আমল করতে হবে।

হে আমার প্রিয় সন্তানেরা! যদি আমার মাল দ্বারা আমার অসিয়্যত পূর্ণ করা সম্ভব না হয়, যেমন ধরা যাক যদি এমন হয় যে, আমার ঋণ পরিশোধ করতেই যদি আমার সমূদয় সম্পদ খরচ হয়ে যায়। অথবা আমার ঋণ পরিশোধের পর যদি অবশিষ্ট সম্পদ খরচ হয়ে যায়। অথবা আমার ঋণ পরিশোধের পর যদি অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ শুধু বকেয়া যাকাত আদায় করতেই লেগে যায়, অথবা শুধু নামায বা রোযার ফিদয়া আদায় করতেই খরচ হয়ে যায়, তবে যখন তোমাদেরকে আল্লাহ পাক ধন-সম্পদ দান করবেন এবং তোমাদেরকে যদি আল্লাহ সেরকম তাওফীক দান করেন তবে আমার প্রতি ইহসান ও দয়ার দৃষ্টিতে তোমাদের

www.maktabatulabrar.com

মধ্যকার কোন প্রাপ্ত বয়স্ক জ্ঞানী ছেলে হক্কানী উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে বিস্তারিত মাসআলাহ অবগত হয়ে আমার পক্ষ থেকে হজ্বে বদল আদায় করে দিবে।

আর হে আমার সন্তানেরা! এ কথা ভালভাবে স্মরণ রাখবে যে, ইবাদতের ব্যাপরে আমার যে অসিয়্যত যেমন হজ্বে বদল বা নামাযের ফিদয়া– এগুলো আদায় করার ক্ষেত্রে আমার ঋণ পরিপূর্ণভাবে পরিশোধ করার পর যে সম্পদ থাকবে তার এক তৃতীয়াংশ সম্পদের বেশি যাতে মোটেও খরচ করা না হয়। কারণ এমনটি করা মোটেও জায়েয নয় যে, এক তৃতীয়াংশেরও অধিক পরিমাণ সম্পদ পরলোকগত ব্যক্তির অসিয়্যত পূর্ণ করতে খরচ করা হবে। বরং এক তৃতীয়াংশের পর যা থাকলো তা সম্পূর্ণরূপে ওয়ারেসীনদের পাওনা, ওটা তাদেরকেই দিয়ে দিতে হবে।

তবে যদি সকল প্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিসগণ সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দিয়ে দেয় তবে এক তৃতীয়াংশ সম্পদের অধিকও অসিয়্যত পূর্ণ করার ক্ষেত্রে খরচ করা যাবে। অথবা কোন একজান ওয়ারিস যদি সন্তুষ্টচিত্তে তার প্রাপ্ত মিরাসের অংশ থেকে যদি আমার দায়িত্বে থাকা ফরয হজ্ব করিয়ে দেয় বা আমার নামাযের ফিদয়া বা কসমের কাফফারা আদায় করে দেয় তবে এটা হবে তার পক্ষ থেকে আমার প্রতি এক বিরাট ইহসান ও অনুগ্রহ।

বান্দার হক সম্পর্কে অসিয়্যত

এরপর হক্কুল ইবাদ তথা বান্দার হক সম্পর্কে খোঁ- খবর, হিসাব-নি-কাশ করবে, এ মর্মে যে আমার দ্বারা কারো কোন জানের হক বা কারো কোন মালের হক নষ্ট হয়েছে কি না। কিংবা এ জাতীয় কারো কোন হক আমার উপর ওয়াজিব রয়েছে কি না যা এখনো আদায় করা হয়নি। সে হক আদায় করে দিবে বা তার কাছ থেকে তা মাফ করিয়ে নিবে।

অথবা কখনো কাউকে কোন কষ্ট দেয়া হয়েছে কি না। দেয়া হয়ে থাকলে তার কাছ থেকেও বিষয়টি ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে– একবার স্বয়ং প্রিয়নবী (সা.) সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর সমাবেশে দাঁড়িয়ে পরিস্কার ভাষায় এরূপ ঘোষণা দিলেন যে, আমি যদি কখনো কাউকে কোন কষ্ট দিয়ে থাকি অথবা কোনভাবে কাউকে কোন ব্যাথা দিয়ে থাকি অথবা কেউ যদি আমার কাছে কিছু পাওনা থেকে থাকে, তবে আজ আমি আপনাদের সকলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি ঐ ব্যক্তি এসে

আমার কাছ থেকে তার প্রতিশোধ নিয়ে নিক। অথবা আমাকে সে ক্ষমা করে দিক। যেখানে স্বয়ং নবীজী (সা.) ক্ষমা প্রার্থনা করছেন সেখানে আপনি আমি তো হিসাবে গণ্য করার মতও কেউ না; আমাদের তো আরো বেশি ক্ষমা চাওয়া উচিৎ বরং প্রয়োজনে পায়ে পড়ে ক্ষমা চাওয়া দরকার।

হযরত ফযল (রা.) বলেন, আমি একবার প্রিয়নবী হযরত রসূল (সা.)-এর দরবারে হাজির হলাম। আমি গিয়ে দেখলাম নবীজী (সা.) জ্বরে আক্রান্ত এবং তাঁর মাথায় পট্টি বেঁধে রাখা হয়েছে। প্রিয়নবী (সা.) ইরশাদ করলেন, আমার হাত ধর! আমি হযরত নবীজী (সা.)-এর হাত ধরলাম। তখন তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং মিম্বরে বসে ইরশাদ করলেন, তোমরা অন্যান্য লোকদেরকে ডেকে এখানে উপস্থিত করো। নির্দেশমত আমি লোকদের ডেকে একত্র করলাম। অতঃপর প্রিয়নবী (সা.) আল্লাহ পাকের তারীফ ও প্রশংসা বর্ণনা করে নিম্নের বক্তব্যটি পেশ করেন,

তোমাদের কাছ থেকে আমার চলে যাওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। সুতরাং কারো কোমরে যদি আমি আঘাত করে থাকি, তবে আজ আমার কোমর তার জন্য হাজির আছে প্রতিশোধ নিয়ে নাও। আর যদি কারো মান-মর্যাদায় আমি আঘাত দিয়ে থাকি সে আমার মান-মর্যাদা থেকে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করুক। যে আমার কাছে কোন অর্থ-সম্পদ পাওনা সে আমার কাছ থেকে তার পাওয়ানা আদায় করে তা শোধ করে নিক। কেউ যেন এমন কল্পনা বা সংশয় না করে যে আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হলে তার প্রতি আমার আক্রোশ সৃষ্টি হবে। কারণ কারো প্রতি আক্রোশ বা দুশমনী পোষণ করা আমার স্বভাবে যেমন নেই তেমনি এমনটি আমার জন্য মোটেও উচিত হবে না। খুব ভাল করে বুঝে নাও ঐ ব্যক্তি হবে আমার কাছে খুবই প্রিয় যে তার পাওনা হক আমার কাছ থেকে আদায় করে নিলো। কিংবা আমাকে মাফ করে দিলো। যাতে আমি মহান মাওলার দরবারে প্রফুল্ল ও হাসিখুশি চিত্তে উপস্থিত হতে পারি। আমি আমার এ ঘোষণা শুধু একবার করেই ক্ষ্যান্ত হতে চাই না। বরং বারবার আমি একথা তোমাদের সামনে ঘোষণা করবো।

একথাগুলো বলে প্রিয়নবী হযরত রসূল (সা.) মিম্বর থেকে নেমে এলেন। এরপর যোহরের নামায আদায় করার পর আবার মিম্বরে উঠে

www.maktabatulabrar.com

বসলেন এবং ঐ ঘোষণা পূর্বের ন্যায় আবারো ঘোষণা করলেন এমনকি প্রতিশোধ গ্রহণ করলে কারো প্রতি আমার কোন শত্রুতা বা আক্রোশ সৃষ্টি হবে না মর্মে যে কথাটি পূর্বে বলেছিলেন সেটাও পুনরায় ব্যাক্ত করলেন। সাথে একথাও বললেন,

তোমাদের কারো দায়িত্বে যদি কারো কোন পাওনা থেকে থাকে তবে তোমরা তাও আদায় করে দাও! দুনিয়ায় একারণে খানিকটা অপমানিত হওয়ার কোন খেয়ালই করো না। কারণ দুনিয়ার অপমান পরকালের অপমানের তুলনায় অনেক কম (সে তুলনায় এটা কিছুই না)"।

এসময় একজন লোক দাঁড়ালেন এবং বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.) আমি আপনার কাছে ৩টি দেরহাম পাওনা আছি। নবীজী (সা.) ইরশাদ করলেন–

"আমি কোন পাওনাদারকে মিথ্যাবাদী মনে করি না এবং তাকে কসম করতেও বাধ্য করি না, তবে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই (দেরহাম) পাওনা কিসের? লোকটি বললো, একদিন আপনার কাছে একজন ভিক্ষুক এসেছিল। তখন আপনি আমাকে বলেছিলেন, এ ভিক্ষুককে ৩ দেরহাম দিয়ে দাও। প্রিয়নবী হযরত রসূল (সা.) তখন হযরত ফযল (রা.)-কে বললেন, তাকে ৩ দেরহাম দিয়ে দাও।

এরপর অন্য একজন লোক উঠে দাঁড়ালো। সে বললো, আমার কাছে বাইতুল মাল ৩টি দেরহাম পাবে। আমি খেয়ানত করেই সে ৩ দেরহাম গ্রহণ করেছিলাম। প্রিয়নবী (সা.) লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, খেয়ানত কেন করেছিলে? লোকটি জবাব দিলো, সে সময় আমি খুব অভাবগ্রস্ত ছিলাম, নবীজী (সা.) তখন হযরত ফযল (রা.)-কে বললেন এর কাছ থেকে দেরহামগুলো আদায় করে নাও।

এরপর প্রিয়নবী (সা.) আবার ঘোষণা দিলেন যে, কারো যদি তার নিজের কোন অবস্থার ব্যাপারে সংশয় থাকে বা কোন সমস্যা থাকে তবে সে এই সময় সে ব্যাপারে দু'আ করিয়ে নিতে পারে (কারণ এটা আমার বিদায়ের সময়)।

এ ঘোষণার পর একজন লোক দাঁড়ালো এবং আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.) আমি মিথ্যাবাদী, আমি মুনাফিক, বেশি ঘুমানোর রোগে আক্রান্ত। প্রিয়নবী (সা.) তার জন্য দু'আ করলেন,

"আয় আল্লাহ! তাকে সত্যবাদিতা দান করুন এবং তাকে পরিপূর্ণ ঈমান দান করুন, আর অধিক ঘুমানোর রোগ থেকে তাকে আরোগ্য দান করুন।"

এরপর অপর একজন লোক দাঁড়ালো এবং সে আরয করলো, ইয়া রাসুলাল্লাহ (সা.)! আমি মিথ্যাবাদী, আমি মুনাফিক, এমন কোন গুনাহ নেই যা আমি করিনি। সেখানে উপস্থিত হযরত উমর (রা.) তাকে সতর্ক করে বললেন, তুমি নিজের গুনাহের কথা প্রচার করছো কেন। তখন প্রিয়নবী (সা.) বললেন,

"উমর! তুমি চুপ থাক, দুনিয়ার অপমান আখেরাতের অপমানের তুলনায় অনেক হালকা।"

অতঃপর নবীজী (সা.) তার জন্য দু'আ করলেন এভাবে,

আয় আল্লাহ, তাকে সত্যতা ও পরিপূর্ণ ঈমান নসীব করেন আর তার অবস্থাকে উত্তম ও ভাল বানিয়ে দিন।"

এরপর অপর একজন লোক দাঁড়ালো, সে আরয করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! আমি একটু ভীত প্রকৃতির লোক, অধিক ঘুমানোর রোগে আক্রান্ত, নবীজী (সা.) তার জন্যও দু'আ করলেন। হযরত ফযল (রা.) বলেন, এরপর আমরা দেখেছি তার মত সাহসী বাহাদুর আর কেউ ছিলো না।

অতঃপর প্রিয়নবী হযরত রসূল (সা.) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর ঘরে চলে গেলেন এবং সেখানেও মহিলাদের সামনে তিনি একথাই ঘোষণা দিলেন এবং যেসব কথা ও ঘোষণা তিনি পুরুষদের সমাবেশে ব্যক্ত করেছিলেন তা এখানেও পুনর্ব্যক্ত করলেন।

অতঃপর প্রিয়নবী (সা.) ঘোষণা করলেন যে, নিজের কোন অবস্থা বা সমস্যা সম্পর্কে কারো কোন রূপ সংশয় থেকে থাকলে সেও আজ দু'আ করিয়ে নিতে পারে (কারণ আজ আমার বিদায়ের সময়)।

সেমতে উপস্থিত লোকদের মধ্যে অনেকেই তাদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রিয়নবী (সা.)-এর কাছে দু'আ চাইলো এবং তিনি তাদের জন্য দু'আ করলেন।

এসময় একজন মহিলা সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার যবানে কিছু উচ্চারণগত সমস্যা আছে। নবীজী (সা.) তার জন্যও দু'আ করনে। (শামায়েলে তিরমিযী, পৃ. ৮১, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

www.maktabatulabrar.com

একবার সাহাবী হযরত আবূ মাসউদ আনসারী (রা.) নিজের গোলামকে পিটাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ প্রিয়নবী (সা.) সেখানে আগমন করলেন এবং তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে বললেন, "আবূ মাসউদ এই গোলামের উপর তোমার যতখানি অধিকার আছে তোমার প্রতি আল্লাহ পাকের তার চেয়ে বেশি অধিকার আছে।" হযরত আবূ মাসউদ (রা.) প্রিয়নবী (সা.)-এর কথা শুনে চমকে উঠলেন এবং বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! আমি এ গোলামকে আল্লাহর রাহে মুক্ত করে দিলাম" রাসূলে পাক (সা.) ইরশাদ করলেন, "তুমি যদি এটি (গোলাম আযাদ) না করতে তবে দোযখের আগুন তোমাকে ধরে ফেলতো" (আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, গোলামের হক সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ ২/৩৪৬)

সুতরাং হে আমার সন্তানেরা! জীবনে এ পর্যন্ত যেসব লোকের সাথে তোমার সম্পর্ক হয়েছে অথবা যাদের সাথে লেন-দেন ছিলো এবং যাদের সাথে উঠা-বসা করেছো অথবা যারা তোমার আত্মীয়-স্বজন, তাদের সকলের সাথে যোগাযোগ করে মৌখিকভাবে বা চিঠি-পত্রের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে জেনে নিবে যদি তাদের কোন মালী হক তোমার দায়িত্বে থেকে থাকে তবে তা পরিশোধ করে দিবে। অনুরূপভাবে তাদের কোন জানের হক যদি তোমার দ্বারা নষ্ট হয়ে থাকে যেমন যদি কারো গীবত করে থাকো অথবা কাউকে যদি গাল মন্দ করে থাকো বা কোনভাবে কাউকে যদি কোন ব্যাথা দিয়ে থাকো। বিশেষত নিজের অধীনস্থদের মাঝে কারো সাথে যদি কোন দুর্ব্যবহার করে থাকো। যেমন নিজের স্ত্রী বা নিজের না-বালেগ সন্তানের সাথে যদি বিনা কারণে বা অন্যায়ভাবে কোন রুক্ষ আচরণ করা হয়ে থাকে কিংবা তাদের প্রতি কোন জায়েয খরচের ক্ষেত্রে নিজের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যদি কৃপনতা করা হয়ে থাকে, তাদেরকে যদি ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয়ে থাকে, অথবা যদি নিজের স্ত্রী বা সন্তানেরা দ্বীনের উপর চলার ব্যাপারে আগ্রহী হওয়ার পরও যদি তাদের সে পথে বাধা সৃষ্টি করা হয়ে থাকে বা নিজের শাগরেদ কিংবা চাকরের প্রতি বিনা কারণে বা বিনা প্রয়োজনে অতিরিক্ত কঠোরতা করা হয়ে থাকে, তবে এ সকল ক্ষেত্রে তাদের কাছে থেকে সে ব্যাপারে ক্ষমা চেয়ে নিবে।"

অপর এক হাদীসে প্রিয়নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন,

"কেউ যদি কারো উপর কোন জুলুম বা অবিচার করে থাকে সেটা জানের ক্ষেত্রে হোক বা মালের ক্ষেত্রে হোক, আজ সে তার কাছে সে

ব্যাপারে ক্ষমা চেয়ে নাও অথবা স্বর্ণ চান্দী দিয়ে ঐ দিন আসার পূর্বেই তার সাথে হিসাব পরিস্কার করে নাও যেদিন কোন দিরহামও থাকবে না এবং কোন দিনারও থাকবে না এবং স্বর্ণ চান্দী সেদিন কোনই কাজে আসবে না। (সহীহ বুখারী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৩১)

তাই ওহে আমার প্রিয় সন্তানেরা! আমাদের বড়দের মাঝে এবং বুযুর্গানে দ্বীনের মাঝে এ বিষয়টি প্রচলিত ছিলো যে, তাদের থেকে যদি কোন ভুল-ত্রুটি প্রকাশ পেয়ে যেত তবে তারা সে ভুল স্বীকার করে নেয়ার ব্যাপারে এবং যার সাথে ভুল করা হয়েছে তার কাছ থেকে তার জন্য মাফ চেয়ে নেয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিধা-সংকোচ করতেন না। এ আদর্শের উপর আমল করেই হযরত থানভী (রহ.) "اَلْعُذْرُ وَالنُّذُرُ" নামে একটি কিতাব লিখে নিজের সম্পৃক্ত সকলের কাছে তা প্রেরণ করেছেন। যাতে তিনি লিখেছেন যে, যেহেতু আপনার সাথে আমার সম্পর্ক আছে তাই এটা তো আল্লাহ পাকই ভাল জানেন যে, কখনো কোন ভুল-ত্রুটি আপনার সাথে আমার হয়ে গেছে কি না অথবা আপনার কোন প্রাপ্য হক আমার দায়িত্বে রয়ে গেছে কি না, দয়া করে আপনি আজ সে হক আমার কাছ থেকে আদায় করে নিন অথবা আমাকে মাফ করে দিন।

অনুরূপভাবে পাকিস্তানের প্রধান মুফতী, মুফতীয়ে আযম হযরত শফী সাহেব (রহ.) کچھ تلافی مافات (কিছু ত্রুটির সংশোধন) নামে একটি চিঠি লিখে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত সকলের বরাবরে প্রেরণ করেছেন। (ইসলাহী খুতুবাত, তওবা অধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯)

প্রিয়নবী (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসরণে এবং তার অনুকরণে আমাদের পূর্বসূরী বুযুর্গানে দ্বীনের অভ্যাস এরকমই ছিলো। এজন্য প্রত্যেক মুসলমান নারী-পুরুষের এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা উচিৎ। সুতরাং আপনারা প্রত্যেকেই অসিয়্যত করার ক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। প্রত্যেকের কাছে পৃথক পৃথকভাবে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে এবং অসিয়্যতনামার মাধ্যেও বিষয়টি এভাবে লিখতে হবে,

"সকল মুসলমান বিশেষত আমার পিতা-মাতা, বাল-বাচ্চা, ভাই-বোন, নানার সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন, দাদার সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন এবং শশুর সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনসহ অন্যান্য সকল নিকটাত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধব অথবা সেই ব্যক্তি যার সাথে কখনো কোন সাক্ষাতে বা কোন

www.maktabatulabrar.com

লেন-দেনের ক্ষেত্রে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। অথবা আমার অধীনস্থ লোকজন অথবা যাদের দেখাশুনার দায়িত্ব আমার উপর ছিলো তারা সকলে বিশেষভাবে আমার পিতা-মাতা ও আমার উস্তাদবৃন্দ ও বুযুর্গানে দ্বীন আমাকে দয়া করে আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করে দিন।"

আমার ধারণা যে, বিভিন্ন আচার-আচরণ করতে গিয়ে আমার পক্ষ থেকে অবশ্যই কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গিয়ে থাকবে বা তাদের কোন না কোন হক আমার দ্বারা নষ্ট হয়ে থাকবে, তাই আমাকে দয়া করে ক্ষমা করে দিয়ে আমার "খাতেমা বিল খায়ের" বা ভাল অবস্থায় ইন্তিকালের জন্য এবং আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করবেন। আমি পরিশেষে তাদের সকলের সামনে আমার গোপন-প্রকাশ্য সকল গুনাহের জন্য তওবা করার ঘোষণা দিচ্ছি। যাতে কাল হাশরের কঠিন দিনে এরা সকলে আমার তওবার পক্ষে স্বাক্ষী হয়ে থাকতে পারেন। এবং আমি এ বিষয়টি থেকেও তওবা করছি যে, আমি আমার জীবনে আল্লাহ পাকের কত হুকুম নষ্ট হতে দেখেছি এবং প্রিয়নবী (সা.)-এর কত মোবারক সুন্নাতকে নিজের চোখের সামনে ছুটতে দেখেছি, কিন্তু আমি তা নিন্দা করারও কোন চেষ্টা করিনি এবং যারা সুন্নাত পরিপন্থী কাজ করেছে তাদেরকে কোন বাধাও দেইনি। বিবাহ-শাদীর ক্ষেত্রে লেবাস পোষাকের ব্যাপারে, সুরত ও সীরাতের ব্যাপারে, কাজ কারবারের ক্ষেত্রে, মহিলাদের বেপর্দা এবং না-মাহরামদের সামনে আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে এবং হাসি তামাশা করার ব্যাপারে এবং সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে বেপরওয়া থাকার বিষয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যেতে আমি দেখেছি, তা সত্ত্বেও এসব বিধি-বিধান ছুটে যাওয়ার বিষয়ে আমার কোন চিন্তাও হয়নি এবং আমি তাদেরকে বুঝাতেও চেষ্টা করিনি। এমনকি তাদের জন্য আমি দু'আও করিনি। তাই আজ আমি এসব মারাত্মক গুনাহ থেকে তওবা করছি। আর আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, ভবিষ্যতে আমি আল্লাহ পাকের সকল হুকুমকে এবং প্রিয় নবী হযরত (সা.)-এর সকল সুন্নাতকে জিন্দা করার জন্য পুরোপুরি চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। আর এসব ব্যাপারে লোকদেরকেও ভালভাবে বুঝাতে চেষ্টা করবো। এছাড়া যেখানে আমার প্রভাব রয়েছে সেখানে হেকমত ও কৌশল অবলম্বন করে

আমার শক্তি ও প্রভাবকে কাজে লাগাবো। মউতের আগ পর্যন্ত আমি এই মন-মানসিকতা নিয়েই জীবন যাপন করবো ইনশাআল্লাহ। আমার স্বপ্ন হবে যাতে আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ দুনিয়ায় পুনরুজ্জীবন লাভ করতে পারে। আর সেজন্য আমি আমার জান, মাল, সময়, চিন্তা, যোগ্যতা সব ব্যয় করে এই মন-মানসিকতা সকলের মাঝে সৃষ্টি করার জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা চালিয়ে যাব। অন্যান্য লোকদের যে সব পাওনা আমার দায়িত্বে রয়ে গেছে তা নিম্নরূপ–

১. স্ত্রীর মহর

আমার স্ত্রীর মহর ধার্য হয়েছে ... টাকা যা আদায় করার জন্য এখনো আমি পরিপূর্ণভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমার ইন্তিকালের পূর্বে যদি সম্পূর্ণ আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে আমার অন্যান্য ঋণের সাথে গুরুত্ব সহকারে আমার বিধবা স্ত্রীকে তার পাওনা মহর পরিশোধ করে দিবে। এক্ষেত্রে সে তা চাইতে আসুক বা না আসুক।

২. নাবালেগ সন্তানের পাওনা

আমার নাবালেগ সন্তানের পাওনা টাকা যা আত্মীয় স্বজনের পক্ষ থেকে কোন খুশির সময়ে বখশিশ হিসেবে সে পেয়েছিলো অথবা আমি নিজেই বিভিন্ন সময়ে তাকে কিছু কিছু নগদ টাকা দিয়েছি, সে তা খরচ না করে জমা করে রেখেছে, আমার কাছেই জমা দিয়েছে সরংক্ষণের জন্য। অসতর্কতাবশত কিংবা কোন বিশেষ প্রয়োজনের মুহূর্তে অথবা তাড়াহুড়ার সময়ে আমি তা খরচ করে ফেলেছি। তার মোট পরিমাণ ... টাকা। সে টাকার কিছু অংশ আমি পৃথিক করে বাচ্চার মার কাছে দিয়ে রেখেছি। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে আরো যা রাখা সম্ভব হচ্ছে তা আমি আমার অসিয়্যতের খাতায় লিখে রাখছি। আমার ইন্তিকালের পর সে বিশেষ খাতাটি দেখে নিবে এবং ঐ বাচ্চার পাওনা টাকা যে পরিমাণ বাকী থেকে যাবে তা অন্যান্য ঋণের সাথে সমান গুরুত্ব সহকারে তাকে দিয়ে দিবে। কারণ নাবালেগ যদি তার কোন হক মাফও করে দেয় তবে তা মাফ হয় না এবং তারা সন্তুষ্ট হয়ে কাউকে কিছু দিলেও তা তার জন্য ভোগ করা হালাল হয় না। সুতরাং গুরুত্ব সহকারে তাকে তার প্রাপ্য দিয়ে দিতে হবে।

www.maktabatulabrar.com

৩. অন্যান্যদের পাওনা

একটি ব্যবসায়ী লেন-দেনের ক্ষেত্রে জনাব ... সাহেব আমার কাছে টাকা পাওনা আছেন। তার নাম ও বিস্তারিত ঠিকানা নিম্নরূপ ... তার ঠিকানামত গিয়ে বা তার সাথে যোগাযোগ করে তার পাওনা তাকে দিয়ে দিতে হবে। এটাও আমার একটা ঋণ মনে করতে হবে।

৪. অনুরূপভাবে আমার দোকান, ফ্যাক্টরি ইত্যাদির কারবারে অমুক পাটি ... অমুক কোম্পানীর ... অমুকের ... নামে ... টাকা অথবা ... টি বকেয়া কিস্তিতে সর্বমোট ... টাকা আদায় করার কথা আছে। আমার দোকান বা ফ্যাক্টরির কেরানীর কাছ থেকে বিস্তারিত জেনে দোকান থেকে বা আমার ... ব্যাংকের ... নম্বর একাউন্ট থেকে টাকা উত্তোলন করে যথাসম্ভব দ্রুত তা আদায় করে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে আমার কাছে পাওনাদার প্রতিষ্ঠানের তা স্মরণ থাক কিংবা না থাক তাদের পক্ষ থেকে এ পাওনা চাওয়া হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় তা পরিশোধ করে দিতে হবে।

৫. অমুক ব্যক্তি জনাব ... সাহেব আমাদের বাজারে বা এলাকায় ... নামে যার একটি দোকান আছে। আমার সাংসারিক প্রয়োজনে আমি তার কাছ থেকে ... টাকার সওদা বাকী এনেছিলাম। সে আমার কাছে ... টাকা পাওনা আছে। তার সে পাওনা টাকা দ্রুত আদায় করে দিতে হবে।

৬. আমার পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে পাওনা মিরাস থেকে আমার বোনদের অংশ অর্থাৎ, তোমাদের ফুফুদের অংশ তাদেরকে দেয়া হয়নি। অসতর্কতাবশত আমার ... জন বোনের পাওনা মোট ... টাকা আমি নিজেই ব্যবহার করেছি। এখন থেকে আমি তা আদায় করতে শুরু করেছি। আমি যদি সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধ করে যেতে না পারি তবে আমার "অসিয়্যতনামা" নামক হিসাব খাতা দেখে তাদের বাকী পাওনা অবশ্যই পরিশোধ করে দিবে।

হে আমার প্রিয় সন্তানেরা! অমুক ঘরে বা অমুক ফ্যাক্টরিতে অথবা অমুক দোকানে আমাদের বোনদের অর্থাৎ, তোমাদের ফুফুদেরও অংশ আছে। তাও আমি ধীরে ধীরে আদায় করে যাচ্ছি। আমার ইন্তিকালের পূর্বে যদি সবটা আমি আদায় করে দিতে পারি তবে তো ভাল, অন্যথায় যদি কিছু বাকী থেকে যায় তা আমার "অসিয়্যতনামা" নামক খাতাটি

দেখে পরিশোধ করে দিবে। এক্ষেত্রে মোটেও কোন অবহেলা বা অলসতা করবে না।

এতদিন আমার মাঝে একটি ভুল ধারণা বিরাজমান ছিলো। তা হলো আমি বেশ কয়েকবার আমার বোন-ভগ্নিপতি, ভাতিজা-ভাতিজী সকলকে উন্নত মানের হোটেলে দাওয়াত করে খানা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছি, অথবা আমি তাদেরকে হজ্ব করিয়ে দিয়েছে বা ভাগ্নীর বিবাহ দিয়ে দিয়েছি কিংবা ভাগিনাকে চাকুরী দিয়ে দিয়েছি ইত্যাদি। আমি মনে করেছি এর দ্বারা সে আমার কাছে সম্পদের যে অংশ পাওনা ছিলো তা শোধ হয়ে গেছে। কিন্তু আমি এ বিষয়টি উলামায়ে কেরামের কাছে বিস্তারিত বর্ণনা করে জেনেছি যে, এসব দ্বারা সে আমার কাছে মিরাসের যে অংশ পাবে তা আদায় হয়নি বরং সেটা ভিন্নভাবে তাকে দেয়া ফরয। অতএব তোমরা তোমাদের ফুফুদের পাওনা দ্রুত আদায় করে দিবে।

"আর হে আমার প্রিয় সন্তানেরা! দেখ, আমার থেকে এ ভ্রান্তি প্রকাশ পেয়েছে যে, আমি আমার বোনদের পাওনা পরিশোধ করিনি। কিন্তু এ বিষয়টার প্রতি তোমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে যে, আমার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে যেন তোমরা তোমাদের বোনদেরকে বঞ্চিত না করো। বরং যথাযথ হিসাব করে তোমাদের বোনদের পাওনা পুরোপুরি আদায় করে দিবে।

আল-হামদু লিল্লাহ আমি উলামায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে আমার সকল সম্পদ ও মীরাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে এতটা পরিচ্ছন্নতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি যাতে মহান আল্লাহর দরবারে আমি এ আশা পোষণ করতে পারি যে, এ নিয়ে তোমাদের মাঝে আর কোন মতবিরোধ হবে না। আর এজন্য আমি সর্বদা আল্লাহ্ পাকের দরবারে দু'আও করে যাচ্ছি।

৭. আমি সুস্থ সবল ও সঠিক বুদ্ধি বিবেচনা বলবৎ থাকা অবস্থায় ... টাকার একটি বড় ধরনের ঋণ মহল্লায় গরীব দ্বীনী ভাই জনাব ... কে দিয়েছিলাম। যে আমাদের মহল্লায় ... নম্বর বাসায় থাকে। যেহেতু সে গরীব ও অসহায়, একারণে একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির আশায় আমি তার সে পাওনা মাফ করে দিলাম। সুতরাং এখন আমি বা আমার কোন ওয়ারিস তার কাছ থেকে বা তার কোন ওয়ারিসের কাছ থেকে সে টাকা আদায়ের শরীয়তসম্মত কোন অধিকার রাখি না বা আমার পক্ষ থেকে অন্য

www.maktabatulabrar.com

কেউই সে অধিকার রাখে না। আর এ বিসয়টি আমি ঐ ঋণ গ্রহিতাকেও লিখিতভাবে জানিয়ে দিয়েছি যে, আপনার কাছে আমার পাওনা টাকা আমি আপনাকে মাফ করে দিলাম আর সে ক্ষমা করার বক্তব্য সম্বলিত লিখিত কাগজটির একটি কপিও আমি আমার জরুরী কাগজ পত্রের ফাইলে রেখে দিয়েছি। এ ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকেও এইমর্মে অসিয়্যত করে যাচ্ছি যে, যদি কোন গরীব ও দুঃস্থ ব্যক্তিকে তুমি কিছু ঋণ দিয়ে থাকো। আর সে যদি ঐ করয আদায় করতে অসমর্থ হয় এবং তুমি যদি ক্ষমা করে দেয়ার মত ক্ষমতার অধিকারী হও তবে অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দাও কারণ এটি অনেক বড় একটি সওয়াবের কাজ।

প্রিয়নবী (সা.)-এর ইরশাদ হচ্ছে,

"যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্ত অসহায় ব্যক্তিকে করয দিয়ে সুযোগ দিলো কিংবা (সে করযের কিছু অংশ বা পুরোটাই) মাফ করে দিলো, মহান আল্লাহ তাকে কিয়ামত দিবসের বিভিষিকাপূর্ণ অস্থিরতা থেকে মুক্তি দান করবেন"। (মুসলিম শরীফ, হাদীছ নং- ২৭৭০, পৃ. ২৫১)

অনুরূপভাবে অপর এক হাদীছে আছে–

"যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্থকে ঋণ দিয়ে তা আদায়ের জন্য তাকে পর্যাপ্ত সময় দিবে কিংবা তা মাফ করে দিবে, মহান আল্লাহ তাকে কিয়ামে-তর দিন নিজ (আরশের) ছায়া তলে আশ্রয় দান করবেন। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং- ২৭৭১)

এজন্য ওহে আমার প্রিয় ছেলেরা! এ ফযীলত থেকে তোমরা বঞ্চিত থেকো না। যদি তোমাদের কাছ থেকে কেউ করয গ্রহণ করে আর সে যদি তা আদায়ের শক্তি না রাখে অথবা দিলেও যথেষ্ট কষ্ট ও পেরেশানী পোহাতে হবে, তবে তাকে সে ঋণ মাফ করে দিবে এবং এরূপ ভাববে যে, লোকটি তার খেদমত করতে সুযোগ দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছে। আর সে জন্যই আমি এ ফযীলত লাভ করতে সক্ষম হয়েছি।

৮. আমার কাছে জনাব ... সাহেবের আমানতের ... টাকা এবং তার স্ত্রীর সম্পদের দলীলপত্র আমার অফিস কর্মকর্তার নীল রঙ্গের আলমারীর ২নং ড্রয়ারের মধ্যে আছে। এগুলো যে আমানত রেখেছে তার নাম জনাব ... সাহেব এবং তার বিস্তারিত ঠিকানা ... ঠিকানা মত তাকে খোঁজ করে তার আমানত তাকে অবশ্যই ফেরৎ দিয়ে দিতে হবে।

এ ছাড়া আমি পরকালের ব্যাপারে গাফলতী ও অসচেতনতাবশত পুরস্কার পাওয়ার লোভ ও আশায় যে সব প্রাইজবন্ড খরিদ করে রেখেছি-লাম যার কোনটাতে প্রাইজ বা পুরস্কার হিসেবে মোট ... লক্ষ টাকাও পেয়েছি। পুরস্কার প্রাপ্ত সে টাকা আমি অমুক উদ্দেশ্যে অমুক জায়গায় রেখেছি। তোমাদেরে বলে দিচ্ছি, প্রাইজবন্ডের পুরস্কার নামে প্রাপ্ত উক্ত টাকা সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং তা ব্যবহারে আনা কোন মতেই জায়েয নয় এবং ঐ টাকা আমার মীরাছেরও অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় তা আমার ওয়ারিসদের মাঝেও ভাগ করার প্রশ্ন নেই বরং কোনরূপ সওয়াব লাভের আশা করা ছাড়া ঐ অর্থ এমন গরীব মিসকিনদের মাঝে বিতরণ করে দিতে হবে যারা যাকাত লাভের হকদার।

আর যে সব প্রাইজবন্ড এখনো আছে ওগুলো যে মূল্যমানে খরিদ করা হয়েছে ঠিক সে পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে তা ব্যাংকে ফেরৎ দিয়ে দিতে হবে। এ কাজটি অবশ্য আমি নিজেই করে যাওয়ার চেষ্টা করবো তবে যদি আমি করে যেতে না পারি তবে অবশ্যই তোমরা তা করবে। আর তার বদৌলতে কোন লাভ বা পুরস্কার কশ্মিনকালেও গ্রহণ করবে না। কারণ তা সুদ ও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।

৯. আমার নিজের ... টাকা জনাব ... এর কাছে আছে। আমি তার কাছে এ পরিমাণ টাকা পাওনা রয়েছি। তার পূর্ণ ঠিকানা হচ্ছে এই ... । এ ছাড়া অমুকের কাছে আমার ... মাসের ঘর ভাড়া বাবদ ... টাকা পাওনা রয়েছে। যার লিখিত প্রমাণাদিও আমার কাছে সংরক্ষিত আছে তা যথাযথভাবে আদায় করে নিবে।

অনুরূপভাবে ব্যাংক থেকে আমার জমা টাকা উত্তোলনের জন্য কিংবা আরো টাকা জমা রাখার জন্য আমি আমার স্ত্রী অথবা আমার অমুক ছেলে কিংবা অমুক দোস্তের স্বাক্ষর আমার নমিনি/প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। সুতরাং আমার ইন্তিকালের পর ঐ টাকা ব্যাংক থেকে উঠিয়ে তা আমার মীরাসের অন্তর্ভুক্ত করে শরীয়তের বিধান মতে বণ্টন করে দিবে। আমার স্ত্রী বা ছেলের স্বাক্ষর পূর্ব থেকেই আমি এজন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি কারণ এমনটি করা না হলে পরলোকগত ব্যক্তির টাকা ব্যাংক থেকে তুলতে যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এজন্য আবার দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করতে হয়, আদালতে

www.maktabatulabrar.com

ছুটাছুটি করতে হয়, উকীল মোক্তারকে টাকা দিতে হয়, আরো কত কি। সে ক্ষেত্রে এই টাকা স্ত্রী-পুত্রদের কাছ থেকে গোপন রেখে লাভ কি? যে কারণে পরবর্তীতে ওয়ারিসদের সীমাহীন কষ্ট বরদাশত করতে হয়।

আর আমার যে সকল দ্বীনি কিতাব পত্র সংরক্ষিত রয়েছে তা যদি তোমাদের কারো প্রয়োজন না হয় তাহলে সেগুলো অমুক ... মাদ্রাসায় দান করে দিবে। অথবা ছাত্রদের মাঝে বিতরণ করে দিবে। এতে তারা এ কিতাব পড়ে উপকৃত হলে আমার আমলনামায়ও তার কিছু সওয়াব পৌঁছুতে থাকবে। খবরদার এমন যাতে না হয় যে, সেগুলো ঘরে পড়ে থেকেই পুরোনা হয়ে গেলো কিংবা উইপোকা তেলাপোকায় কেটে নষ্ট করে দিলো। এমনটি হলে তো কেউই এর দ্বারা উপকৃত হতে পারলো না।

বিশেষ সতর্ক বাণী

হে আমার প্রিয়জনেরা! স্মরণ রেখ আমার ঘরে বা আমার দোকানে যে সব মাল পত্রের আমি মালিক সেগুলোর কথা আমি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছি এবং তা বিস্তারিত আমি আমার "অসিয়্যতনামা" নামক খাতায় লিখে রেখেছি। সেখানে ছোট বড় সব কিছুর কথাই উল্লেখ করেছি। এ ছাড়া আমার ঘরের খাট পালং, আলমারী, কম্বল, লেপ-তোষক, কার্পেট ইত্যাদি আমার নিজের মালিকানাধীন। এছাড়া তোমাদের মায়ের মালিকানাধীন যে সব জিনিসপত্র রয়েছে তাও বিস্তারিতভাবে লিখে দিয়েছি। সুতরাং ভালভাবে জেনে নাও এবং স্মরণ রাখো যে, তোমাদের মায়ের মালিকানাধীন জিনিসপত্র এবং তোমাদের অন্য ভাই-বোনদের মালিকানাধীন কোন জিনিসকে আমার মিরাসের অন্তর্ভুক্ত করা যাতে না হয়। অনুরূপভাবে আমার মাতা বা অন্য ভাই-বোনদের মালিকানাধীন কোন কিছুকেই আমার মীরাসের অন্তর্ভুক্ত মোটেও মনে করা যাবে না।

এ ছাড়া তোমাদের মাঝে আমি যেসব স্বর্ণালংকার ইত্যাদি দিয়েছি তা সবই তোমাদের মায়ের। আমি তার মালিক নই। সুতরাং আমার ইন্তিকালের পর তা যেন আমার মীরাসের মধ্যে শামিল করা না হয়।

আমার ইচ্ছা হলো, আমার ছোট ছেলে ... এর এবং আমার ছোট মেয়ে ... এর বিবাহ হয়ে যাক এবং তাদের জন্য ভিন্ন ঘর তৈরি হয়ে যাক। একাজ হয়ে যাওয়ার পর যেহেতু আমার সন্তানগণ সাবলম্বী, তাই আমার

এবং তোমাদের মায়ের ইচ্ছা হলো, আমার এঘরের সমস্ত আসবাব পত্র যেমন আলমারী, হাড়ি-পাতিল, শোকেজ, সোফা ইত্যাদি সব ওয়াকফ করে দিবো এই শর্তে যে, আমরা যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন আমরা তা ব্যবহার করবো। অতঃপর আমাদের ইন্তিকালের পর এ সমস্ত ওয়াকফকৃত আসবাবপত্র গরীব মিসকিনদের মাঝে বণ্টন করে দিবে।

আমি মহান আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করছি যে, আল্লাহ পাক আমাকে তোমাদের মত নেককার সন্তানের পিতা বানিয়েছেন। তোমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে দুই ভায়ের তো বিবাহ হয়েছে এবং তোমরা অর্থ সম্পদের দিক থেকেও মাশাআল্লাহ প্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়া তোমাদের যে ছোট এক ভাই ও এক বোন বাকী আছে তাদের বিবাহের জন্য আমি অমুক ব্যাংকের ... নম্বর একাউন্টে এতটাকা জমা রেখেছি। আর অমুক স্থানে এতটাকা জমা রেখেছি। তোমাদের ছোট ভাইয়ের জন্য ঘর তুলতে এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত হতে এ পরিমাণ টাকা রেখেছি। এগুলো ঠিকমত যার যার স্থানে ব্যবহার করবে। এছাড়া বোনদের পাওনাও যথাযথভাবে আদায় করে দিবে। এভাবে সবকিছু করা হলে তোমাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন ঘর হবে এবং চলারও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর তখন তোমাদের মাঝে পরস্পরে আর কোন ঝগড়া বিবাদের আশঙ্কা থাকবে না।

এছাড়া আমি এবং তোমাদের মা যে ঘরে থাকেছে এর জায়গা আমরা আল্লাহর নামে ওয়াকফ করে দিলাম। এটা হয়তো কোন দ্বীনি কাজের জন্য দিয়ে দিয়ে অথবা এখানে মসজিদ কিংবা মাদরাসা করার জন্য ছেড়ে দিবে। তবে শর্ত হচ্ছে, আমি এবং আমার স্ত্রী যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন আমরা এ জায়গাটি আমাদের নিজেদের কাজে ব্যবহার করবো। আমার এবং আমার স্ত্রীর ইন্তিকালের পর এ ঘরটি তোমাদের মীরাসের অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং এখন থেকেই আমরা এটি আল্লাহ পাকের দ্বীনের কাজে ওয়াক্ফ করে দিচ্ছি।

আমার একথা আমি লিখিতভাবে সকলকে জানিয়ে দিয়েছি। এছাড়া সে কাগজের একটি কপি আমি অমুক মসজিদে, অমুক মাদরাসায় কিংবা অমুক তাবলীগী মারকাজে তথাকার দায়িত্বশীলদের হাতে পৌঁছে দিয়েছি। সুতরাং আমাদের ঘরের ঐ জায়গাটি এখন থেকেই ওয়াকফকৃত হয়ে গেছে

www.maktabatulabrar.com

শুধু এতটুকু শর্ত সহকারে যে, আমরা স্বামী-স্ত্রী যতদিন বেঁচে আছি তত দিন এ স্থানটি আমরা আমাদের কাজে ব্যবহার করবো। আমার এ অভিপ্রায় ও কার্যক্রমে আমি দুজন দ্বীনদ্বার লোক (ভাই ... ও ভাই ...) কে স্বাক্ষী বানিয়ে নিয়েছি এবং আমার সকল ছেলে-মেয়েকে লিখিতভাবে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করিয়েছি।

অনুরূপ অমুক দোকান ... , অমুক ফ্যাক্টরি ... এবং অমুক ... প্লট এখন থেকেই আমার জীবদ্দশায় আমি আমার সমস্ত সন্তানদের মাঝে সমান-ভাবে বণ্টন করে দিয়েছি এবং সকলের অংশ তাদের নিজ নিজ মালিকানায় হস্তান্তরও করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং এখন আর সে দোকানে বা সে ফ্যাক্টরিতে আমার কোন মালিকানা অবশিষ্ট নেই। যাকে যা দিয়ে দিয়েছি তা এখন তারই হয়ে গেছে, আর আমি এ বিষয়টি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখেছি যাতে সকলের ভাগ সমান হয়। যাতে দুনিয়ার এই সামান্ন অর্থ-সম্পদ ও টাকা-পয়সার ব্যাপারে ভাগ-বাটোয়ারার বিষয়ে শয়তান তোমাদের পরস্পরের মাঝে কোন ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করতে না পারে। এর পরেও যদি আমার পক্ষ থেকে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গিয়ে থাকে তবে তোমরা আমাকে সে ব্যাপারে ক্ষমা করে দিও।

বি. দ্র. এখানে একটি মাসআলাগত দিক হচ্ছে, কারো জীবদ্দশাতেই এভাবে সম্পদ বণ্টন করে দেয়া যদিও আবশ্যকীয় কোন বিষয় নয় তবুও শর্ত সাপেক্ষে এ পর্যায়ের বণ্টন করা হলে শরীয়তে তার অবকাশ রয়েছে, নিষিদ্ধ নয়।[১]

জরুরী ও শেষ অসিয়্যত

হে আমার প্রিয় সন্তানেরা! প্রিয়নবী (সা.) হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তাঁর আগমনের মধ্য দিয়ে নবী ও রাসূল আগমনের ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তাঁর পর এখন আর কোন নবী বা

১. জীবদ্দশায় সন্তানদেরকে সম্পদ দিয়ে দিতে চাইলে সকল সন্তানকে সমান দেয়া উত্তম। ছেলে আর মেয়ের অংশের মধ্যে যে তফাৎ তা এখানে কার্যকর হবে না। সে তফাৎ মৃত্যুপরবর্তী মীরাছ বণ্টনের বেলায়। এখন তো মীরাছ বণ্টন হচ্ছে না। তাই এখানে সেটা কার্যকর নয়। তাই জীবদ্দশায় সন্তানদেরকে সম্পদ দিয়ে যেতে চাইলে ছেলে মেয়ে সকলকে সমান দিবে। এটাই উত্তম। যদিও মালিক হিসেবে সে চাইলে কমবেশও করতে পারে। –সম্পাদক

রসূল আগমন করবেন না। আর তাই নবী (আ.)গণের সে কাজ পরিচালনা করা আখেরী নবী (সা.)-এর উম্মতের দায়িত্বে অর্পিত রয়েছে। সুতরাং আমাদের দায়িত্ব হলো, আমরা দুনিয়া থেকে কুফর শিরকসহ সকল পাপাচ-ার নিঃশেষ করার জন্য এবং ভাল ও নেক কাজ পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সর্বদা চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো। যাতে আমরা সকলে জান্নাতের উপযোগী হিসেবে গড়ে উঠতে পারি।

প্রিয়নবী (সা.)-এর পর হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) চেষ্টা-মেহ-নত করেছেন। অতঃপর তাবেঈগণ মেহনত করে এভাবে দ্বীন-শরীয়ত আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। যার ফলে আমাদের পূর্ব পুরুষ বাপ-দাদাগণ ইসলাম লাভ করে মুসলমান হয়েছেন। সুতরাং তাদের মেহনতে যেমনিভাবে আমাদের পূর্বপুরুষগণ কুফরী থেকে বের হয়ে এসেছেন এবং তারা মুসলমান হতে পেরেছেন অনুরূপভাবে আমাদেরও এজন্য চেষ্টা-মেহনত অব্যাহত রাখা দরকার যাতে এখনো যারা দ্বীনের আলো পায়নি বরং কুফরীর মাঝেই নিমজ্জিত রয়েছে তারা যাতে ইসলাে-মর মত মূল্যবান দৌলত লাভ করে ধন্য ও সৌভাগ্যশালী হতে পারে। আর যারা মুসলমান আছে তারাও যাতে পরিপূর্ণভাবে সঠিক ও সাচ্ছা মুসলমান হতে পারে এবং যাতে সারা বিশ্বের মুসলমানগণ তাদের নবী (সা.)-এর সাচ্ছা আশেক ও প্রেমিক হতে পারে এবং নবীজী (সা.) কর্তৃক আনিত দ্বীনের নির্ভেজাল খাদেম হয়ে যেতে পারে এবং যাতে দ্বীন ইসলামের পয়গামকে সারা বিশ্বের পৌঁছে দেয়ার জন্য এক এক জন খাঁটি দাঈ ও প্রচারক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

ওহে মুসলমান ভায়েরা! আপনারা প্রথমে নিজেদের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগতি লাভ করুন। অতঃপর নিজেদের অন্তরে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের স্পৃহা ও যোগ্যতা এবং অগ্রহ ও উদ্বীপনা সৃষ্টি করুন। সকল মুসলিম নারী-পুরুষ, হোক সে কোন ব্যবসায়ী কিংবা শ্রমিক, হোক সে ধনী কিংবা গরীব, হোক সে কোন নেতা কিংবা অনুসারী– প্রত্যেকের মনে এই আগ্রহ এই স্পৃহা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণ দ্বীন যাতে গোটা পৃথিবীতে জিন্দা হয়ে যেতে পারে সে জন্য গোটা উম্মতের মুসলিমকে চেষ্টা-ফিকির চালিয়ে যেতে হবে এবং প্রত্যেককে নিজ নিজ সাধ্যমত অর্থ শ্রম ও সময় এখানে ব্যয় করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

www.maktabatulabrar.com

আমি নিজে এ মেহনতের পিছনে নিজের সময়, নিজের শ্রম ও নিজের যোগ্যতা ও সামর্থ খুব কমই খরচ করতে পেরেছি, আমার মূলবান জীবনের ... টি বৎসর পার হয়ে গেছে কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে, আমি এ পথে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই করতে সক্ষম হয়নি। মহান আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন, আমীন!

তবে এখন থেকে বাকী জীবনে আমার দৃঢ় সংকল্প হলো, প্রিয়নবী (সা.) কর্তৃক আনিত দ্বীনকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা ও মেহনত চালিয়ে যাবো। এজন্য আমি জান, মাল খরচ করবো এবং আমার মেধা, যোগ্যতা অভিজ্ঞতা ব্যয় করবো। তবে তোমাদের প্রতিও আমার অসিয়্যত হচ্ছে, তোমরাও এ কাজে চুড়ান্ত চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকবে। গোটা বিশ্বে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রয়োজনে দূর-দূরান্তে সফর করবে। দুনিয়ার বিভিন্ন কার্যক্রমে যাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ, উঠা-বসা করার প্রয়োজন হয় তার মধ্য দিয়েই তাদেরকে সহীহ দ্বীন বুঝার এবং দ্বীনের জন্য চেষ্টা মেহনতকারী হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে, দাওয়াত দিবে, ইসলমের জন্য নিজের সকল কিছু কুরবান করার মন-মানসিকতা যাতে তাদের মাঝে তৈরী হতে পারে সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

অনেক ক্ষেত্রে দুনিয়ার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও প্রয়োজনে অমুসলিম লোকদের সাথেও উঠা-বাসা করতে হয়। তাদেরকে বিভিন্ন হেকমত ও কৌশলে সুন্নাত তরীকা অনুসরণ করে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করবে এবং দু'আ ও দাওয়াতের মাধ্যমে চেষ্টা করতে থাকবে যাতে তোমরা তাদের ইসলামে দিক্ষিত হওয়ার কারণ হতে পারো। তাহলে নবী (আ.)গণ যেভাবে লোকদেরকে কুফর ও শিরক থেকে পবিত্র করে তাওহীদের পতাকাতলে শামিল করেছেন সে সৌভাগ্যে তোমরাও সৌভাগ্যশালী হতে পারবে। আর নিজেদের ব্যাপারে কখনো গাফেল হয়ে যাবে না, সর্বদা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনের প্রতি যত্নবান থাকবে। মহান আল্লাহ তোমাদেরকে সর্বাবস্থায় সার্বিক সহায়তা দান করুন। আমীন!

হে আমার প্রিয় পুত্র ও কন্যাগণ! বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আমি তোমাদেরকে পবিত্র কুরআনের হাফেয, দ্বীনের আলেম হিসেবে গড়ে তুলতে পারিনি কিন্তু তোমরা যেন ভুল করো না বরং তোমরা তোমাদের

পুত্র-কন্যাদেরকে কুরআনের হাফেয, দ্বীনের আলেম, মুফতী, দাঈ করে গড়ে তুলবে। এ উসীলাতে আমাদের সকলের এবং আমাদের বংশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দুনিয়া ও আখিরাতে যথেষ্ট ফায়দা ও উপকার হবে। আমরা আমাদের মুরব্বীদের কাছে শুনেছি, এক ব্যক্তির এমন একটি ঘটনা আছে যে সে অনেক গুনাহগার ছিলো। মরার সময় সে নিজের বিবিকে অসিয়্যত করে গেছে যে, আমার এ ছোট ছেলেটিকে তুমি হাফেযে কুরআন বানাবে। বিবি তার অসিয়্যত মুতাবিক তার সন্তানকে মাদরাসায় ভর্তি করে দিয়েছে। ছেলে যখন মাদরাসায় গিয়ে "বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম" পড়েছে তখনই মহান আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এই ব্যক্তির উপর থেকে কবরের আযাব উঠিয়ে দাও এবং সর্বরকম কষ্ট ও কঠোরতা দূর করে দাও।

এ নির্দেশ পেয়ে ফেরেশতাগণ জানার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া আল্লাহ! এই ব্যক্তির প্রতি আপনার এরূপ দয়া অনুগ্রহ করার কারণ কি? তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে জবাব এলো, এ লোকের ছেলে যখন মাদরাসায় গিয়ে "বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম" পড়েছে, যার অর্থ হলো "আমি শুরু করছি ঐ আল্লাহ পাকের নামে, যিনি সীমাহীন অনুগ্রহশীল এবং অত্যন্ত দয়ালু" তখন আমার রহমতের দরিয়ায় ঢেউ উঠে গেছে। আমি দেখলাম তার সন্তান আমার দয়া ও রহমতকে স্বরণ করছে। যার সন্তান আমার রহমতের কথা স্মরণ করছে তাকে আমি শাস্তি দেই কীভাবে?

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ পাকের রহমত এ ভাবেই বিভিন্ন অসীলা ধরে বান্দার কাছে আসতে চায় এবং বান্দাকে তার অতীত কর্মকাণ্ডের শাস্তি থেকে নাজাত ও মুক্তি দান করে।

মহিলাগণ অসিয়্যতের সময় যে বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে

সর্বপ্রথম নিকৃষ্টতম প্রকাশ্য গুনাহসমূহ হতে তওবার ঘোষণা দিবে। উদাহরণ স্বরূপ এভাবে ঘোষণা দিবে যে, আমি এ যাবৎ পর্দার ক্ষেত্রে অনেক অলসতা করেছি। এখন থেকে আমি এ মর্মে তওবা করছি যে, পর্দার বিধানের ক্ষেত্রে আমি আর কোন অলসতা বা গাফলতী করবো না। নিজের শরীরের কোন অংশ কোন না-মাহরাম পুরুষের সামনে খুলতে

www.maktabatulabrar.com

দিবো না। বিশেষভাবে আমার দেবর .... আমার চাকর নওকরসহ সকলের সাথেই পূর্ণাঙ্গ পর্দা রক্ষা করে চলবো। একান্ত প্রয়োজন না হলে ঘর থেকে বের হবো না। আর বিশেষ প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে যখন বের হতে হবে তখন পরিপূর্ণ পর্দা রক্ষা করে চলবো। সুতরাং তোমরাও আমার জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা চাইবে আর আমিও আমার অতীত দিনের গুনাহ-সমূহের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

কখনো যদি আমার দ্বারা এধরনের ত্রুটিও প্রকাশ পেয়েছে যে, আমার মাসিক শেষ হওয়ার পরেও আমি গোসল করতে বিলম্ব করে ফেলেছি। করছি করছি করেও অলসতা করার কারণে দু'এক ওয়াক্ত নামায ক্বাযা হয়ে গেছে। আনুমানিক ... ওয়াক্ত নামায এভাবে ছুটে গেছে। আমি এখন থেকে তওবা করে নিয়ে অতীতের ছুটে যাওয়া নামাযের ক্বাযা আদায় করে যাচ্ছি। যা আদায় করা হচ্ছে তা আমি আমার অসিয়্যতের খাতায় লিখে রাখছি, যে পরিমাণ আদায় করা হয় তা অসিয়্যে-তর খাতা থেকে দেখে যা বাকী থাকবে আমার মাল থেকে তোমরা তার ফিদয়া আদায় করে দিবে।

আমার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি বিশেষ অসিয়্যত হলো মাসিকের দিনগুলো শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই গোসল করে নামায পড়া শুরু করে দিবে। পবিত্রতা লক্ষ্য করার পর এক ওয়াক্ত নামাযও ক্বাযা করা জায়েয হবে না।

অনুরূপভাবে এ মাসআলাহও স্মরণ রাখবে যে, বাচ্চা প্রসব করার পর যেদিন থেকে, যে সময় থেকে মহিলাগণ শরীয়তের বিধানমতে পবিত্র হয়ে যায়, সাথে সাথে গোসল করে সে ওয়াক্ত থেকেই নামায পড়তে শুরু করবে। চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করবে না। কোন কোন মহিলা শরীয়তের রায়মতে পবিত্র হয়ে যাওয়ার পরেও চল্লিশ দিন পর্যন্ত ইচ্ছাকৃতভাবে নামায বর্জন করে চলে। অথচ চল্লিশ দিনের যে সময় সীমার কথা কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে তা হচ্ছে সর্বোচ্চ সময়। অর্থাৎ বাচ্চা প্রসব করার পর নাপাক থাকার সময়সীমা কোন মহিলার ক্ষেত্রেই চল্লিশ দিনের অধিক হবে না। তবে এর জন্য যদিও সর্বনিম্ন কোন সময় নির্ধারিত নেই কিন্তু তা চল্লিশ দিনের কম তো অবশ্যই হতে পারে। এক্ষেত্রে এক

ঘন্টা কিংবা একদিন অথবা দশদিন বিশদিন বা আরো কম বেশি হতে পারে। (রদ্দুল মুহতার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৯)

তবে একথাও জেনে রাখতে হবে যে, কারো জন্য যদি গোসল ক্ষতিকর হয় তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হলো সে তাইয়াম্মুম করে নামায পড়া শুরু করে দিবে, খেয়াল রাখবে যাতে কশ্মিনকালেও কোন এক ওয়াক্ত নামায কাযা হতে না পারে। (বেহেশতী জেওর, পৃ. ৬২)

এসব মাসআলাহ ভালভাবে জানার জন্য এবং স্মরণ থাকার জন্য সর্বদা হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. রচিত 'বেহেশতী জেওর' বা হযরত মাওলানা হেমায়েত উদ্দীন রচিত 'ফিকহুন নিসা' কিতাবটি পড়ার মধ্যে রাখবে। আর নিজের সন্তানদেরকেও প্রথম থেকেই এ মাসআলাহগুলো শিখিয়ে দিবে। এক্ষেত্রে কোন মাসআলাহ বুঝে না আসলে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বামীর কাছ থেকে কিংবা স্বামীর মাধ্যমে অভিজ্ঞ মুফতী সাহেবদের কারো কাছে নিজের অবস্থা ব্যক্ত করে মাসআলাহ জেনে নিবে।

অধিকাংশ মহিলাই নিজের অলংকারের যাকাত দেয় না। তার মধ্যে কতক তো এমন যারা তাদের উপর যে যাকাত ফরয তাও মনে করে না। অথচ সে শরীয়তের রায়মতে পুরোপুরিভাবে যাকাতের নেসাবের মালিক। অনুরূপ অনেক মহিলা তাদের উপর ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও ঈদুল আযহার কুরবানী করে না। আর সকল ওয়াজিবসমূহ আমার পক্ষ থেকে আমার স্বামীই আদায় করে দিবে এমনটি মনে করে বসে থাকে এবং এও মনে করে যে, এসবই স্বামীর উপর ওয়াজিব। আসলে কিন্তু তা নয়। তবে এরপরেও যদি স্বামী নিজ স্ত্রীর পক্ষ থেকে যাকাত কিংবা কুরবানী আদায় করে দেয় তবে সেটা তার সদাচরণ এবং ভদ্রতা ও অনুগ্রহ। কিন্তু যদি স্বামী তা না দেয় তবে সে জন্য তাকে আল্লাহ পাকের দরবারে কোন জবাবদিহি করতে হবে না। বরং স্ত্রীর যাকাতের জন্য তাকেই মহান আল্লাহ দরবারে অপরাধী হতে হবে, তার কুরবানীর জন্য তাকেই মহান আল্লাহ পাকের প্রশ্নের মুখোমুখী হতে হবে। স্বামীর জন্য শুধু তার নিজের মালিকানাধীন মালের যাকাত এবং তার নিজের কুরবানীই ওয়াজিব হবে।

সুতরাং প্রত্যেক মহিলার তার সম্পদের কারণে যে ব শরীয়তের বিধান তার প্রতি আরোপিত হয় সেসবের প্রতি অবশ্যই যত্ন নিতে হবে।

www.maktabatulabrar.com

সাথে সাথে অতিরিক্ত ফযীলত ও সওয়াব লাভের জন্য তারা এ ধরনের অসিয়্যতও করতে পারে যে,

"আমার কাছে যত অলংকার আছে তার সবটার মালিক আমি নিজে। শশুর বাড়ীর পক্ষ থেকে আমি যে সব অলংকার পেয়েছি তা আমার স্বামী আমাকে "হেবা" বা হাদিয়া হিসেবে দিয়েছেন বিধায় তারও মালিক আমিই। আমার সেসব অলংকার থেকে এক তৃতীয়াংশ আল্লাহর রাহে তার দ্বীন প্রচার প্রসারে লিপ্ত নারী পুরুষদের পিছনে খরচ করে দিবে।"

ঘরের একটি সাধারণ বস্তু থেকে শুরু করে মূল্যবান বস্তু পর্যন্ত যেগুলোর মালিক আমি সেগুলোর কথা বিস্তারিতভাবে আমি আমার অসিয়্যতের খাতায় লিখে দিয়েছে। সেসব কিছুকেই আমার মীরাস হিসেবে গণ্য করবে। যেমন খাট, আলমারী, চেয়ার, লেপ, তোষক, কম্বল, ফ্রিজ ইত্যাদি। এর মধ্যে কোনটি আমি আমার পিতার পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে পেয়েছি, আবার কোনটা আমার স্বামী ক্রয় করে আমাকে হাদিয়া হিসেবে দিয়েছেন। সুতরাং এসব জিনিসই আমার মালিকানাধীন। অতএব এসবই আমার মীরাস হিসেবে পরিগণিত হবে। তবে আমার স্বামীর কক্ষের যে খাটটি অথবা যে আলমারী কিংবা যে ফ্রিজ বা ওয়াশিং মেশিন রয়েছে ওসব যদিও আমার কিন্তু আমি কোনরূপ জোর-জবরদস্তী ছাড়াই আমার সুস্থতার অবস্থায় এবং আমার অনুভব শক্তি সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকাকালীন আমার স্বামীকে আমি হাদিয়া করে দিয়েছি। সেমতে এখন ঐ জিনিসগুলোর মালিক আমি নই বরং ওগুলোর মালিক এখন আমার স্বামী। অতএব ওগুলো আর এখন আমার মীরাস হিসেবে পরিগণিত হবে না। এসব জিনিস স্বামীকে হাদিয়া দেয়ার বিষয়টি আমার স্বামীও জানেন এবং আমি সেগুলো তার হাতেও হস্তান্তর করে দিয়েছি।

অনুরূপ আমার কক্ষে রাখা আলমারীর মধ্যে ... রং এর একটি কৌটায় যে অলংকার রাখা আছে সেগুলো আমার কন্যা ... এর। এগুলো তার বাচ্চার জন্মের পর খুশি হয়ে আমি তাকে হাদিয়া হিসেবে দিয়েছি এবং তার হাতে হস্তান্তর করে তাকে পূর্ণাঙ্গ মালিকও বানিয়ে দিয়েছি। এখন ঐ অলংকার লো আমার কাছে শুধু আমানত হিসেবেই রয়েছে। ওগুলো আমার মীরাসের মধ্যে শামিল হবে না। ওগুলো আমার উক্ত মেয়ের।

নেককার শাশুড়ীর অসিয়্যত পুত্রবধুদের প্রতি

হে আমার আদরের কন্যারা! শুনে রাখো– একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা তোমাদেরকে বলছি। তা হলো– আমি আমার পুত্রবধূদের বিয়ের সময় যেসব অলংকার তাদেরকে দিয়েছি সেগুলোর মালিক তারাই। যাকে যে অলংকার দেয়া হয়েছে সেই সেটার মালিক। তাদেরকে ওগুলো সাময়িক ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়নি বরং তাদেরকে মালিক বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

কোন কোন পরিবারে এ বিষয়টি পরিষ্কার থাকে না যে, পুত্রবধুদেরকে যে অলংকার দেয়া হয়েছে তাকি সাময়িকভাবে তাকে ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়েছে নাকি মালিক বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয়ে থাকে যে, সাময়িকভাবে অন্য কারো অলংকার পরিয়ে পুত্রবধু বাড়ীতে তুলে আনা হয়। সে অলংকারগুলো ঐ বধুকে মালিক বানিয়ে দেয়া হয় না। এজন্য এ বিষয়টিও পরিস্কার থাকা দরকার। তা না হলে প্রধানত তিনটি সমস্যার সৃষ্টি হয়–

১. প্রথম মসস্যা হবে এই যে, এসব অলংকারের যাকাত কার উপর ফরয হবে? পুত্রবধুর উপর নাকি তার স্বামীর উপর, না স্বামীর পিতা-মাতার উপর, নাকি অন্য কারো উপর?

২. আল্লাহ না করুন যদি কখনো স্বামী-স্ত্রী মাঝে বিচ্ছেদের প্রসঙ্গ সামনে আসে তখন এ সব অলংকার বড় ধরনের ঝগড়া-ফাসাদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ উভয় পক্ষই সেগুলো নিজের বলে দাবী করতে থাকবে।

৩. পুত্র কিংবা পুত্রবধুর ইন্তিকালে পর এসব জিনিস মীরাস হিসেবে বণ্টনের সময় তা বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি করবে। এমনকি কখনো বড় ধরনের ঝগড়া ঝাটিরও কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ এগুলোর আসল মালিক কে তা অস্পষ্টই রয়ে গেছে বিধায় মেয়ে পক্ষের লোকেরা এগুলো নিজেদের কন্যা ও নাতী-নাতনীদের হক মনে করে তা নিয়ে যেতে চাইবে। পক্ষান্তরে ছেলে পক্ষের লোকেরা এগুলোকে তাদের ছেলের জিনিস মনে করে তাদের অধীনে নিয়ে যেতে চাইবে।

সুতরাং তোমরা যখন বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর শশুরালয়ে যাবে তখন এ বিষয়গুলো পরিস্কার করে দিবে এবং পরবর্তীতে যখন তোমার ছেলে

www.maktabatulabrar.com

মেয়ের মা হয়ে কিংবা পুত্র বধুর শাশুড়ী হবে তখনও তাদেরকে এ পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য উপদেশ দিবে এবং অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বুঝিয়ে বলে দিবে যে, সকলেই যাতে অত্যন্ত আদব ও ভদ্রতার সাথে নিজ স্বামীর কাছে একথা জিজ্ঞাসা করে নেয় যে, আপনি যে অলংকার আমাকে দিয়েছেন তা কি আমাকে মালিক বানিয়ে দিয়েছেন? নাকি সাময়িকভাবে আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন?

সাথে একথাও বলে দেয়া দরকার যে, অলংকারের মালিক হওয়া আর না হওয়া সম্পর্কে যে প্রশ্ন আমি আপনাকে করছি তা দুনিয়ার সাজ-সজ্জার কিংবা অলংকারাদির প্রতি আমার লোভ থাকার কারণে করছি না বরং একটি দ্বীনি ও পরকালীন প্রয়োজনেই বিষয়টি আমার জানা থাকা দরকার। কেননা যদি এসব অলংকারাদির মালিক আমি হই তবে সে ভিত্তিতে আমার উপর যাকাত, কুরবানী, ফিৎরা, হজ্জ ইত্যাদি ফরয কিংবা ওয়াজিব হবে যদি অন্যান্য শর্তসমূহ পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে আমাকে সেগুলো আদায় করতে হবে। এছাড়া আমার ইন্তিকালের পর আমার মীরাস বণ্টনের ক্ষেত্রেও এ জিনিসগুলো আমার হলে তা আমার মীরাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমার ওয়ারিসদের মাঝে বণ্টিত হবে। আর আমার মালিকানাধীন না হলে তা আমার মীরাসের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তাই বিষয়টি পরিস্কার না হলে বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে।

হে আমার আদরের মেয়েরা! শুনে রাখো। অধিকাংশ মহিলাদের স্বভাব হলো তারা অন্যান্য মহিলাদেরকে কিংবা আত্মীয়-স্বজনকে এবং নিজের অধীনস্থদেরকে গাল-মন্দ করে থাকে এবং অভিশম্পাত করে, বদ দুআ করে, গীবত-শেকায়েত করে। এ সবই হারাম ও না-জায়েয। এ জাতীয় কাজে যারা লিপ্ত তাদের উচিৎ তাওবা করে নেয়া এবং যাদের সাথে এ জাতীয় আচরণ করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। অন্যথায় একারণে নিজের কষ্টার্জিত নেক আমল পরকালে ঐ সব লোককে দিয়ে দিতে হবে।

যেসব মহিলা বধু থাকা অবস্থায় নিজের শাশুড়ীকে সম্মান করেনি, মায়ের মত মর্যাদা দেয়নি, তাদের মনে কষ্ট দিয়েছে, তাদের গীবত-শেকায়েত করেছে এবং তাদের সাধারণ পর্যায়ের ছোট খাঁটো বিচ্যুতিকে রং চড়িয়ে গুরুতরভাবে পেশ করেছে অন্যদের সামনে তা বর্ণনা

করে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে, বিভিন্ন অপবাদ দিয়েছে, মিথ্যা আরোপ করেছে, দোষ চর্চা করে তাদেরকে অপমানিত করেছে। এ ধরনের বধুদের উচিৎ ঐ শাশুড়ীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। তারা যদি দুনিয়া থেকে চলে গিয়ে থাকে তবে তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকবে এবং সর্বদা দু'আ করতে থাকবে, তার কন্যাদের সাথে এবং নিজের স্বামীর সাথে সদাচরণ করে তাদের নেক দু'আ লাভ করতে সচেষ্ট থাকবে।

আর যেসব মহিলা শাশুড়ী হয়েছে তারা যদি পরের ঘর থেকে তার পুত্রবধু হয়ে আসা মেয়েদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে, অন্যায়ভাবে তাদেরকে কষ্ট দিয়েছে তাদের কোন ভাল স্বভাব ও ভাল কাজের কোন মূল্যায়ন করেনি, অহেতুক তার বিরুদ্ধে নিজের ছেলেকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে, ছেলের দ্বারা ছেলের বউকে কষ্ট দিয়েছে কিংবা ঐ মেয়ে তার পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হাদিয়া স্বরূপ যা পেয়েছিলো অন্যায়ভাবে সেসব জিনিসের উপর কর্তৃত্ব করেছে, সেগুলো ব্যবহার করেছে বা বিক্রি করে দিয়েছে– এ ধরনের শাশুড়ীদের জন্য আবশ্যকীয় হলো, তার সে মযলূম পুত্রবধুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়া, তাকে যে কষ্ট দেয়া হয়েছে সেসবের জন্য অনুতপ্ততা প্রকাশ করে সে ব্যাপারে আপোষ রফা করে নেয়া এবং নিজের ত্রুটির কথা স্বীকার করে ভবিষ্যতে আর এ ধরনের আচরণ না করার কথা জানিয়া দেয়া এবং তাদের কাছে দু'আর জন্য দরখাস্ত করা।

এ ছাড়া অন্যায়ভাবে তার মালিকানাধীন যে পরিমাণ সম্পদ ব্যয় বিক্রি কিংবা নষ্ট করা হয়েছে, যেমন তার কোন জিনিস যদি নিজের মেয়েকে দিয়ে দেয়া হয়ে থাকে অথবা যদি অন্য কোন ছেলের বিয়েতে সে নতুন পুত্রবধুকে দেয়া হয়ে থাকে কিংবা তার কোন বরতন বা কোন আসবাব যদি তার সন্তুষ্টিবিহীন অবস্থায় নিজে ব্যবহার করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে, তবে এখন সে জন্য তার ক্ষতিপূরণও দিয়ে দিবে এবং অন্যান্যদের কাছে সুনাম ও গুণাগুণ বর্ণনা করে তার মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করবে।

অনুরূপভাবে যেসব দাসী-চাকরানীর সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে, তাদের প্রতি জুলুম-অবিচার করা হয়েছে, যেমন কোন ক্ষেত্রে তাদের অপরাধের চাইতে যদি বেশি শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে কিংবা তাদেরকে অপদস্ত অপমানিত করে যদি তাদের মনে দুঃখ দেয়া হয়ে থাকে, অথবা

www.maktabatulabrar.com

যদি এমন হয়ে থাকে যে তাদেরকে খুব বেশি খাটানো হয়েছে অথচ বেতন দেয়া হয়েছে কম, তাহলে তাদের কাছেও সে জন্য ক্ষমা চেয়ে নিবে। তাদেরকে যে পরিমাণ কষ্ট দেয়া হয়েছে তার চাইতে বেশি পরিমাণে তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইহসান করে তাদের খুশি করার চেষ্টা করবে।

কোন কোন শাশুড়ী এমনও আছে যারা পুত্রবধুদের কোন খেদমতকে খেদমত বলে স্বীকৃতি দিতেই রাযী নয়। এরূপ শাশুড়ীদের আল্লাহ পাক হেদায়েত দান করুন। বধু যদি বাবুর্চি খানায় (পাক ঘরে) থালা-বাটি পরিস্কার করতে থাকে কিংবা অন্য কোন কাজে মশগুল থাকে ঠিক ঐ সময়ই যদি কয়েকজন মহিলা মেহমান বাড়ীতে আসে আর তারা যদি জিজ্ঞাসা করে যে জোলায়খা কোথায়? এ প্রশ্ন করার পরই যদি তারা এটা আঁচ করতে পারে যে, সে বাবুর্চিখানায় থালা-বাটি ধোয়ার কাজে ব্যস্ত আছে তবে উপরে বর্ণিত স্বভাবের শাশুরীরা তার বিবরণ দেয় এ ভাবে–

"আরে জোলায়খার কথা আর কি বলবো কাজ-কর্মতো সে বুঝেও না, আর করেও না একদম অলস। এতক্ষণ বসে বসে গল্পের বই পড়ায় লিপ্ত ছিলো আর টেলিফোনে সখি-শখাদের সাথে রংরশের আলাপে মত্ত ছিলো, এই আপনারা এসেছেন টের পেয়ে খামাখা বাবুর্চিখানায় গিয়ে ধোয়া থালা-বাটিগুলো নাড়াচাড়া করে আপনাদের দেখাচ্ছে যে, সে খুব কাজ করে। আসলে সে কাজ করে ছাই"।

অনুরূপভাবে পুত্রবধু যদি নিজের মাকে বা বোনকে একটু ফোন করে তবে এধরনের নোংরা মনের শাশুড়ীরা বলতে থাকে "তোমার কারণেই প্রতি মাসে বেশি বেশি বিল আসে, সস্তা টেলিফোন পেয়ে শুধু মা আর বোনের সাথে ঘ্যানর ঘ্যানর করতেই থাকে।" আসলে দেখা যাবে বেচারী হয়তো সপ্তাহে এক দুই বারের বেশি ফোন করে না।

আবার দেখা গেলো, নিজের ছোট বাচ্চাকে গোসল করানোর জন্য একটু পানি গরম করতে চুলাটা জ্বালিয়ে রাখলো ওমনি শুরু হলো বদ মেজাযী শাশুড়ীর খ্যাট খ্যাটানী। এসব ঝগড়া ঝাটি আর ফিৎনা ফাসাদ থেকে মুক্ত থাকার একটি সহজ উপায় হলো, কোন ছেলেকে বিবাহ করানোর সাথে সাথেই পিতা-মাতা তার জন্য ভিন্ন বাসগৃহসহ সকল ব্যবস্থাপনা পৃথক করে দিবে। বউ-শাশুড়ী, ভাবী-ননদ এদেরকে একই সাথে থাকতে দেয়ার মত ভুল কেউ করবে না। প্রয়োজনে ঘর ভাড়া নিয়ে

হলেও পৃথক থাকার ব্যবস্থা অবশ্যই করবে। বিবাহ-শাদীতে যে বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা হয় অহেতুক এ অপচয় না করে সে টাকা বাঁচিয়ে রেখে বিবাহের পর ছেলে আর ছেলেবউকে পৃথক একটি ঘর ভাড়া করে থাকতে দিলে ঐ টাকা দিয়েই অন্তত দুই/তিন বৎসরের ঘর ভাড়া হয়ে যেতে পারে।

তবে কোন শাশুড়ী যদি এমন হয় যে, সে শারীরিক দিক থেকে অক্ষম বা অপারগ মা'যূর, সে কারণে তার যদি নিজের ছেলে এবং ছেলে বউয়ের খেদমত নেয়ার প্রয়োজন হয় তবে সেক্ষেত্রে নিজের কাছাকাছি কোন ঘরে থাকার ব্যবস্থা করা যায় কিন্তু পৃথক অবশ্যই করে দিতে হবে। অথবা একই বাড়ীতে থাকা হলেও পুত্রবধুর পাকঘর পৃথক করে দিবে। কারণ অধিকাংশ পরিবারে এ চুলা আর পাক ঘরই ঝগড়ার আগুন প্রজ্জলিত করে থাকে এবং দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের জন্য অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একারণে এই চুলা ও পাকঘর অবশ্যই পৃথক রাখবে।

এভাবেই মহিলাগণ পরস্পরে যদি কারো সাথে অবিচার বা জুলুম করে থাকে তাদের মাঝে যে ধরনের সম্পর্কেই থাক না কেন, একে অপরের কাছ থেকে অবশ্যই ক্ষমা চেয়ে নিবে। এতে কোন শরম বা সংকোচ করবে না।

নেককার স্বামীর অসিয়্যত নিজ স্ত্রীর প্রতি

খ্যাতনামা বীর যোদ্ধা গাজী আনোয়ার পাশা তুর্কী ঐ সকল সম্মানিত মুজাহিদদের একজন যারা নিজের পূর্ণ জীবন ইসলামী অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য ইসলাম ও মুসলমানদের স্বপক্ষে প্রাণপনে জিহাদ চালিয়ে গেছেন এবং পরিশেষে রুশ ভল্লুকদের সাথে লড়াইরত অবস্থায় শাহাদতের অমীয় সুধা পান করেন।

তিনি তার শাহাদাত বরণের মাত্র একদিন পূর্বে নিজ স্ত্রী শাহজাদী বাখিয়া সুলতানার বরাবরে একটি চিঠি প্রেরণ করেছিলেন। যে চিঠিটি তিনি তুর্কী সংবাদ পত্র সমূহে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে অনুবাদিত হয়ে ১৯২৩ ঈসায়ী সনের ২২ শে এপ্রিল হিন্দুস্তানের পত্র পত্রিকায় চিঠিটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। সে পত্রটি এতটাই হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষণীয় যা প্রত্যেক নওজোয়ানের জন্য অবশ্যই পাঠ করা দরকার। নিম্নে আমরা সে পত্রটির

www.maktabatulabrar.com

হুবহু বাংলা অনুবাদ সম্মানিত পাঠকবর্গের খেদমতে পেশ করছি–

"আমার প্রিয়তমা জীবন সঙ্গীনী!

আমার হৃদয়-রাণী আদরের বাখিয়া!!

মহান প্রভূ আল্লাহ পাকই তোমাদের মুহাফিয। তোমার সর্বশেষ পাঠানো পত্রটি এখন আমার সামনে খোলা আছে। তুমি বিশ্বাস রেখো তোমার এ চিঠিটি সর্বদাই আমার সিনার সাথে লাগানো থাকবে। তোমার চেহারা তো আর দেখতে পাচ্ছি না, তবে তোমার চিঠির প্রতিটি লাইনে, প্রতিটি হরফে তোমার আঙ্গুগুলোর নড়া চড়া করার দৃশ্য আমি দেখতে পাচ্ছি। যে আঙ্গুলগুলো কোন এক সময় আমার মাথায় চুল নিয়ে খেলা করতো। আমার তাঁবুর অস্পষ্ট আলোর মাঝে কখনো কখনো তোমার মুখচ্ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

আহ! তুমি লিখেছো যে, আমি নাকি তোমাকে ভুলে গেছি আর তোমার ভালবাসার কোন পরওয়া আমি করিনি। তুমি বলেছো, আমি তোমার ভালবাসাপূর্ণ হৃদয়কে ভেংগে চুরমার করে দিয়ে দূর দূরান্তের এক অঞ্চলে আগুন আর খুন নিয়ে খেলা করছি। আমি নাকি একটু লক্ষ্যও করিনি যে, একজন মহিলা আমার বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় রাতভর জেগে জেগে আকাশের তারা গুনছে। তুমি আরো লিখেছো, আমার ভালবাসা নাকি যুদ্ধের সাথে, আর তলোয়ারের সাথেই নাকি আমার প্রেম।

কিন্তু এসব কথা লেখার সময় তুমি একথা মোটেও ভাবনি যে, তোমার এ কথাগুলো, যা আমার প্রতি তোমার নির্ভেজাল ভালবাসাই তোমাকে লিখতে বাধ্য করেছে, আমার হৃদয়কে কীভাবে খুন করতে পারে। একথা আমি তোমাকে কীভাবে বিশ্বাস করাবো যে, এই দুনিয়ার আমার কাছে তোমার চাইতে অধিক প্রিয় আর কেউ নেই। আমার সকল ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দু একমাত্র তুমিই। আমি কোনদিন কাউকে ভালবাসিনি, তুমিই একমাত্র নারী যে আমার কাছ থেকে আমার অন্তর ছিনিয়ে নিয়েছে।

এরপরও আমি তোমার কাছ থেকে দূরে কেন? হে আমার হৃদয়ের প্রশান্তি! তুমি এ প্রশ্ন আমাকে ঠিকই করতে পারো।

শোন! আমি তোমার কাছ থেকে এজন্য পৃথক হয়ে দূরে থাকিনি যে, আমি অনেক ধন-সম্পদ উপার্জন করবো। এ কারণেও আমি তোমা হতে

বিচ্ছিন্ন নই যে, আমি আমার জন্য একটি রাজ সিংহাসন তৈরী করছি যেমনটি আমার দুশমনরা প্রচার করে বেড়াচ্ছে। আমি তোমার কাছ থেকে দূরে আছি শুধু একারণে যে, মহান আল্লাহ পাকের একটি ফরয বিধান আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে। আল্লাহর পথে জিহাদের চাইতে বড় ফরয আর নেই। এটি এমন এক ফরয বিধান যা আদায় করার শুধু ইচ্ছা পোষণ করলেই মানুষ সুউচ্চ ও উন্নত জান্নাতুল ফিরদাউসের উপযুক্ত হয়ে যেতে পারে। আল-হামদু লিল্লাহ, আমি সে মহান ফরয বিধান পালনের শুধু নিয়্যতই রাখছি না বরং বাস্তব ক্ষেত্রেও তা পালন করে যাচ্ছি।

তোমার বিচ্ছেদ সর্বদাই আমার অন্তরে যেন করাত চালাচ্ছে। এর পরেও আমি এ বিচ্ছেদে সীমাহীন আনন্দিত। কারণ তোমার মহব্বত ও ভালবাসা এমন একটি জিনিস যা আমার ইচ্ছা ও দৃঢ়তার ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় পরীক্ষা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আল্লাহ পাকের হাজার হাজার শুকরিয়া যে, আমি সে পরীক্ষায় পরিপূর্ণভাবে অবতীর্ণ হয়েছি এবং মহান আল্লাহর মহব্বত ও নির্দেশকে আমার নিজের মহব্বত ও চাহিদার উপর প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে আমি সফলকাম হয়েছি। এ কারণে তোমারও সন্তুষ্ট হওয়া উচিত এবং মহান আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করা উচিৎ এই ভেবে যে, তোমার স্বামী এত মযবুত ঈমানের অধিকারী যে, সে স্বয়ং তোমার মহব্বত ও ভালবাসাকে মহান আল্লাহ পাকের মহব্বত ও ভালবাসার জন্য কুরবান করে দিতে পারে।

তোমাদের উপর তরবারী দ্বারা জিহাদ ফরয করা হয়নি। তাই বলে তোমরা কিন্তু জিহাদের ফরয বিধান থেকে দায়মুক্ত নও। তোমাদের জন্য জিহাদ হচ্ছে এটাই যে, তোমরাও নিজের চাহিদা ও মহব্বতের চাইতে আল্লাহ পাকের মহব্বত ও নির্দেশকে অগ্রাধিকার দিবে, নিজ স্বামীর সাথে প্রকৃত মহব্বতের বন্ধনকে আরো মযবূত করো।

খবরদার এ দু'আ যেন কখনো না করো যে, তোমার স্বামী জিহাদের ময়দান থেকে কোনভাবে সহীহ সালামতে তোমার ভালবাসার কোলে ফিরে আসুক। এমন দু'আ করা হলে তা হবে নিজ সার্থ সিদ্ধির দু'আ। আর এমনটি আল্লাহ পাকের কাছে পছন্দনীয় বলে বিবেচিত হবে না।

সুতরাং এরূপ দু'আ করতে থাকবে যেন আল্লাহ পাক তোমার স্বামীর জিহাদকে কবুল করেন। তাকে বিজয়ী বেসে যেন ফিরিয়ে আনেন,

www.maktabatulabrar.com

অন্যথায় যেন শাহাদাতের পিয়ালা তার ঠোটে লাগিয়ে দেন। এ ঠোট সেই ঠোট তুমি ভালভাবেই জানো যে তা শরাব দ্বারা কোন দিনও অপবিত্র হয়নি বরং সর্বদা পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত ও আল্লাহ পাকের যিকির দ্বারা তা তরুতাজা ছিলো।

প্রিয়তমা বাখিয়া! সে মুহূর্তটি কতইনা মুবারক মুহূর্ত হবে যখন আল্লাহ পাকের রাহে ঐ মাথা যা তুমি কাকই দিয়ে আচড়িয়ে সুন্দর ও সুসজ্জিত করতে তা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সেই দেহ যা তোমার কাছে তোমার ভালবাসার নজরে কোন সৈনিকের দেহ নয় বরং লাবণ্যময় এক কমনীয় দেহ। জেনে রাখো! আনোয়ারের সবচাইতে বড় আকাংখা হলো শহীদ হয়ে যাওয়া যাতে হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.)-এর সাথে হাশর হতে পারে।

দুনিয়া মাত্র কয়েক দিনের। প্রত্যেকের জন্য মরণ অবধারিত। সুতরাং এর পরও মউতকে ভয় পাওয়ার কোন অর্থ হতে পারে? যখন মরণ অবশ্যই আসবে সুতরাং মানুষ বিছানায় শুয়ে মরবে কেন? শাহাদাতের মরণ প্রকৃতপক্ষে মরণ নয় বরং সেটি হলো এক নতুন জীবন, স্থায়ী জীবন।

বাখিয়া! এবার তুমি তোমার অসিয়্যত শুনে নাও, যদি আমি শহীদ হয়ে যাই তবে তুমি তোমার দেবর নূরী পাশার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক করে নিবে। তোমার পরে আমার সবচাইতে প্রিয় ব্যক্তি হচ্ছে নূরী পাশা। আমি চাই যে, আমার শাহাদাতের পর সে জীবনভর বিশ্বস্ততার সাথে তোমার খেদমত করতে থাকবে।

আমার দ্বিতীয় অসিয়্যত হচ্ছে, তোমার যতজন সন্তানই হোক না কেন তাদের সকলকে তুমি আমার জীবনের ইতিহাস শোনাবে এবং সবাইকেই ইসলাম ও দেশের সেবায় জিহাদের ময়দানে পাঠিয়ে দিবে। যদি তুমি এমনটি না কর তবে মনে রেখো জান্নাতে আমি তোমার প্রতি রেগে যাবো।

আমার তৃতীয় অসিয়্যত হচ্ছে, মোস্তফা কামালপাশার প্রতি সর্বদা নেক দৃষ্টি রাখবে, তার মঙ্গলকামী থাকবে, সম্ভব্য সব ধরনের সহযোগিতা তাকে করে যাবে। কারণ বর্তমান সময়ে দেশের মুক্তি ও স্বাধীনতা আল্লাহ পাক তার হাতেই রেখে দিয়েছেন।

প্রিয়তমা! এবার আমাকে বিদায় দাও। আমার কাছে কেমন যেন মনে হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে, আমার এ চিঠির পর তোমার পুনরায়

আমার কাছে পত্র লিখার সুযোগ আর হবে না। কারণ এমনটি তো অসম্ভব কিছু নয় যে, আগামীকালই আমি শহীদ হয়ে যাবো। দেখো! অস্থির হবে না, আমার শাহাদাতে ধৈর্য ধারণ করবে। আমি শহীদ হলে দুঃখিত হওয়ার পরিবর্তে খুশি হবে এই ভেবে যে, তোমার স্বামী আল্লাহ পাকের পথে কাজে লেগেছে সুতরাং এটা তোমার জন্য একটা গৌরবের বিষয়।

প্রিয় বাখিয়া! এবার বিদায় নিচ্ছি। বিদায় নেয়ার আগে আমি কল্পনার জগতে তোমাকে আমার বুকে জড়িয়ে নিলাম, ইনশা আল্লাহ জান্নাতে আমাদের দেখা হবে, এরপর আর কখনো বিচ্ছেদ হবে না।

ইতি

তোমার আনোয়ার

(মাও. আব্দুল মাজীদ আতীকী কৃত "তুরকান আহরার" গ্রন্থের ১২৭ পৃ.)

এখানে একথা জানা থাকা দরকার যে, এ পত্র লিখার সময় মোস্তফা কামালপাশা শুধু ইসলামের একজন মুজাহিদ হিসেবেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তার থেকে ইসলাম বিদ্বেষী কিছুই তখনো প্রকাশ পায়নি। যা পরবর্তীতে প্রকাশ পেয়েছিলো। (তারাশে-মুফতী তাকী উসমানী)

নেককার স্ত্রীর অসিয়্যত নিজ স্বামীর প্রতি

স্বামী যেমন স্ত্রীকে অসিয়্যত করবে তেমনি মুসলমান স্ত্রীদেরও উচিত তাদের স্বামীদের কাছে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং স্বামীকে যত ধরনের কষ্ট দেয়া হয়েছে, তাদের মনে যত রকম ব্যাথা দেয়া হয়েছে, তাদের হক আদায়ের ক্ষেত্রে যত ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে সে সবকিছুর জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তাদের আরো বেশি পরিমাণে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা। প্রিয় নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন,

"যে মহিলার ইন্তিকাল এমন অবস্থায় হয় যখন তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট (ইন্তিকালের সাথে সাথেই) যে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ)

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে একই সাথে চলার পথে ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়াই তো স্বাভাবিক। সেজন্য নিজেও দুঃখ প্রকাশ করবে এবং ভুল স্বীকার করবে। অতীতের কৃত ত্রুটির জন্য যেমন ক্ষমা প্রার্থনা করবে তেমনি ভবিষ্যতে যাতে আর ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে না পারে সে জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবে। সাথে সাথে স্বামীর মন থেকে যাতে অতীতের ব্যাথা মুছে যেতে পারে এবং স্বামী যাতে স্ত্রীর পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হয়ে যেতে পারে সে জন্য সর্বদা তাকে খুশি করবার চেষ্টা করতে থাকতে হবে। তার হুকুম যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।

www.maktabatulabrar.com

তবে এখানে একটা কথা জেনে রাখা দরকার তা হলো, স্বামী যদি এমন কোন কাজের হুকুম করে যা আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না বা আল্লাহ রাসূল (সা.) পছন্দ করেন না বরং কুরআন শরীফ ও হাদীছ পাকে তা করতে বারণ করা হয়েছে। অথবা যে কাজ করতে আল্লাহ পাক ও রাসূলে পাক (সা.) হুকুম করেছেন স্বামী যদি সে কাজ করতে নিষেধ করে তবে কশ্মিনকালেও তার সে আদেশ বা নিষেধ মান্য করা যাবে না। স্বামীর হক ও অধিকার কি তা ভালভাবে জেনে নিয়ে সেমতে আমল করার জন্য এ সম্পর্কে লেখা নির্ভরযোগ্য লেখক কিংবা অনুবাদকের যেসব বই বাজারে পাওয়া যায় এ ব্যাপারে অবগতির জন্য তাই যথেষ্ট হতে পারে।[১]

নেককার স্ত্রীগণ আরো যেসব অসিয়্যত করবে তার নমূনা নিম্নরূপ–

আল-হামদু লিল্লাহ নখপালিশ (নেইল পালিশ) লাগানোর অভ্যাস আমার কখনো ছিলো না। কখনো যদি শখের বসে দু'একটু লাগিয়েছি তবে নামাযের ওয়াক্ত হলে অযূ করার পূর্বে তা অবশ্যই ঘসে পরিস্কার করে উঠিয়ে নিয়েছি। আল্লাহ না করুন যদি আবার কখনো শখে আমি নখপালিশ লাগাই আর সে অবস্থায় যদি আমার ইন্তিকাল হয়ে যায় তবে আমাকে গোসল দেয়ার আগে অবশ্যই তা পরিস্কার করে নিবেন। কেননা নখপালিশ থাকা অবস্থায় গোসল যেমন হয় না, তেমনি নামাযে জানাযাও সহীহ হয় না। এজন্য বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবেন। এছাড়াও যদি আমার শরীরের কোথায় এমন কোন রং লেগে থাকতে দেখা যায় যা শরীরে থাকলে গোসল সহীহ হয় না, তবে তাও অবশ্যই পরিস্কার করে নিতে হবে। (আহসানুল ফাতাওয়া, বাবুল জানাইয)

এছাড়া নেককার স্ত্রীগণ নিজের ছেলে, নাতি ও পুতিদেরকে পবিত্র কুরআনের হাফেয এবং পরহেযগার মুত্তাকী আলেম হিসেবে তৈরী করার

১. 'আহকামে যিন্দেগী' গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে স্বামী-স্ত্রীর একের প্রতি অপরের কী কী অধিকার রয়েছে, একজনের অপরজনের জন্য কী কী করণীয় রয়েছে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। –সম্পাদক

জন্য এবং নিজের মেয়ে, নাতনী, পুতনীদেরকে দ্বীনদার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য গুরুত্ব সহকারে অসিয়্যত করে যাবে।

নিজের ছেলে-মেয়েরা যদি বড় হয়ে গিয়ে থাকে তবে তাদেরকে এই মর্মে অসিয়্যত করবে যে, আমি তোমাদেরকে আলেম, হাফেয করে গড়ে তুলতে পারিনি এটা আমার ভুল হয়ে গেছে, সুতরাং তোমরা যেন আমার মত ভুল না করো বরং তোমরা তোমাদের ছেলে-সন্তানদেরকে হাফেয ও আলেম বানাবে, দ্বীনের দাঈ এবং নির্ভেজাল দ্বীনের খাদেম হিসেবে গড়ে তুলবে।

যদি নিজের সন্তানের মাঝে এখনো ছোট কেউ থেকে থাকে তবে ছেলে হলে তাকে হাফেয আলেম বানানোর চেষ্টা করতে থাকবে এবং অসিয়্যতনামা লিখে রেখে যাবে আর বলে দিবে, তোমরা যখন বড় হবে এবং আমি যখন থাকবো না তখন তোমরা আমার অসিয়্যতনামা পড়ে মায়ের অসিয়্যতের উপর আমল করবে এবং তোমাদের সন্তানদেরকে তোমরা পবিত্র কুরআনের হাফেয, আলেম, মুফতী, মুহাদ্দিস, দ্বীনের দাঈ, দ্বীনের মুজাহিদ করে গড়ে তুলবে এবং দ্বীন ইসলামকে গোটা দুনিয়ায় প্রচার ও প্রসারকারীরূপে তৈরী করবে।

হে আমার বৎস! আল্লাহ পাকের বাণী অন্য সকল বাণী থেকে যাতে উচ্চ ও উন্নত হয়ে যেতে পারে এজন্য পূর্ণ জীবন চেষ্টা মেহনত চালিয়ে যেতে হবে। এভাবে এ মেহনত করাকালীন অবস্থাতেই যদি তোমাদের মউত এসে যায়, তবে এমনটি খুবই সৌভাগ্যের কথা। আমি দু'আ করি আল্লাহ পাক যেন তোমাদেরকে দ্বীনের প্রচার কাজে লিপ্ত রেখেই পরপারে ডাক দেন।

হে আমার প্রাণের স্বামী! আমার ইন্তিকালের পর আপনার আত্মার প্রশান্তি ও ঘরের ব্যবস্থাপনার জন্য অবশ্যই আরেকটি বিবাহ করে নিবেন। বিশেষত গুনাহের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত থাকার জন্য অবশ্যই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য নিবেন।

"তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই এ বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে যাতে নবাগতা স্ত্রীর বক্র দৃষ্টির শিকার হয়ে আমার ছেলে-মেয়েরা জুলুম নির্যাতনের ক্ষেত্রে পরিণত না হয়। আর এ বিষয়টি তো আপনি আমার চাইতে ভাল বুঝেন।

www.maktabatulabrar.com

আমি ইন্তিকালের পর শরীয়তসম্মত পন্থায় দু'আ ও সুন্নাত তরীকায় ইসালে সওয়াবের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবেন। এটা আমার অনুরোধ।

আমার পরিচয়পত্রে এবং পাসপোর্টে আমার যে ছবি আছে তা অবশ্যই নষ্ট করে ফেলবেন। এছাড়া অসাবধানতা কিংবা অসচেতনতাবশত যদি আরো কোথাও আমার ছবি উঠে গিয়ে থাকে তবে তাও নষ্ট করে ফেলবেন। যাতে আমার ইন্তিকালের পরেও আমার গুনাহ জীবন্ত থেকে যেতে না পারে।

আমার আপনার ঔরসে আগত সন্তানদের কেউ যখন বিবাহের বয়সে উপনীত হবে তখন পরিবারের বড়দের পরামর্শ মুতাবিক এবং সন্তানদের সম্মতির প্রতি লক্ষ্য রেখে ইস্তিখারা করে শরীয়ত ও সুন্নাত মুতাবিক সরল-সহজ পন্থায় তাদের বিবাহ সম্পাদন করে নিবেন। এর দ্বারা তাদের পঙ্কিলমুক্ত পরিচ্ছন্ন ও সম্মানজনক জীবন লাভ হবে। আর মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার আলোকে একটু যাচাই বাছাই করে কাজ সম্পাদন করবেন।

একথা অবশ্যই স্মরণ রাখবেন, যাতে আমাদের জামাতা দ্বীনদার হয়। কেননা যার আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক গভীর হয় তার দুনিয়া ও আখিরাত সব এমনিতেই সুসজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়।

আর ছেলেদের বিবাহ সম্পাদিত হওয়ার পর ঐ পুত্র ও পুত্রবধুর জন্য দ্রুত অবশ্যই ভিন্ন আবাসন ব্যবস্থা করে দিবেন। কারণ আমাদের এ যুগেই আমরা দেখছি যে, পুত্রবধুর শাশুড়ী ননদদের সাথে মিলে মিশে থাকা বহুত মুশকিল হয়ে যায় সুতরাং পরবর্তী যুগে তা আরো কঠিন হবে– এতে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়? উপরন্তু যদি আবার শাশুড়ী হয় সতালু তবে সে ক্ষেত্রে মোটেও মনের মিল না হওয়ার কারণে দিনে-রাতে শুধু অস্থিরতাই লেগে থাকবে, স্থিরতার মুখ দেখবে না তারা। আর এহেন যন্ত্রণার যাতাকলে পিষ্ট হতে থাকবে আমাদের কলিজার টুকরা সন্তানেরাই। সুতরাং তাদের বিবাহের বয়স হলে দ্রুত বিবাহ ঠিক করে অন্যান্য বেহুদা খরচ না করে সে পয়সা বাঁচিয়ে তা তাদের ভিন্ন থাকার জায়গা তৈরী করে দেয়ার কাজে ব্যয় করবেন। এমনটি করা হলে তার সুন্দরতম সুফল আপনি নিজেও প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবেন। মেয়েদের বিবাহ-শাদী দেয়ার ব্যাপারে অবশ্যই আমার মা ও আমার বোনদের সাথে

পরামর্শ করে নিবেন। বিশেষত আমার বড় বোন বিলকিসের কাছে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করে নিবেন।

এ পর্যন্ত বলেই আমার অসিয়্যত আমি শেষ করছি।

ইতি

আপনার একান্ত আপন

.....

এক তৃতীয়াংশ সম্পদের ব্যাপারে সর্বপ্রথম অসিয়্যতকারী এক সাহাবী (রা.)

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যেহেতু অসিয়্যত করা ফরয ছিলো অর্থাৎ, সে সময় নিজের ইচ্ছা মাফিক নিজ পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য নিজ মালের অংশ নির্ধারণ করে দেয়া প্রত্যেক সম্পদশালী মুসলমানের উপর ওয়াজিব ছিলো। অতঃপর সে বিধান রহিত করে দেয়া হয়েছে এবং মহান আল্লাহ নিজেই প্রত্যেকের অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

তবে আল্লাহ পাক নিজ দয়া ও অনুগ্রহে বান্দার জন্য তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশের মধ্যে তার অসিয়্যত করার সুযোগ বাকী রেখেছেন, যাতে সে জীবনের বাঁকে বাঁকে দ্বীনি কাজ করার সুযোগ পেয়েও যদি সে সুযোগ নষ্ট করে থাকে তার কিছুটা হলেও প্রতিবদল করতে সক্ষম হয়। যেমন, যদি সে আল্লাহ পাকের পথে খরচ করার ব্যাপারে কৃপণতা করে থাকে কিংবা যদি চাকর-চাকরাণীদের কষ্ট দিয়ে থাকে যদি তাদের কাছ থেকে পুরোপুরি শ্রম আদায় করে নেয়ার পরও তাদেরকে বেতন-ভাতা খুব কম দিয়ে থাকে, তবে সে এখন তওবা করে নিবে এবং খাদেম ও চাকরদের জন্য অথবা যারা মহান আল্লাহর পথে দ্বীনের প্রসারকার্যে বের হয়েছে তাদের জন্য অথবা গরীব মিসকিনদের জন্য কিংবা দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজনদের জন্য বা কামাই রোজগারহীন যুবকদের জন্য অথবা গরীব বিধবা বা এতীম মিসকিনদের জন্য কিছু দেয়ার ইচ্ছা করে সে ক্ষেত্রে যাতে নিজের বাকী জীবনে তাদের পিছনে খুব বেশি করে খরচ করতে পারে এবং যাতে তাদের জন্য কিছু অসিয়্যতও করে যেতে পারে, এজন্য তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশের মধ্যে তার সুযোগ বাকী রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে মরার পূর্বে সে যদি কোন ভাল কাজে মাল খরচের অসিয়্যত করে যায় তবে তার রেখে

www.maktabatulabrar.com

যাওয়া সম্পদের এক তৃতীয়াংশ অতিক্রম না করে তার অসিয়্যত পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু যদি তার অসিয়্যত করা কাজ সম্পাদনে এক তৃতীয়াংশ সম্পদের অধিক প্রয়োজন হয় সে ক্ষেত্রে ঐ বেশি পরিমাণ খরচ করা ওয়ারিসদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। তারা ইচ্ছা করলে অতিরিক্তটা দিতে পারে আর ইচ্ছা না হলে নাও দিতে পারে।

ইসলামে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি নিজের এক তৃতীয়াংশ সম্পদের ব্যাপারে অসিয়্যত করেছিনে তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত সাহাবী হযরত বারা ইবনে মা'রূর (রা.)। মদীনা শরীফে যখন রাসূলে পাক (সা.)-এর আগমনের সংবাদ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো, যখন সকলেই প্রিয়নবী (সা.)-এর বরকতময় আগমনের অপেক্ষায় অধির আগ্রহে অপেক্ষমান, ঠিক তখন রাসূলে পাক (সা.)-এর আগমনের মাত্র একমাস পূর্বে হযরত বারা ইবনে মা'রূর (রা.)-এর পরপারের ডাক আসলো। আহ! কত আফসূস আর আক্ষেপের মুহূর্তে ছিলো সেটা, কবির ভাষায়

موت کہتی تھی چلو شوق تھا ٹھہر

مرنیوالے پہ عجیب ضیق کا اک عالم تھا

অর্থ: মৃত্যু বলছে, এখনই চলো, আকাংখা বলছে, একটু অপেক্ষা করো। মৃত্যুবরণকারীর জন্য এ এক অদ্ভূত সংকীর্ণতার মুহূর্ত!

একদিকে মউতের ফিরিশতা মোটেও সময় দিচ্ছে না, আর অপরদিকে প্রিয়নবী (সা.)-এর দিদার লাভের আকাংখা মরার অনুমতি দিচ্ছে না– এমতাবস্থায় একজন নির্ভেজাল ও নিবেদিত প্রাণ আশেকে রাসূল সাহাবীর উপর কী অবস্থা অতিক্রম করছে তা সহজেই অনুমেয়। ঠিক এমনি সময়ে সাহাবী হযরত বারা ইবনে মার'রূর (রা.) অসিয়্যত করলেন যে, যখন প্রিয়নবী (সা.) মদীনায় আগমন করবেন তখন আমার সমুদয় সম্পদের এক তৃতীয়াংশ রাসূলে পাক (সা.)-এর দরবারে পেশ করে দিবে, যাতে আমার প্রিয় মুনিব তা যেখানে ইচ্ছা খরচ করতে পারেন।

হযরত বারা (রা.)-এর ইন্তিকালের ঠিক এক মাস পরে যখন হুযুরে আনওয়ার (সা.) পবিত্র মদীনায় তাশরীফ নিলেন তখন তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ প্রিয়নবী (সা.)-এর দরবারে পেশ করা হল। নবীজী (সা.) তার

একজন সাচ্ছা ও নির্ভেজাল আশেক ও নিষ্ঠাবান খাদেমের হাদিয়া কবুল করলেন এবং সাথে সাথেই আবার তা তার ওয়ারিসদেরকে দান করে দিলেন।

বিষয়টি ঐতিহাসিক গ্রন্থ "আল-ইসাবাহ" তে বর্ণিত হয়েছে এভাবে–

وَفِى الطَّبْرَانِىْ مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ الْبَرَاءَ ابْنَ مَعْرُوْرٍ اَوْصٰى اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِثُلُثِ مَالِهٖ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ شَاءَ وَكَانَ قَدْ اَوْصٰى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَبِلَ وَصِيَّتَهٗ ثُمَّ رَدَّهَا عَلٰى وَلَدِهٖ وَصَلّٰى عَلَيْهِ يَعْنِىْ عَلٰى قَبْرِهٖ وَ كَبَّرَ اَرْبَعًا.

অথঃ তাবারানী গ্রন্থে ভিন্ন সূত্রে হযরত আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত বারা ইবনে মা'রূর (রা.) তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ প্রিয়নবী (সা.)-এর খিদমতে পেশ করার জন্য অসিয়্যত করলেন, যাতে তিনি যেখানে ইচ্ছা সে সম্পদ খরচ করতে পারেন। অসিয়্যত মুতাবিক ওয়ারিসগণ তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ রাসূলে পাক (সা.)-এর দারবারে পেশ করলে হযরত (সা.) তা কবুল করলেন এবং পরে তিনি আবার তার সন্তানকে তা ফিরিয়ে দিলেন, এবং তার কবরে গিয়ে তিনি জানাযার নামায পড়লেন এবং চার বার তাকবীর দিলেন। (আল-ইসাবাহ ফী তমীযিস সাহাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪)

কুয়া এবং মসজিদ তৈরীর জন্য জমি ওয়াকফকারী প্রথম সাহাবী (রা.)

প্রিয়নবী (সা.) যখন পবিত্র মদীনায় গমন করলেন তখন সেখানে "বীরে রূমা" ছাড়া মিষ্ট পানির আর কোন কুয়া ছিলো না। আর সে বীরে রূমাও ছিলো কোন একজনের মালিকানাধীন। ফলে প্রিয়নবী (সা.) ইরশাদ করলেন,

مَنْ يَّشْرِيْ بِيْرَ رُوْمَةَ فَيَجْعَلُ دَلْوَه مَعَ دِلَاءِ الْمَسْلِمِيْنَ بِخَيْرٍ لَه مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ.

www.maktabatulabrar.com

অর্থঃ আল্লাহ পাকের এমন কোন বান্দা আছে কি যে "বীরে রূমা" ক্রয় করে সাধারণ মুসলমানদের জন্য ওয়াক্ফ করে দিবে, যাতে সকল মুসলমানের সে কুয়া থেকে পানি গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে এবং এর ফলে আল্লাহ পাক জান্নাতে তাকে এর চাইতে উত্তম জিনিস দান করবেন। (তিরমিযী শরীফ, ২য় খণ্ড, কিতাবুল মানাকিব, পৃ. ২১১)

প্রিয়নবী (সা.)-এর এ ঘোষণার পর হযরত উসমান (রা.) নিজের অর্থ দিয়ে সে কুয়াটি খরিদ করে সাধারণ মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দিলেন।

মুসল্লির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকার কারণে মসজিদে নববীতে লোকদের জায়গা হচ্ছিলো না। ফলে একদিন প্রিয়নবী হযরত (সা.) বললেন,

مَنْ يَّشْتَرِيْ بُقْعَةَ اٰلِ فُلَانٍ فَيَزِيْدُهَا فِى الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَّه مِنْهَا فِى الْجَنَّةِ.

অর্থঃ আল্লাহ পাকের এমন কোন বান্দা আছে কি যে অমুক গোত্রের জমিখণ্ড (যা মসজিদের নিকটবর্তী) ক্রয় করে সেটিকে মসজিদের অন্তর্ভক্ত করে দিবে? তাহলে বিনিময়ে মহান আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাকে এর চাইতে উত্তম বস্তু দান করবেন। (তিরমিযী শরীফ, পৃ. ২১১)

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত উসমান (রা.) বলেন, "আমি তা আমার ব্যক্তিগত অর্থে খরিদ করে ওয়াকফ করে দিয়েছি।"

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীসে হযরত উসমান (রা.)-এর দু'টি ওয়াকফের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যা হযরত উসমান (রা.) প্রিয়নবী (সা.)-এর উৎসাহ দানের ভিত্তিতে করেছেন। প্রথমটি হলো মিষ্ট পানির কুয়া ক্রয় করে ওয়াক্ফ করা আর সম্ভবত ইসলামে এটিই ছিলো সর্বপ্রথম ওয়াক্ফ। কারণ এটি এমন সময়ের কথা যখন প্রিয়নবী (সা.) হিজরত করে মদীনায় তাশরীফ এনেছেন, এর আগে মক্কার কোন ওয়াকফের ঘটনা ঘটেনি বা তেমনটি সম্ভবও ছিলো না।

আর দ্বিতীয় ওয়াক্ফ হলো মসজিদের জন্য জমি ক্রয় করে ওয়াক্ফ করা। ফলে সে জমিতে সমজিদে নববীর পরিধি বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছিলো। (সারমর্ম মা'আরিফুল হাদীস, পৃ. ১৮৭)

অত্যন্ত মূল্যবান জমি ওয়াক্‌ফকারী সাহাবী (রা.)

কাউকে কিছু হাদিয়া দেয়া কিংবা সদকা-খয়রাত করা যেমন একটি মালী ইবাদত, তেমনি একটি মালী ইবাদত হচ্ছে দ্বীনের কাজে কিংবা কোন সওয়াবের কাজে জমি ওয়াক্‌ফ করে দেয়া।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা কিতাবে লিখেছেন, আরবের লোকেরা পূর্বে কোন কিছু ওয়াক্‌ফ করার যেমন কোন চিন্তাও করতো না তেমনি তাদের এর কোন তরীকা বা পদ্ধতিও জানা ছিলো না। নবীজী (সা.) আল্লাহ পাকের নির্দেশনার ভিত্তিতে উম্মতকে পথ নির্দেশ করেছেন এবং উৎসাহ দান করেছেন।

ওয়াকফের হাকীকত হচ্ছে, জমি বা এ জাতীয় কোন স্থাবর সম্পদ বা স্থায়ী থাকে এমন কিছু যার উপকারিতা সব সময় জারী থাকে তা নিজের পক্ষ থেকে কোন ভাল কাজের জন্য ওয়াক্‌ফ করে সংরক্ষিত করে দেয়া। যেমন পবিত্র কুরআনের শিক্ষা দেয়ার জন্য কিংবা আল্লাহর পথের মুসাফিরদের অবস্থানের জন্য কোন জমি বা ঘর ওয়াক্‌ফ কর দেয়া এবং সে জমির উৎপন্ন ফসলাদি বা ফল-ফলাদি ওয়াক্‌ফকারী ব্যক্তির ইচ্ছা মোতাবেক এক বা একাধিক ভাল কাজে খরচ হতে থাকবে। ওয়াক্‌ফকারী ব্যক্তি স্থায়ীভাবে ঐ জমির মালিকানার দাবী প্রত্যাহার করে নিবে। এ ব্যাপারে হাদীছ শরীফের নিম্নোক্ত বর্ণনাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا اَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَصَابَ اَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنِّيْ اَصَبْتُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ اُصِبْ مَالًا قَطُّ اَنْفَسَ عِنْدِيْ مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِيْ بِهِ؟ فَقَالَ : اِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. فَقَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ اَنَّهُ لَايُبَاعُ اَصْلُهَا وَلَايُوْهَبُ وَلَايُوْرَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِى الْفُقَرَاءِ وَفِى الْقُرْبٰى وَفِى الرِّقَابِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ. لَاجُنَاحَ عَلٰى مَنْ وَلِيَهَا اَنْ يَّاْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ اَوْ يُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. (رواه البخاري)

www.maktabatulabrar.com

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, আমার পিতা হযরত উমর (রা.) খায়বারে এক টুকরো জমি পেলেন। তখন তিনি প্রিয়নবী (সা.)-এর খিদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সা.) আমি খায়বারে এক টুকরো জমি লাভ করেছি (যে জমিটি খুবই ভাল ও মূল্যবান)। এর চাইতে উন্নত কোন সম্পদ আমি আর পাইনি। আপনি সে জমিটির ব্যাপারে আমাকে কী আদেশ করবেন? প্রিয়নবী (সা.) ইরশাদ করলেন, তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে এমনটি করো যে, আসল জমি সংরক্ষিত রাখো (অর্থাৎ, ওয়াক্‌ফ করে দাও) এবং তার উৎপন্ন ফল ও ফসল ইত্যাদিকে সদকা বলে ঘোষণা করে দাও। সেমতে হযরত উমর (রা.) সে জমিকে প্রিয়নবী (সা.)-এর বাতলে দেয়া পন্থাতেই ওয়াক্‌ফ করে দিলেন এবং আল্লাহ পাকের নামে সদকা বলে ঘোষণা করে দিলেন এবং তিনি এই মর্মে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিলেন যে, এই জমি কখনো বিক্রয় করা যাবে না। কিংবা কাউকে হাদিয়া বা দান করেও দেয়া যাবে না এবং এ জমির কেউ ওয়ারিসও হবে না। এ জমি থেকে উৎপাদিত সবকিছুই আল্লাহ পাকের পথে খরচ হবে। ফকীর, মিসকিন এবং আত্মীয় স্বজনের মাঝে এবং গোলাম আযাদ কারীর সাহায্য সহয়তার কাজে এবং জিহাদ ফী সাবীল্লিাহ-এর পথে, মুসাফির ও মেহমানের খেতমতের কাজে এ জমির সমুদয় আয় খরচ করে দিতে হবে। যে ব্যক্তি এ জমির মুতাওয়াল্লী বা ব্যবস্থাপনার কাজ করবে তার জন্য জায়েয যে, সে তার শ্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা পরিমাণ ঐ জমির আয় থেকে ভোগ করবে বা তার ইচ্ছা মাফিক কাউকে ভোগ করাবে। তবে শর্ত হচ্ছে এ জমির আয় দ্বারা সে কখনোই সম্পদশালী হওয়া কিংবা সম্পদ পুঞ্জিভূত করার ইচ্ছা পোষণ করতে পারবে না। (বুখারী শরীফ, কিতাবুশ শুরূত, হাদীস নং- ২৫৩২)

ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত হাদীছটি ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত ব্যাপারে মৌলিক ও বুনিয়াদী হাদীছ। সপ্তম হিজরীতে ঐতিহাসিক খায়বার যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় লাভ হয়েছিলো। সাধারণত খায়বারের জমিকে অত্যন্ত মূল্যবাম জমি হিসেইে জ্ঞান করা হতো। বিজয় লাভের পর সে জমিসমূহের প্রায় অর্ধেক প্রিয়নবী (সা.) মুজাহিদীনদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। সেমতে হযরত উমর (রা.)ও কিছু জমি লাভ করেছিলেন। জমির যে টুকরোটি হযরত উমর (রা.)-এর ভাগে পড়েছিলো হযরত উমর (রা.)

সেটি পেয়ে ভাবলেন, আমার সমুদয় সম্পদের মাঝে এ জমিটিই হলো সবচেয়ে মূল্যবান এবং দামী। আর পবিত্র কুরআনে তো ইরশাদ হয়েছে–

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ.

অর্থ: তোমরা নেকী ও কল্যাণ ঐ সময় পর্যন্ত করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা নিজেদের প্রিয় বস্তুকে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। (সূরা আলে ইমরান)

এসব বিষয় বিবেচনা করে হযরত উমর (রা.)-এর অন্তরে একথা জাগ্রত হলো যে খায়বারের যে সম্পদ আমার ভাগে এসেছে এর চেয়ে উত্তম এবং মূল্যবান কোন জিনিস আমার কাছে নেই, তাই আমি আমার খায়বারের জমিকে আল্লাহ পাকের পথে খরচ করে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সৌভাগ্য অর্জন করবো। কিন্তু তিনি নিজে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছিলেন না যে, ঐ জমিকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার সবচাইতে উত্তম পদ্ধতি কোনটি? এ কারণে তিনি প্রিয়নবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে পরামর্শ চাইলেন। নবীজী (সা.) তাকে জমিটি ওয়াক্ফ করে দেয়ার পরামর্শ দিলেন, যাতে সেটি সদকায়ে জারিয়া হয়ে থাকে। সেমতে হযরত উমর (রা.) জমিটি ওয়াক্ফ করে দিলেন এবং তার উৎপন্ন ফল-ফলাদি ও উপার্জিত অর্থ খরচ করার স্থান ও নির্ধারণ করে দিলেন। খরচ করার যে ক্ষেত্র হযরত উমর (রা.) নির্ধারণ করে দিলেন তা অনেকটা ঐ সব ক্ষেত্রের মতই পবিত্র কুরআনে যাকাতের অর্থ খরচের জন্য যেসব ক্ষেত্রের কথা বলে দেয়া হয়েছে। (দ্র. সূরা তাওবা, আয়াত-৬০)

পরিশেষে ওয়াক্ফ সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী এবং তার রক্ষণাবেক্ষণকারী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে তো নিজের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য এ ওয়াক্ফ সম্পত্তি থেকে কিছু নিবে না, তবে নিজের খানা-পিনা বা নিজের পরিবার পরিজনের জন্য বা অতিথি মেহমান প্রমূখের জন্য ঐ সম্পদ থেকে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিমাণ গ্রহণ করতে পারবে, এটা তার জন্য বৈধ ও জায়েয।

সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ হলো, উপরোক্ত সুন্নাতের উপর আমল করার মানসে কিছু একটা অন্তত ওয়াকফ করে যাওয়া। আর যদি কারো কাছে ওয়াকফ করার মত কিছুই না থাকে তাহলে অন্তত নিয়্যত করবে এবং এই দু'আ করবে যে, আয় আল্লাহ! আমাকে এ পরিমাণ হালাল মাল দান করুন যার দ্বারা আমি কোন জমিন ক্রয় করে তা মসজিদ,

www.maktabatulabrar.com

মাদরাসা কিংবা অন্য কোন নেক কাজের জন্য ওয়াক্ফ করে দিতে পারি।

শরীয়তের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ওয়াকফের মাসআলাহসমূহও কিতাবে দেখে নিবে এবং প্রসিদ্ধ ওলামায়ে কেরাম ও অভিজ্ঞ মুফতীগণের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নিবে।

কুপ খননকারী এবং বাগান ওয়াকফকারী প্রথম সাহাবী (রা.)

এ বিষয়ে হাদীছ শরীফের একটি বর্ণনা নিম্নরূপঃ

عَنْ سَعْدِ ابْنِ عُبَادَةَ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّ اُمِّيْ مَاتَتْ، فَاَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ؟ قَالَ : اَلْمَاءُ. فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ : هٰذِهِ لِاُمِّ سَعْدٍ. (رواه ابو داؤد والنسائ)

অর্থ: হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মুহতারামা মাতার ইন্তিকাল হয়ে গেছে (আমি তার রূহের মাগফিরাতের জন্য কিছু সদকা করতে চাই।) সুতরাং আমাকে দয়া করে বলে দিন, কোন্ সদকা সবচাইতে বেশি ভাল ও অধিক সওয়াবের মাধ্যম হতে পারে। প্রিয়নবী (সা.) এর জবাব বললেন, পানি (অর্থাৎ, কোথাও কূপ তৈরী করে দেয়া এবং তা সাধারণ লোকদের জন্য ওয়াক্ফ করে দেয়া। যাতে আল্লাহ পাকের বান্দারা তাদের পান করাসহ অন্যান্য প্রয়োজন পানি লাভ করতে পারে।) রাসূলে পাক (সা.)-এর উপরোক্ত ইরশাদ অনুযায়ী হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা.) একটি কুপ খনন করালেন এবং বললেন, এটি আমার মুহতারামা মাতা উম্মে সা'দ-এর রূহের মাগফিরাতের জন্য (যাতে এ সওয়াব তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকে)। (সুনানে আবূ দাউদ ও সুনানে নাসাঈ)

ব্যাখ্যাঃ এ ঘটনা সংক্রান্ত অন্য আরো দু'একটি বর্ণনায় এর ব্যাখ্যাসহ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ ইবনে উবাদার সম্মানিতা মাতার যখন ইন্তিকাল হয়ে গেলো তখন হযরত সা'দ সফরে ছিলেন, সফর থেকে ফিরে এসে তিনি প্রিয়নবী (সা.)-এর খেদমতে হাজির হলেন এবং আরয করলেন যে, আমার অনুপস্থিতিতে আমার মুহতারামা আম্মার ইন্তিকাল হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে যদি ইন্তিকালের সময় আমি

উপস্থিত থাকতাম তবে আমার মা তার পরকালের লাভের জন্য বিভিন্ন সদকা ও খয়রাত করার জন্য আমাকে অসিয়্যত করে যেতেন। সুতরাং আমি এখন তার ইসালে সওয়াবের জন্য কিছু সদকা করতে চাই। সুতরাং ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! আমাকে বলে দিন, কোন্ ধরনের সদকা উত্তম এবং আমার আম্মার জন্য অধিক সওয়াবের ওসিলা হবে।

প্রিয়নবী (সা.) তাকে কূপ খনন করানোর জন্য পরামর্শ দিলেন। সেমতে তিনি এমন একস্থানে একটি কূপ খনন করালেন যেখানে বাস্তবেই কূপের প্রয়োজন ছিলো এবং সেটিকে নিজের মায়ের নামে অর্থাৎ, তার ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্য ওয়াক্ফ করে দিলেন। কোন কোন বর্ণনায় বাগান ওয়াক্ফ করার কথাও বর্ণিত হয়েছে। উভয় প্রকার বর্ণনার মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা যায় যে, হযরত সা'দ (রা.) কূপটি কোন বাগানের মাঝে খনন করেছিলেন এবং সে বাগানসহই কূপটি ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন।

প্রিয়নবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় এবং তারই পরামর্শ মুতাবিক কোন কিছু ওয়াক্ফ করার এটি হলো দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। এর দ্বারা একথাও জানা গেলো যে, কোন পরলোকগত ব্যক্তির রূহে ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কোন নেক কাজ করা শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত।

আপনারও ঠিকানা হোক জান্নাত
যিনি সম্পদ দিলেন তার পথেই তা খরচ হোক

মহান আল্লাহই অনুগ্রহ করে আপনাকে সামর্থবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং টাকা-কড়ি, অর্থ-সম্পদ ও বাড়ী-গাড়ির মালিক হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। সুতরাং সেসব নি'আমতের শুকরিয়া অবশ্যই আদায় করা দরকার। আর সে জন্য উত্তম পন্থা হলো, মহান আল্লাহ পাক যিনি সম্পদ দিলেন তার দ্বীনের নুসরত ও সাহায্যের জন্য তা খরচ করা।

সুতরাং যদি আপনার কাছে আপনার নিজের মালিকানাধীন জমির কোন টুকরো, কোন প্লট, কোন ফ্লাট বা অতিরিক্ত কোন ঘর নিজের বৈধ প্রয়োজনের বাইরে থেকে থাকে তবে আপনি ঐ জায়গা বা ঘরকে কিংবা ঐ প্লট বা ফ্লাটকে দ্বীনি তা'লীমের কাজে বা দ্বীনের প্রচার প্রসারের কাজে

www.maktabatulabrar.com

ওয়াক্ফ করে দিন। তবে সেজন্য শর্ত হচ্ছে, এর দ্বারা কোন ওয়ারিসকে কষ্ট দেয়া কিংবা তাকে বঞ্চিত করা মোটেও উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না।

এভাবে কোন ঘর বা জমি ওয়াক্ফ করে দেয়া হলে কিয়ামত পর্যন্ত যতদিন সেখানে দ্বীনি শিক্ষা চলতে থাকবে, যতদিন সে কেন্দ্র ঈমান ও চরিত্রের প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকবে, ততদিন আপনি তা থেকে সওয়াব লাভ করতে থাকবেন, যা হবে আপনার জন্য উত্তম সওয়াব ও পুরস্কার লাভের মাধ্যম। আর এটি হবে একটি বিরাট সদকায়ে জারিয়া।

সম্মানিত পাঠকবর্গ যাতে বিষয়টি সহজে অনুধাবন করতে পারেন এজন্য ওয়াক্ফ সংক্রান্ত বিষয়াবলী উল্লেখ পূর্বক একটি নমূনা আপনাদের খেদমতে পেশ করা হচ্ছে, যাতে প্রয়োজনে এ লেখা অনুকরণে সহজেই আপনারা আপনাদের ওয়াক্ফের কাগজপত্র তৈরী করে নিতে পারেন। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কোন সম্পদ আল্লাহ রাস্তায় ওয়াক্ফ করার জন্য কাগজ প্রস্তুতের পদ্ধতি

দ্বীনি কাজের জন্য কোন ফ্ল্যাট বা প্লট ওয়াক্ফ করে দেয়ার অবগতি পত্র

আমার অমুক প্লট যা ... অঞ্চলে অবস্থিত এবং যার খতিয়ান ... দাগ নম্বর ... এবং আর আমার অমুক দুটো ফ্ল্যাট যা ... এলাকায় ... নামক এপার্টমেন্টে অবস্থিত এবং ... অঞ্চলে জমি যা অনাবাদ অবস্থায় পড়ে আছে, এগুলো আজ আমি সেচ্ছায় স্বজ্ঞানে সুস্থ্য অবস্থায় আমার এই লিখিত অবগতিপত্রসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করে আমি হক্কানী আলেম জনাব হযরত মাওলানা ... এর পরিচালনাধীন ... নামক হক্কানী ও খালেস দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলগণের হাতে দ্বীনি কাজের জন্য অর্পন করে দিলাম এবং পবিত্র কুরআন ও হাদীছ শরীফের শিক্ষাকে সমাজে প্রচার প্রসার করার কাজে ব্যবহারের জন্য ওয়াক্ফ করে দিলাম।

এখন থেকে উক্ত প্লট, ফ্ল্যাট ও জমির মধ্যে আমার কোনরূপ মালিকানা থাকবে না বিধায় তার মধ্যে আমার বা আমার কোন ওয়ারিসের মালিক সুলভ ভোগ দখল বা ব্যবহার করার অধিকার থাকবে না। উপরোক্ত

প্লট, ফ্ল্যাট ও জমি এখন থেকে সম্পূর্ণরূপে আমার মালিকানা বহির্ভূত। আমি আশা করছি মহান আল্লাহর দ্বীনের কাজে ব্যবহারের জন্য যে প্লট, ফ্লাট ও জমি বাড়ী আমি ওয়াক্ফ করে দিলাম তা আমার জন্য উত্তম সদকায়ে জারিয়া হিসেবে আল্লাহ পাকের দরবারে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে।

আমার এ কার্যক্রমের ব্যাপারে আমি দু'জন স্বাক্ষীও রেখেছি এবং আমার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে এ ওয়াক্ফনামার কপিও দেয়া হয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত প্লট, ফ্ল্যাট ও জমি বাড়ির মাঝে আমার ইন্তিকালের পর আমার মীরাস জারী হবে না। সেমতে আমার ওয়ারিসগণ উক্ত প্লট, ফ্ল্যাট ও জমি বাড়ির মধ্যে কোনরূপ মীরাস বা হক দাবী করতে পারবে না।

আমি অফিসিয়াল জরুরী কাগজপত্র তৈরীর কাজ সম্পন্ন করে উপরোক্ত দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলগণকে পরিপূর্ণভাবে উক্ত প্লট, ফ্ল্যাট ও জমি বাড়ির মালিকানা দখল বুঝিয়ে দিয়েছি এবং উক্ত ফ্লাট/বাড়ির চাবিও আমি তাদের হাতে অর্পন করে দিয়েছি।

এছাড়া আমার মালিকানাধীন অমুক জমি এবং অমুক ফ্ল্যাট ইত্যাদির মাধ্যমে মাসিক যা আয় হবে তা আমার সমূদয় সম্পদের সাথে মিলানোর পর সমগ্র সম্পদ থেকে আল্লাহ পাকের হক ও বান্দাহর হক আদায় করার পর উক্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশের যে পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত থাকবে তা নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে খরচ করবে–

(ক) উলামায়ে কেরামের ঐ পবিত্র জামা'আত যারা দ্বীনকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য দিবা-নিশি চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের খেদমতের কাজে খরচ করবে।

(খ) ইলমে দ্বীন শিক্ষার কাজে রত তালেবে ইলম-এর ঐ মুবারক জামা'আত যারা নিজেদের মাঝে অর্থ উপার্জনের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তা না করে দ্বীনি ইলম শিক্ষার জন্য নিজের জীবন, নিজের যৌবন ও নিজের সমুদয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাচ্ছেন এবং পবিত্র কুরআন ও হাদীছ শরীফের শিক্ষা গ্রহণের কাজে লিপ্ত রয়েছেন তাদের সকলের জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে।

(গ) এছাড়া এ টাকা থেকে মহান আল্লাহ রাস্তায় দ্বীন শিখার জন্য এবং দ্বীনের দাওয়াত আল্লাহ পাকের বান্দাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য যারা ঘর ছেড়ে বেরোচ্ছেন তাদের সফর ও অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয়

www.maktabatulabrar.com

করতে হবে।

(ঘ) নিকটাত্মীয়দের মাঝে যারা অত্যন্ত দুঃস্থ ও গরীব, অথবা কোন বিধবা মহিলা বা কোন এতীম বাচ্চা কিংবা অন্যান্য মিসকিনদের যথাযথ প্রয়োজন পূরণে এ অর্থ ব্যয় করতে হবে।

অসিয়্যত সংক্রান্ত জরুরী মাসাইল

এখানে অসিয়্যত সংক্রান্ত আরো কিছু জরুরী মাসাইল লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। যেহেতু খুঁটি-নাটি চুলচেরা বিশ্লেষণ করা এখানে সম্ভব নয় বরং এখানে মৌলিকভাবে সকলের জন্য অসিয়্যত লেখার পদ্ধতি সম্পর্কে একটা দিক-নির্দেশনা দেয়াই হলো উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন হালত ও অবস্থার প্রেক্ষিতে অভিজ্ঞ মুফতী সাহেবগণের সাথে আলোচ-না করে প্রত্যেকে তার নিজ নিজ করণীয় নির্ধারণ করে নিবেন এবং তাদের পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনার উপর আমল করে নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে উজ্জ্বল করতে সচেষ্ট হবেন।

মাসআলাহঃ নিজের কোন ওয়ারিসের জন্য অসিয়্যত করা শুদ্ধ নয়। যদি কেউ নিজের ছেলে, মেয়ে, স্বামী বা স্ত্রীর জন্য অথবা এমন কারো জন্য কোন অসিয়্যত করে, সে মীরাসের মধ্যে অংশীদার রয়েছে তবে এরূপ অসিয়্যত গ্রহণযোগ্য নয়। ওয়ারিসরা শুধু মীরাসের অংশই পাবে, এর চাইতে অধিক কিছুর পাওনাদার তারা নয়।

প্রিয়নবী (সা.) বিদায় হজ্বের ভাষণে ইরশাদ করেছেন,

اِنَّ اللهَ قَدْ اَعْطٰى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّه، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. (ابو داؤد صفحه ٢٦٥)

অর্থ: মহান আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে যথাযথভাবে তার হক প্রদান করেছেন। সুতরাং কোন ওয়ারিসের ব্যাপারে কোন অসিয়্যত গ্রহণযোগ্য নয়।

মাসআলাহঃ এ বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে যে, নিজের স্ত্রীর মহর আদায় করা হয়েছে কি না। যদি স্ত্রীর মহর আদায় করা না হয়ে থাকে তবে অন্যান্য ঋণের মত এটিকেও একটি বিশেষ ঋণ বলে গণ্য করতে হবে এবং তার সমুদয় সম্পদ থেকে সর্ব প্রথম মহর আদায় করতে হবে এবং অন্যান্য ঋণ পরিশোধ করার পর তার অবশিষ্ট মীরাস বণ্টন করতে হবে।

মহর লাভ করার পর স্ত্রী যেহেতু স্বামীর মীরাসেরও অংশীদার, তাই সে তার মীরাসের প্রাপ্য অংশও আদায় করে নিবে। আর যদি পরলোকগত ব্যক্তির মীরাস এত অল্প হয় যে, মহর আদায় করে দেয়ার পর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তবুও মহরকে অন্যান্য ঋণের মতই একটি ঋণ হিসেবে গণ্য করে সর্বপ্রথম সে মহর আদায় করে দিতে হবে এবং সমুদয় মাল দিয়ে তার মহরের ঋণ পরিশোধ করবে। ওয়ারিসরা এখানে কিছুই পাবে না। (সূরা নিসা, আয়াত-১৩, মা'আরিফুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬)

মাসআলাহঃ সর্বপ্রথম মাইয়্যেতের (পরলোকগত ব্যক্তির) কাফন-দাফন সম্পন্ন করার পর তার যে সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে তা থেকে প্রথমে তার ঋণ পরিশোধ করতে হবে। এরপর যা বাকী থাকবে তার মধ্যে থেকে এক তৃতীয়াংশ সম্পদ দ্বারা তার অসিয়্যত পূর্ণ করতে হবে। অসিয়্যত যদি এমন হয় যা পূর্ণ করতে এক তৃতীয়াংশ সম্পদের বেশি প্রয়োজন হয় তবে এক তৃতীয়াংশ সম্পদ দ্বারা যতটুকু অসিয়্যত পালন করা সম্ভব ততটুকু করবে, বাকীটুকুর ব্যাপারে শরীয়তে কোন গ্রহণযে-াগ্যতা নেই এবং তা পূর্ণও করতে হবে না।

বিধান হলো, প্রথমে ঋণ পরিশোধ করা তারপর অসিয়্যতের প্রতি মনোনিবেশ করা অর্থাৎ, ঋণ অসিয়্যতের চাইতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। সুতরাং অসিয়্যতের পূর্ব করয পরিশোধ করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে করয আদায় করতে গিয়ে যদি পরলোকগত ব্যক্তির সমুদয় সম্পদও শেষ হয়ে যায় তবুও করয আদায় করে দিতে হবে। তখন আর কোন অসিয়্যতও পূর্ণ হবে না এবং কোন মীরাসও জারী হবে না। (মিশকাত, তিরমিযী, পৃ. ২৬৪)

মাসআলাহঃ যদি কোন পরলোকগত ব্যক্তির কোন ঋণ বা অসিয়্যত না থাকে তবে তার কাফন-দাফন সম্পন্ন করার পর বাকী সমুদয় সম্পদ ওয়ারিসদের মাঝে বণ্টন হবে।

মাসআলাহঃ মাইয়্যেতের শরীরের কাপড়ও মীরাসের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে অনেকে এটাকে হিসাবে না ধরে এমনিতেই সদকা করে দিয়ে থাকে, আবার কোন কোন অঞ্চলে তামা ও পিতলের যাবতীয় আসবাবপত্র হিসাবের অন্তর্ভুক্ত না করে এবং কোনরূপ ভাগ বণ্টন না করে ফকীর মিসকিনদের মাঝে বিতরণ করে দেয়া হয় অথচ এসবের মাঝে অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের এবং অনুপস্থিত ওয়ারিসদের হক বিদ্যমান থাকে,

www.maktabatulabrar.com

এমনটা ঠিক নয়।

প্রথমে সম্পদ বণ্টন করে পরলোকগত ব্যক্তির সন্তান, স্ত্রী, পিতা-মাতা, বোনসহ শরীয়তের বিধানমতে যারা এর অংশের পাওনাদার তাদের সকলকে প্রত্যেকের পাওনা পরিমাণ অংশ দিয়ে দিতে হবে এবং পরে কোন ওয়ারিস যদি স্বেচ্ছায় নিজের অংশ থেকে মাইয়্যেতের পক্ষ থেকে কিছু দান খয়রাত করে বা কয়েকজনে মিলে কিছু করে তবে এক্ষেত্রে শুধু প্রাপ্ত বয়স্কদের এমনটি করার অনুমতি রয়েছে। না বালেগ বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোন ওয়ারিস যদি তার সম্পদ খরচ করার অনুমতি দেয় তবে তার সে অনুমতি গ্রহণযোগ্য হবে না। এছাড়া যে ওয়ারিস অনুপস্থিত রয়েছে তার অনুমতি ছাড়া তার অংশ থেকে কিছু খরচ করা বা দান করাও জায়েয নয়।

মাসআলাহঃ মাইয়্যেতকে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় যে চাদর মাইয়্যেতের উপর দিয়ে রাখা হয় সেটা কাফনের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার বিধান হল সেটা মাইয়্যেতের টাকা দিয়ে খরীদ করা জায়েয হবে না। কেননা মাইয়্যেতের মাল এখন সকল ওয়ারিসের শরীকী মাল, এক্ষেত্রে কেউ যদি স্বেচ্ছায় নিজের পক্ষ থেকে খরচ করে দেয় তবে এটা জায়েয আছে। অনেক স্থানে এমন ভুল প্রথা প্রচলিত রয়েছে যে, তার জানাযায় যিনি ইমামতি করবেন তার জন্য কাফনের কাপড় থেকে একটি জায়নামায বানানো হয় এবং নামাযের পর এ জায়নামায ইমামকে দিয়ে দেয়া হয়। এখরচটি কাফনের খরচের বাইরে বিধায় ওয়ারিসদের শরীকী সম্পদ থেকে এ জায়নামায খরীদ করা জায়েয নয়। এক্ষেত্রে ইমামকে জায়নামায দিতে হবে এমন কোন কথাও শরীয়তে নেই।

মাসআলাহঃ মীরাস বণ্টনের পূর্বে তা থেকে মেহমানদের মেহমানদারী বা কোন দান-সদকা করা জায়েয নয়। এ ধরনের সদকা-খয়রাতের দ্বারা পরলোকগত ব্যক্তির কোন সওয়াবও লাভ হয় না বরং এমনটাকে সওয়াব মনে করে করাও একটা কঠিন গুনাহ। কারণ কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার সমুদয় সম্পদের মালিক হয়ে যায় তার ওয়ারিসগণ। আর ওয়ারিসদের মাঝে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ওয়ারিসও থাকে। এধরনের শরীকী মাল থেকে দান-সদকা করা এমন হবে যেমন কারো মাল চুরি করে কোন ব্যক্তির নামে দান করে দেয়া হলো। সুতরাং সর্ব প্রথম সম্পদ বণ্টন করে দিতে হবে।

এরপর যদি কোন ওয়ারিস স্বেচ্ছায় নিজের অংশ থেকে পরলোকগত ব্যক্তির নামে সদকা-খায়রাত করে তবে সে তা করতে পারে।

বণ্টনের পূর্বে ওয়ারিসদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েও ঐ শরীকী মাল থেকে কোন দান-সদকা করবে না। কারণ ওয়ারিসদের মাঝে যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক এতীম তাদের অনুমতি তো গ্রহণযোগ্য নয়। আর যারা প্রাপ্তবয়স্ক তারাও এক্ষেত্রে সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দিয়েছে কি না তার তো কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ এহেন পরিস্থিতিতে অনেক সময় মনে না চাইলেও অনুমতি দিতে বাধ্য হতে হয়। মানুষের অপবাদের ভয়েও অনেকে সম্মতি দিয়ে থাকে, কেননা এক্ষেত্রে অনুমতি না দিলে লোকেরা বলবে কেমন কৃপন মানুষ নিজের মৃত পিতা/মাতার জন্য দু'টো পয়সা খরচ করতেও সে নারায। তাই মনের অনিচ্ছাতেও হয় তো সে বলে দিবে "ঠিক আছে" অথচ শরীয়তে শুধু ঐ মালই হালাল হয় যা দাতা স্বেচ্ছায় সন্তুষ্ট চিত্তে দিয়ে থাকে। (সূরা নিসা : ৭-১০, মা'আরিফুল কুরআন, ২য় খণ্ড)

মাসআলাহঃ পেটে যে বাচ্চা থাকে তার মীরাস প্রসঙ্গ

যদি কোন ব্যক্তি কয়েকজন সন্তান রেখে ইন্তিকাল করে এবং তার স্ত্রীর পেটেও যদি বাচ্চা থাকে তবে পেটের এ বাচ্চাও ওয়ারিসদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে যেহেতু এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া দুস্কর যে, পেটের বাচ্চা কি ছেলে না মেয়ে কিংবা পেটে বাচ্চা একটি না একাধিক, একারণে পেটের বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত মীরাস বণ্টন মুলতবী রাখাই যুক্তিযুক্ত। একান্ত যদি মীরাস বণ্টন করা জরুরী হয়ে পড়ে তবে পেটের বাচ্চাকে একটি ছেলে বা একটি মেয়ে ধরে নিয়ে ছেলে হলে মীরাস বণ্টনের পদ্ধতি কি হবে আর মেয়ে হলে মীরাস কিভাবে বণ্টিত হবে এদুটো পদ্ধতি সামনে রেখে যে সুরতে ওয়ারিসরা মীরাস কম পায় সে পরিমাণ মীরাস তাদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে এবং বাকীটা ঐ পেটের বাচ্চার জন্য রেখে দিতে হবে।[১]

১. মহান আল্লাহ দ্বীন ইসলামে তার বান্দাদের অনুসরণ করার সুবিধার্থে ছোট থেকে ছোট বিষয় এবং বড় বড় সব বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ দ্বীনের মাঝে পেশাব পায়খানার নিয়ম, নখ কাটার নিয়ম থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম-পদ্ধতিও বলে দেয়া হয়েছে। আমরা সে দ্বীনের অনুসারী বিধায় আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত এবং দ্বীনের প্রতিটি বিধান নিজে পালন করা ও অন্যকে পালন করানোর চেষ্টায় লেগে থাকা আবশ্যক। আল্লাহ পাক আমাদের তাওফীক দিন।

www.maktabatulabrar.com

উলামা, পীর ও বুযুর্গাণে দ্বীনের জন্য জরুরী অসিয়্যত

দ্বীন ও ধর্মের প্রসিদ্ধ মুরব্বী, জাতির অনুকরণীয় ব্যক্তিবর্গ উলামায়ে কেরাম, পীর সাহেবান ও বুযুর্গানে দ্বীনের জন্য জরুরী হচ্ছে তারা নিজ নিজ অসিয়্যতের মধ্যে শরীয়ত গর্হিত ও নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডসমূহ বিস্তারিতভাবে লিখে নিজ নিজ অনুসারী, মুরীদ, ছাত্র ও মুহিব্বীনদের ঐ সকল গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য বিশেষভাবে তাকীদ করবেন। আর এ অসিয়্যতের উপর আলম করানোর জন্য নিজে জীবদ্দশাতেই বিশেষ কিছু লোককে খাসভাবে তা'লীম দিয়ে এমন করে তৈরী করে রেখে যেতে হবে যারা তাদের ইন্তিকালের পর নিজেরা যেমন শরীয়ত পরিপন্থী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকবে, অন্যদেরকেও বিরত রাখবে। এছাড়া যাতে আপনাদের ইন্তিকালের পর আপনাদের জানাযা (মরদেহ) নিয়েও কোন শরীয়ত-পরিপন্থী কাজ হতে না পারে সে ব্যাপারেও বিশেষভাবে অসিয়্যত করে যতে হবে। যাতে আপনাদের কাফন-দাফন সব শরীয়তসম্মত পন্থায় সহীহ সুন্নাত তরীকায় সম্পন্ন করা হয়।

অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাদেরকে বলে যেতে হবে, খবরদার! আমার ইন্তিকালের পর প্রিয়নবী (সা.)-এর সুন্নাত তরীকা পরিপন্থী কোন কাজ কশ্মিনকালেও হতে দিবে না। বরং আমার কাফন-দাফন, নামাযে জানাযা ও ইসালে সওয়াবসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ড সুন্নাত তরীকায় সম্পাদন করবে। এ ছাড়া আমি ইন্তিকালের পর বিশেষভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখবে–

১. আমার মরদেহের ছবি প্রকাশ পেতে দিবে না।
২. সংবাদপত্রে আমার কোন ছবি প্রকাশ পেতে দিবে না।
৩. জানাযায় লোক বেশি হওয়ার জন্য কিংবা আমার সকল আত্মীয় স্বজন এসে উপস্থিত হওয়ার অপেক্ষায় জানাযা বিলম্বিত করবে না।
৪. আমি মারা যাওয়ার পর দাফন করার জন্য অন্যত্র স্থানান্তর করবে না।
৫. আমার জানাযা কয়েকবার পড়বে না এবং গায়েবানা জানাযা পড়বে না।
৬. সাধারণ কবরস্থান বাদ দিয়ে কোন বিশেষ স্থানে দাফন করবে না।
৭. মসজিদ, মাদরাসা বা খানকার ওয়াক্‌ফ জমিনে আমাকে কশ্মিনকালেও দাফন করবে না। বরং সাধারণ মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করবে।

৮. আমার কবরের চারদিকে দেয়াল দিয়ে বেষ্টনী দিবে না বা চতুর্দিকে প্লাটফর্ম তৈরী করে কোন বিশেষ কবর হিসেবে প্রদর্শন করার চেষ্টা করবে না।

৯. ইসালে সওয়াব করার জন্য কোন সুন্নাত পরিপন্থী সভা সমাবেশ বা শোক সভা, তাজিয়া জলসার আয়োজন করবে না।

১০. আমার ইন্তিকালের পর আমার ব্যাপারে অবাস্তব গুণকীর্তন করে মানুষের কাছে আমাকে বড় করে প্রচার করা থেকে বিরত থাকবে।

এখানে কয়েকটি বিষয় নমুনা স্বরূপ আলোচনা করা হলো। এ ছাড়াও প্রত্যেক বুযুর্গ ও আলেম ব্যক্তি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নিজ নিজ অসিয়্যতে সন্নিবেশিত করে দিবেন।

হাকীমূল উম্মত হযরত থানবী (রহ.)-এর অসিয়্যত

হাকীমূল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) নিজের সম্পৃক্ত লোকদেরকে যে মূল্যবান অসিয়্যত করে গিয়েছিলেন আমরা নিম্নে তার কিছুটা তুলে ধরছি। হযরত (রহ.)-এর পূর্ণ অসিয়্যত "আশরাফুস সাওয়ানেহ" এবং "অসায়া" নামক গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ আছে। হযরত (রহ.) অসিয়্যতের এক পর্যায়ে বলেন,

"আমি আমার সাথে সম্পৃক্ত সকল লোকের কাছে দরখাস্ত পেশ করছি তারা যেন সর্বদা "সূরায়ে ইয়াসীন" ও তিনবার "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ" পাঠ করে আমার রূহে বখশিশ করে দেয়। এছাড়া যেন অন্য কোন সুন্নাত পরিপন্থী কাজ কিংবা কোন বিদ'আত কাজ যেন কেউ না করে। আমার ইসালে সওয়াবের জন্য তোমরা কখনো কোন মজমা-মাহ-ফিলের আয়োজন করবে না। এ ক্ষেত্রে খুব বেশি গুরুত্ব সহকারে বা গুরুত্ব ছাড়া স্বাভাবিকভাবেও যাতে একত্রিত না হয়, বরং অন্য কোন প্রয়োজনে একত্রিত হলেও সেখানে যদি আমার ইসালে সওযাবের প্রসংগ আসে তবে ইচ্ছাকৃতভাবেই সকলে পৃথক হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবেই যার যার ইচ্ছা অনুযায়ী দু'আ. সদকা, নফল ইবাদত ইত্যাদি করে আমার প্রতি ইসালে সওয়াব করবে এবং আমাকে উপকৃত করবে। (অসায়া, পৃ. ৭৪, করাচী থেকে প্রকাশিত)

www.maktabatulabrar.com

ওয়ারিসদের জন্য জরুরী হিদায়াত

অন্যন্ত গুরুত্ব সহকারে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, যদি পরলোক-গত ব্যক্তির জামার পকেটে একটি কড়িও পাওয়া যায় তবে সেটিও অন্যান্য ওয়ারিসদের অনুমতি ব্যাতিরেকে যেকোন একজন ওয়ারিসের খেয়ে ফেলা জায়েয হবে না। সুতরাং অন্যান্য সম্পদ বা নগদ টাকা যা পরলোকগত ব্যক্তি রেখে গেছে, যার মধ্যে সকল ওয়ারিসের অংশ রয়েছে তার কোনটা কুক্ষিগত করা বা নিজের দখলে নিয়ে নেয়া এবং অন্যান্য ওয়ারিসদেরকে বঞ্চিত করা তো কশ্মিনকালেও জায়েয নয় এবং এমনটি করা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

সুতরাং পরলোকগত ব্যক্তি হীরা-যহরত রেখে যাক বা মণি-মুক্তা রেখে যাক প্রত্যেকটি জিনিসের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে এবং ওয়ারিসদের সকলের নাম ও আত্মীয়-স্বজনের বিস্তারিত ফিরিস্তি উলামায়ে কেরাম এবং মুফতী সাহেবগণের খেদমতে পেশ করে এর শরীয়তসম্মত বিধান জেনে নিতে হবে। এর সাথে পরলোকগত ব্যক্তির যদি কোন ঋণ থেকে থাকে কিংবা সে যদি সুস্থ্য অবস্থায় কিংবা রোগাক্রান্ত অবস্থায় লিখিত বা মৌখিক কোন নসীহত বা অসিয়্যত করে থাকে তাও মুফতীয়ানে কেরামের খেদমতে পেশ করতে হবে। এভাবে বিস্তারিত অবস্থা বিবৃত করে মুফতী সাহেবের কাছ থেকে শরীয়তের বিধান জেনে নিয়ে সেমতে আমল করতে হবে।

এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সামান্য অর্থ-কড়ির লোভে পড়ে আখেরাতের অনন্ত জীবন বরবাদ করে দেয়া কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মো'আমালাত ও মো'য়াশারাত-এর মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতিকে লোকেরা নামায-রোযা নষ্ট হওয়ার কারণ হিসেবে ধরে না। অথচ নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, জিহাদ ইত্যাদির ন্যায় বড় বড় নেক আমলও মো'আমালা-মোআশারা এবং লেন-দেনের ত্রুটির কারণে বরবাদ হয়ে যায়। লেন-দেনের ত্রুটির অর্থ হচ্ছে এসব ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান ভঙ্গ করা। যেমন, সুদী লেনদেন করা, কারো সম্পদ বা জমি ছিনতাই বা আত্মসাৎ' করা, মীরাসের মধ্যে বোনদের পাওনা অংশ না দিয়ে নিজেই তা কুক্ষিগত করা, হারাম জিনিসের ব্যবসা করা, আমানতে খিয়ানত করা ইত্যাদি।

এমনকি কারো দুই পয়সা বা তিন পয়সা পরিমাণ হকও যদি কেউ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে এবং তা ফেরৎ দিতে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বাহানা বা কাল ক্ষেপন করে এবং না দেয়ার ফন্দি আঁটে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে যদি সে হক আদায় না করে, তবে এর দ্বারা তার সাতশত মকবুল নামায বরবাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাযত করেন, আমীন! (ফতওয়ায়ে শামী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৩; ফাযায়েলে হজ্ব, পৃ. ৫৬)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, বিষয়টি কোন সাধারণ বিষয় বা গুরুত্বহীন বিষয় নয়। সুতরাং বিষয়টি নিয়ে আমাদের চিন্তা-ফিকির করা আবশ্যক এবং খুব সর্তক থাকাও জরুরী। যদি কারো সম্পদ আমরা অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে থাকি, তবে তা আমাদের কাছে সেই লোকের পাওনা, আমরা তার কাছে ঋণগ্রস্ত। সুতরাং তা যথাসম্ভব দ্রুত আমাদের ফেরৎ দিয়ে দেয়া উচিৎ। কারণ অহেতুক নিজেকে ঋণগ্রস্ত করে রাখার ব্যাপারে শরীয়তে ধমকি এসেছে। একারণে তা থেকে অতি দ্রুত মুক্ত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে শরীয়তসম্মত পন্থায় চেষ্টা চালাতে হবে।

সেমতে পরলোকগত ব্যক্তি যেসব নগদ টাকা, অলংকার, সম্পদ এবং ছোট বড় যে সব সামানপত্র রেখে যাবে তার মধ্য থেকে সর্বপ্রথম পরলোকগত ব্যক্তির কাফন-দাফনের জন্য মধ্যম পর্যায়ের খরচ আলাদা করে নিতে হবে, অতঃপর যদি পরলোকগত ব্যক্তির কোন ঋণ থেকে থাকে যা অন্যরা তার কাছে পাবে তবে তা আদায় করে দিতে হবে। মরহুম যদি এখনো তার স্ত্রীর মহর আদায় করে না থাকে তবে তাও ঋণ হিসেবে গণ্য হবে এবং তা আদায় করে দিতে হবে। এ ছাড়া মরহুম যদি কোন জায়েয বা নেক কাজের অসিয়্যত করে থাকে এবং সে অসিয়্যত যদি কোন ওয়ারিসের ব্যাপারে না হয়, তবে তার বাকী সম্পদের সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ এখানে ব্যয় করা হবে। এ তৃতীয়াংশ সম্পদে যতটুকু অসিয়্যত পূর্ণ হতে পারে ততটুকুই করা হবে, বাকীটা পূর্ণ করা জরুরী নয়। এরপর যে পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে তা শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায়, মুফতী-গণের কাছ থেকে ভালভাবে জেনে নিয়ে ওয়ারিসদের মাঝে বণ্টন করে দিবে।

www.maktabatulabrar.com

মীরাস বণ্টন না করায় তিনটা জুলুম

বিশ্বের অন্যতম বরেণ্য মুফতী হযরত মাওলানা মুফতী শফী সাহেব (রহ.) একস্থানে লিখেছেন, মীরাস বণ্টন না করার ফলাফলে দেখা যায় মানুষ তিনটি জুলুম বা অবিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

প্রথম জুলুম বা অবিচার হচ্ছে, মীরাসের সম্পদ মহান আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বান্দার জন্য একটি পুরস্কার হয়ে থাকে যা উত্তরসুরীদের কোনরূপ চেষ্টা মেহনত ছাড়াই লাভ হয়। সুতরাং এ সম্পদ বান্দার জন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে শাহী তোহফা। সুতরাং পরবর্তী দায়িত্বশীলদের দায়িত্ব ছিলো আল্লাহ পাকের এই পুরস্কার তার পাওয়ানাদারদের কাছে পৌঁছে দেয়া। সেক্ষেত্রে তারা যখন মীরাস বণ্টন করে তা ঐ পাওয়ান-াদারদের কাছে পৌঁছে দিলো না বরং নিজের হাতে কুক্ষিগত করে রেখে দিলো এবং তার মাঝে নিজের ইচ্ছা মাফিক ব্যবহার ও খরচ-পত্র করতে থাকলো, তবে সে আল্লাহ পাকের ঐ ইনআম বা পুরস্কারের ব্যাপারে খেয়ানত করলো, আর এরূপ খেয়ানত হলো বড় জুলুম।

দ্বিতীয় জুলুম বা অবিচার হচ্ছে, এ মীরাসের সম্পদ আমার ভাই বোন প্রমুখের হক ছিলো, যা আমি নিজেই খেয়ে ফেললাম। কারণ যখনই পিতার ইন্তিকাল হয়ে যায় তখন থেকেই পিতার ঐ সম্পদের মধ্যে সকল ভাই, বোন ও অন্য অনেকে অংশীদার হয়। এ ক্ষেত্রে ঐ সম্পদ বণ্টন না করে যদি নিজেই তা কুক্ষিগত করে নেয় তবে এতে অন্যের হক নষ্ট করা হলো বিধায় তা পরিষ্কার জুলুম। অন্যের জমিন ছিনিয়ে নেয়া, অন্যের কাছ থেকে টাকা পয়সা ছিনতাই করা যেমন জুলুম অনুরূপভাবে কারো প্রাপ্য মীরাস তাকে না দিয়ে তা নিজেই ভোগ-দখন করাও জুলুম।

তৃতীয় জুলুম বা অবিচার হচ্ছে, ওয়ারিসদেরকে মীরাস না দেয়ার জুলুম। আর এটা এমন এক গুনাহ যা রেওয়াজে পরিণত হলে বংশ পরম্পরায় কয়েক পুরুষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। কেননা মীরাস যখন বণ্টন করার প্রচলন নেই এবং পিতা ইন্তিকালের পর যখন ছেলেরা মীরাস বণ্টন করবে না। এভাবে মীরাস বণ্টন না করার এধারা অব্যাহত থাকবে। আর এর যাবতীয় গুনাহ ও দায়ভার প্রথম যারা মীরাস বণ্টন করেনি সেই সব ওয়ারিসের উপরই বর্তাবে। (তাকসীমে ওয়াসাত কি আহমিয়্যত [মুফতী আবদুল রউফ] পৃ. ১৫)

কারো ইন্তিকালের পরই তার মীরাস বণ্টন করে দিবে

যে সকল লোকের অন্তরে আল্লাহ পাক আখেরাতের ফিকির ও পরকালের চিন্তা জাগ্রত করে দিয়েছেন তারা সর্ব প্রথম মীরাস বণ্টনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। এ ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দেশও এরূপই যে, কারো ইন্তিকালের পর সর্বপ্রথম তার গোসল ও কাফন-দাফনের বিষয়টি সম্পন্ন করতে হবে এবং তার করযসমূহ আদায় করে দিতে হবে। এরপর তার কোন অসিয়্যত থাকলে তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তা পূর্ণ করবে। অতঃপর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ফরয কাজ হচ্ছে তার মীরাস বণ্টন করে দেয়া। যত দ্রুত পরলোকগত ব্যক্তির মীরাস বণ্টন করে দেয়া হবে তত দ্রুত মানুষ মুক্তিপ্রাপ্ত হবে। আর মীরাস বণ্টনে যত বিলম্ব হতে ততই ঝামেলা জটিলতা সৃষ্টি হবে। এমনকি এ থেকে কখনো ভাই ভাইয়ের গলা কাটার জন্যও প্রস্তুত হয়ে যায়।

হযরত মুফতিয়ে আযম মুফতী শফী সাহেব (রহ.) সূরায়ে নিসার দ্বিতীয় রুকূর তাফসীর করতে গিয়ে লিখেছেন–

যখন কোন ব্যক্তির ইন্তিকাল হয়ে যায়, তখন তার সম্পদের প্রতিটি অংশে এবং ছোট বড় প্রত্যেকটি বস্তুর মাঝে তার ওয়ারিসদের হক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। পরলোকগত ব্যক্তির নাবালেগ বা অপ্রাপ্তবয়স্ক কোন সন্তান থাকলে সে হয় এতীম। অধিকাংশ ঘরেই দেখা যায় এধরনের এতীম বাচ্চাদের প্রতি জুলুম অবিচার করা হয়। অনুরূপ বাপের ইন্তিকালের পর তার রেখে যাওয়া সম্পদের কর্তৃত্ব যার হাতে আসে সে ঐ সন্তানদের চাচা হোক, বড় ভাই হোক, মা হোক কিংবা অন্য কোন মুরব্বী হোক তারা অধিকাংশই ঐ সকল অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়ে যেসব অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার কথা এ রুকূতে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত দেখা যায় বছরের পর বছর মীরাস অবণ্টিত অবস্থায় ফেলে রাখে শুধু ঐ বাচ্চাদের খোর পোশের পিছনে অল্প-বিস্তর খরচ করে। আরো দেখা যায় বিভিন্ন বিদ'আতী কর্মকাণ্ড, কুসংস্কার ও বদ রসম রেওয়াজের পিছনে এই শরীকী সম্পদ ব্যয় করছে। আর সরকারী কাগজপত্রে নাম পরিবর্তন করে নিজের বাচ্চাদের নাম লিখিয়ে দিচ্ছে। এগুলো এমন অপরাধ যা থেকে দু'একটি ঘর হয়তো মুক্ত থাকতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ ঘরেই এগুলো হয়ে আসছে। (মাআরিফুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৬)

www.maktabatulabrar.com

বাসর রাতে মহর মাফ করানো

কোন কোন স্থানে এ প্রথা চালু আছে যে, বিবাহ হয়ে যাওয়ার পর প্রথম রজনীতে স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে মহর মাফ করিয়ে নেয় এবং এভাবে চাপ প্রয়োগ করে যে, আমি ঐ সময় পর্যন্ত তোমার কাছে আসবো না যতক্ষণ তুমি মহর মাফ না করবে। স্মরণ রাখতে হবে এভাবে স্ত্রীকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে তার কাছ থেকে এক রকম জবরদস্তিমূলকভাবেই মহর মাফ করিয়ে নেয়া সম্পূর্ণরূপে না জায়েয। আর এভাবে মাফ করা দ্বারা মহর মাফও হয় না। আর এটা তো নিতান্তই লজ্জাকর কাজ যে, একজন পুরুষ হয়ে মহিলার কাছ থেকে মহরানার কয়েকটা টাকা পরিশোধ না করে মাফ চায়। ছিঃ! মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাযত করুন, আমীন, ছুম্মা আমীন!

ওয়ারিসগণ করয আদায়ের বিষয়টি খুব গুরুত্ব দিবে

করয বা ঋণ আদায়ের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বিধায় ওয়ারিসগণ পরলোকগত ব্যক্তির করয আদায়ের বিষয়টি খুব গুরুত্ব দিবে। করযের মধ্যে স্ত্রীর মহরও হিসাব করবে, যদি তা আদায় করা না হয়ে থাকে। এভাবে করয ও মহর ইত্যাদি আদায় করতে গিয়ে যদি পরলোকগত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদের সবটাও খরচ হয়ে যায়, তবুও তা করবে। উত্তরসূরীদের এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র শিথিলতা প্রদর্শন করা জায়েয হবে না। এতে পরলোকগত ব্যক্তির কষ্ট হয়। কারণ যদি তার ঋণ পরিশোধ করা না হয় তবে যতদিন পর্যন্ত তার ঋণ বাকী থাকবে ততদিন পর্যন্ত তার রূহ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না বরং ঋণের কারণে তাকে আঁটকে রাখা হবে। কারণ এ ঋণ হলো বান্দার হক। যতদিন কারো দায়িত্বে কোন বান্দার হক বাকী থেকে যাবে, ততদিন তাকে সামনে বাড়তে দেয়া হবে না। এজন্য যিনি ইন্তিকাল করলেন তার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা উচিৎ এবং যথাসম্ভব গুরুত্ব সহকারে দ্রুত তার ঋণ পরিশোধ করে দেয়া দরকার।

পরলোকগত ব্যক্তি অবশ্যই তার যেসব ঋণের কথা লিখে রেখে গেছে সেগুলো তো অবশ্যই আদায় করবে। এছাড়া যদি আরো ঋণ প্রমাণিত হয় তবে তাও পরিশোধ করে দিবে। আর যিনি ইন্তিকাল করেছেন তিনি যদি এমন হন যে, ঋণ বা মানুষের পাওনা তাঁর লিখে রাখার অভ্যাস

ছিলো না, তবে সে ক্ষেত্রে তার বন্ধু-বান্ধব এবং যাদের সাথে তার লেন-দেন ছিলো তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে হবে। এরপর যে পরিমাণ ঋণ প্রমাণিত হবে সে পরিমাণ গুরুত্ব সহকারে আদায় করে দিবে।

অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা জুলুম

মীরাস ওয়ারিসদের পাওনা এটা বণ্টন করে প্রত্যেকের পাওনা তাকে দিয়ে দেয়াই হলো শরীয়তের নির্দেশ। আল্লাহ পাক না করুন যদি করো মাথায় এমন দুষ্ট বুদ্ধি জায়গা করে নেয় যে, "মীরাস বণ্টনই করবো না" তবে এমনটা নিতান্তই জুলুম ও অবিচারের কথা। হাদীছ শরীফের একটি বর্ণনায় এসেছে– প্রিয়নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন ওয়ারিসকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করে দিলো তবে এরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার অংশ থেকে বঞ্চিত করে দিবেন। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত পৃ. ২৬৬ হাদীছ নং- ২৯৩৮)

সুতরাং কোন ওয়ারিসের প্রাপ্য হক আত্মসাং করা বড়ই বিপদ ও আযাবের কাজ।

অপর এক হাদিছে প্রিয়নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, "তোমরা শুনে নাও! তোমরা কারো প্রতি অবিচার (জুলুম) করো না। খবরদার জেনে রাখো! কোন মুসলমানের কোন মাল তার সন্তুষ্টি ও সম্মতি ব্যতিরেকে হালাল হয় না। (বাইহাকী)

এর অর্থ হচ্ছে, প্রিয়নবী (সা.) আমাদের বলেছেন, অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের সম্পদ খেয়ো না। কোন ব্যক্তি ইন্তিকাল করলে তার যতজন ওয়ারিস আছে, মীরাসের মালের মধ্যে তাদের সকলেরই অংশ রয়েছে। সুতরাং তাদের সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে সে মাল নিজের কাছে রেখে দেয়া কিংবা নিজে ব্যবহার করা, নিজে তা থেকে খাওয়া সম্পূর্ণরূপে জুলুম এবং না-জায়েয কাজ।

উপরোক্ত কথাকেই আরেকটু ব্যাখ্যা সহকারে অপর একটি হাদীছে প্রিয়নবী (সা.) ইরশাদ করেন, শোন! যদি তুমি তোমার কোন ভাইয়ের উপর জুলুম করে থাকো তবে আজই সেটা তার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নাও! এমন একটি দিন উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই যে দিন কোন টাকা-পয়সার কারবার থাকবে না, দেরহাম-দিনার কোন কাজে আসবে না বরং সেদিন

www.maktabatulabrar.com

যা হবে তা হলো যদি জালিমের আমলনামায় কোন নেকী থেকে থাকে তবে সে তার মুসলমান ভাইয়ের উপর যে পরিমাণ জুলুম করেছে সে পরিমাণ নেকী ঐ মজলুমের আমলনামায় জমা করে দেয়া হবে। আর যদি জালিমের আমলনামায় কোন নেকী না থাকে তবে ঐ মজলুমের আমলনামায় যে গুনাহ আছে সে গুনাহ থেকে জালিমের জুলুম পরিমাণ গুনাহ জালিমের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী শরীফ, হাদীছ নং- ২২৬৯, কিতাবুল মাজালিম)

কোন ব্যক্তির ইন্তিকালের পর তার এক সুই পরিমাণ সম্পদ হলেও তার মধ্যে সকল ওয়ারিসগণ অংশীদার ও শরীক হয়ে যায়। সুতরাং তাদের সম্মতি ব্যতিরেকে মীরাসের সম্পদ ব্যবহার করা কীভাবে জায়েয হতে পারে? বিশেষত ওয়ারিসদের মাঝে যদি কোন নাবালেগ বা অপ্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিস থাকে তখন তো বিষয়টি আরো জটিল ও কঠিন হয়ে যায়। কারণ নাবালেগ ও এতীমের মাল ভক্ষণ করাকে আল্লাহ পাক হারাম ঘোষণা করেছেন। যেমনটি পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا.

অর্থ: "নিশ্চয় যেসব লোক ইয়াতীমের সম্পদ জুলুম করে তথা না হক পন্থায় ভক্ষণ করে সে শুধু নিজের পেটের মধ্যে আগুনই প্রবেশ করাচ্ছে এবং শিঘ্রই তাদেরকে উত্তপ্ত আগুনোর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে"। (সূরা নিসা : ১০)

আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু জুলুম

মীরাস বণ্টন না করার কারণে এতবড় কঠিন বিপর্যয় ও আযাবের ধমকী আসার পরেও আমাদের সমাজে মীরাস বণ্টনের বিষয়ে যথেষ্ট গাফলতী ও সিথিলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে তো মীরাস বণ্টনই করা হয় না আবার কোথাও করা হলেও তা বণ্টনের নির্দিষ্ট সময়ে না করে বরং অনেক পরে করা হয়ে থাকে।

পিতা ইন্তিকালের পরে তার কোন এক সন্তান সম্পদের মালিক হয়ে বসে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় ভাই তার বোনকে মীরাসের অংশ দেয় না। তবে কিছু কিছু পরিবার আছে যারা এ বিষয়ে সচেতন।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় স্ত্রীকেও মীরাসের অংশ দেয়া হয় না। অনুরূপ মাকেও মীরাসের অংশ দেয়া প্রয়োজন মনে করা হয় না। পরলোকগত ব্যক্তির মেয়ে, তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানরা অনেক ক্ষেত্রে মীরাস থেকে বঞ্চিত হয়। এমনিভাবে যে ভাই পিতার জীবিত থাকা অবস্থা থেকে অধীনস্থ অবস্থায় আছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজ কারবারের উপর তার কর্তৃত্ব নেই সেও মীরাস থেকে বঞ্চিত হয়। আর সাধারণভাবে দেখা যায় এমন ভাইয়েরাই ফতওয়া নেয়ার জন্য আসে, যাদের হাতে কারবারের কর্তৃত্ব থাকে না। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদির উপর যার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে সে ঐ ফতওয়া দেখে সেটাকে উপেক্ষা ও অস্বীকার করে দেয়। বলে দেয় আমার ফতওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আমি ঐ ফতওয়া মানি না। এরূপ করা নিতান্তই জুলুম। মহান আল্লাহ পাকই ভাল জানেন আমাদের সমাজে মীরাস সংক্রান্ত এহেন অবিচার আর কতদিন চলতে থাকবে।

আর যে ভাই কারবার পরিচালনার দায়িত্বে নিয়েজিত থাকে সে ছোট ভাই-বোনদেরকে হয়তো বা মোটেও দেয় না অথবা দিলেও নির্ধারিত পাওনা থেকে কম দেয়। মহান আল্লাহর বিধানমতে এর পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, তার টাকা-পয়সা বিভিন্ন রোগ-ব্যারাম, বালা-মুসীবতে লিপ্ত হওয়ার কারণে পানির মত খরচ হয়ে যেতে থাকে।সে হুজুরদের কাছে তাবিজ আনতে যায় আর পানি পড়া আনতে যায়, ছাগল বকরী সদকা করে, অথচ তার এসব বিপদ মুসীবত ভাই বোনদের হক আদায় করে দেয়ার দ্বারাই দূর হতে পারে, অন্য কোন পন্থায় নয়। আর মূলত এ জাতীয় বালা-মুসীবত দিয়ে আল্লাহ পাক তাকে সতর্ক করেন যে, তুমি সংশোধন হয়ে যাও।

এরপরও যদি সে পওনাদারদের পাওনা আদায় না করে তবে হকদারদের বদ দু'আর ফলে তার অন্যান্য হালাল মালও বরবাদ হয়ে যায়। এ তো দুনিয়ার পরিণতি, আর পরকালে তার জন্য অপেক্ষা করছে এর চাইতেও ভয়াবহ পরিণতি। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে হিফাযত করুন এবং প্রত্যেকের হক ও প্রাপ্য যথাযথভাবে আদায় করার তৌফীক দিন, আমীন।

www.maktabatulabrar.com

ভাই চাও না সম্পদ চাও?

অনেক ভাই এমন আছেন, যাদের কাছে তাদের বোনেরা তাদের প্রাপ্য মীরাস চাইতে গেলে ঐ ভায়েরা এতে কষ্ট পায় এবং বোনদেরকে এমন কথা বলে যাতে বোনরাও কষ্ট অনুভব করে। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা বোনদেরকে এমন প্রশ্নও করে বসে যে, তোমরা ভাই চাও না সম্পদ চাও? ব্যাপারটি যেন এমন যে, সম্পদের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করলে ভাই আর ভাই থাকবে না, তার সাথে ভ্রাতৃত্ব ছুটে যাবে এবং সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। বিষয়টি কত দুঃখজনক।

তার কথার পরিষ্কার মর্ম তো এটাই দাঁড়ায় যে, তুমি যদি সম্পদ তথা তোমার প্রাপ্য অংশ তথা মীরাস চাও তবে চিরদিনের জন্য আমার তোমার সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে, আমি আর কখনো তোমাকে যেমন ডাকবো না তেমনি খানা-দানাও খাওয়াবো না, আমি তোমার কাছে বা তোমার বাড়ীতে কোন দিন যাবও না। তোমার জীবন ও মরণ কোনটাতেই আমি তোমার সাথে শরীক হবো না। হ্যাঁ তবে যদি তুমি তোমার পাওনা মীরাস ছেড়ে দাও, যদি ওটা দাবী না কর তবে আমি তোমার ভাই আছি, সর্বদা তোমার খোঁজ-খবর নেব তোমার সুখ-দুঃখে আমি তোমার পাশে থাকবো। ভাই বোনের জন্য যেমনটি করে থাকে, তা আমিও করে যাবো। এভাবে বোন ও কন্যাদের উপর এ বিরাট অবিচার ও জুলুম অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যাওয়া হয়।

বোনদের থেকে দাবী ছাড়িয়ে নেয়া জায়েয নয়

অনেক লোক এমন আছে যারা কিছুটা দ্বীনদার বলে মনে করা হয় তারা বোনদের কাছ থেকে তাদের পাওনার ব্যাপারে দাবী ছাড়িয়ে নেয় এবং বোনকে বলে যে, তোমার পাওনা মীরাসের তুমি দাবী ছেড়ে দাও ওটা আমি ভোগ দখল করবো। সেমতে বোনও ভাইয়ের কথায় প্রভাবিত হয়ে মৌখিতভাবে দাবী ছেড়ে দেয় এবং বলে দেয় যে, আমি আমার মীরাসের পাওনা অংশের দাবী ছেড়ে দিলাম এবং তা আপনাকে দিয়ে দিলাম। এ ব্যাপারে আমি এখন আর কিছু দাবী করতে পারবো না। এরপর ঐ ভাই মনে করে এবার আমি একাই সমুদয় মীরাসের অধিকারী। আমার মা এবং বোন এ মীরাসের মধ্যে কোন হকদার নেই এবং এভাবে তার মা বোন তথা পরলোকগত ব্যক্তির মেয়ে ও স্ত্রী মীরাসের প্রাপ্য হক থেকে বঞ্চিত হলো।

স্মরণ রাখতে হবে যে, এভাবে মৌখিক দাবী ছেড়ে দেয়ার দ্বারা মোটেও দাবী ছাড়া হয় না। শরীয়তে এ জাতীয় মৌখিক কথার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। এভাবে বলে দিলেই বোনের মীরাসের অংশের মালিক ভাই হয়ে যায় না বিধায় ভাইয়ের জন্য বোনের ঐ মীরাস ভোগ দখল করা মোটেও হালাল হয়ে যায় না।

সুতরাং ভাইদেরকে বিষয়টি গভীরভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। হালাল পন্থায় পাওয়া অল্পতেও বরকত থাকে, কিন্তু অন্যায় বা অবৈধ পন্থায় বিস্তার সম্পদ লাভ করলেও তাতে কোন বরকত থাকে না, অভাব লেগেই থাকে।

এমন চিন্তা মনে আনা যে, আমি বোনকে কেন মীরাস দিবো, এ চিন্তা তো মুসলিম আইনসিদ্ধ নয়ই এবং এ ধরনের মনোভাব হলো হিন্দুয়ানী মনোভাব। হিন্দু সম্প্রদায়ের মতবাদে মেয়েদের জন্য মীরাসের কোন অংশ থাকে না। পিতা তার জীবদ্দশায় মেয়েকে যা দিলো তাই সে পেলো। পিতা মরার পর তার মীরাসে মেয়ে কোন অংশের মালিক নয়। পিতা মরার পর তার যে সম্পদ রয়ে গেলো তার পুরোটাই শুধু ছেলেরা পাবে, মেয়েদের কোন অংশ তাতে নেই। এ ধরনের হিন্দুয়ানী প্রথা আজ মুসলিম সমাজেও ঢুকে পড়েছে। এটা বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়।

বোনদের অংশ প্রথমে তার হাতে বুঝিয়ে দাও

ভাইদের কর্তব্য হচ্ছে, বোনদের মীরাসের প্রাপ্য অংশ প্রথমে তার হাতে বুঝিয়ে দিবে এবং তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে এই মর্মে যে, সে তার এ সম্পদ যেখানে ইচ্ছা খরচ করতে পারে। এভাবে তার হাতে বুঝিয়ে দেয়ার আগেই সে ভদ্রতাবশত যদি মৌখিকভাবে এমন কথা বলে যে, আমি মীরাসের কোন অংশ চাই না, এধরনের মৌখিক কথার শরীয়তে কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। কারণ একদিকে পূর্ব থেকেই তো আমাদের সমাজে বোনদের অংশ না দেয়ার একটা কুপ্রথা প্রচলিত আছে অপরদিকে বোনদের অংশ না দেয়ার জন্য ভাইদের মনে বিভিন্ন বাহানা ও উসীলা সর্বদাই উদয় হতে থাকে। সেমতে ভাইদের সর্বদাই চেষ্টা থাকে যে, কীভাবে এই সম্পদ, এই কারখানা, এই দোকান, এই কাচারী এবং এই বাড়ী সব আমাদের কাছে রেখে দেয়া যায়, বোনদের কাছে যাতে না চলে যায়। একারণে ভাইদের উচিত হলো, অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে এবং প্রশস্ত ও

www.maktabatulabrar.com

উদার মনে মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করার বিষয়টি সামনে রেখে এবং পরকালের পাকড়াও-এর কথা চিন্তা করে প্রত্যেক ওয়ারিসের পুরোপুরি পাওনা অংশ পৃথক করে তাদের হাতে বুঝিয়ে দিয়ে দিবে এবং তাদেরকে বলবে যে, প্রথমে তুমি তোমার অংশ সংরক্ষণ করে নাও এবং বুঝে নাও যাতে আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে দায়মুক্ত হয়ে যেতে পারি। এরপর তোমার ইচ্ছা, তুমি যেখানে ইচ্ছা তোমার সম্পদ তুমি খরচ করতে পারো। ইচ্ছা হলে তুমি দান করে দিতে পারো বা মসজিদ নির্মাণ করতে পারো কিংবা তোমার নিজের ব্যবহারেও কাজে লাগাতে পারো।

ঘরে ব্যবহৃত আসবাবপত্র

কোন কোন স্থানে এমনও হতে দেখা যায় যে, পিতার ইন্তিকালের পর দোকন, বাড়ী-ঘর, কল-কারখানা ইত্যাদির উপর তো ছেলের কর্তৃত্ব চলে আসে, কিন্তু ঘরে যেসব ব্যবহারের সামগ্রী থাকে ওগুলো পরলোকগত ব্যক্তির স্ত্রীর আয়ত্বে চলে আসে। সে বিধবা নারী ঐ সব আসবাবপত্রের মালিক হয়ে বসে। সে ওগুলো যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় ও ব্যবহার করতে থাকে। এমনটিও শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নয় বরং এটাও ঐরূপ হারাম ও না জায়েয যেমনিভাবে বোন বা কন্যার মীরাসের অংশ না দিয়ে তা কুক্ষিগত করা হারাম ও না জায়েয।

সুতরাং স্বামী পরলোকগত বিধবা নারীদেরকেও এসব ব্যাপারে খুব সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে এসব আসবাবপত্রের মাঝেও সকল ওয়ারিসদের হক রয়েছে। সুতরাং তাদের পাওনা হক এখানেও যথাযথভাবে আদায় করে দিতে হবে।

প্রথমে মাসআলা জেনে নিতে হবে

কেউ ইন্তিকাল করলে তার ওয়ারিসদের প্রথমে কাজ হলো অভিজ্ঞ কোন মুফতী সাহেবের কাছে নিজের পারিবারিক অবস্থা জানিয়ে সে ব্যাপারে শরীয়তের বিধান জেনে নিবে। যেমন মুফতী সাহেবের কাছে এভাবে লিখিত ফতওয়া প্রার্থনা করবে যে,

মুহতারম জনাব মুফতী সাহেব,

আমার পিতা ইন্তিকাল করেছেন, আমরা ... জন ভাই, ... জন বোন ও আমাদেরকে মাতাকে ওয়ারিস তিনি রেখে গেছেন। এক্ষেত্রে আমাদের

মীরাস বণ্টনে শরীয়তের রায় জানিয়ে বাধিত করবেন। আমাদের মাঝে কে কতটুটু সম্পদ পাবে সে বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আপনার খিদমতে বিনীতভাবে আবেদন করছি।

সালামান্তে
মুহাম্মাদ আবদুর রহমান
ঠিকানা ...

এভাবে ফত্ওয়া ও ফারায়েয প্রার্থনা করার পর যখন সংশ্লিষ্ট মুফতী সাহেব এর জবাব দিবেন তখন সকল দায়িত্বশীলদের উপর এ দায়িত্ব এসে যাবে যে, তারা মুফতী সাহেবের বর্ণনা মোতাবেক যথাযথভাবে মীরাস বণ্টন করে দিবে। অন্যথায় আল্লাহ পাক না করুন যদি কারো ভাগে অন্যের এক বিঘত জমিও চলে আসে তবে সেজন্য তাকে বড় ভয়ানক শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

অন্যের জমি ভোগ-দখলের ভয়ানক শাস্তি ও ধমকী

হাদীছ শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, প্রিয়নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অন্য কারো এক বিঘত জমিও অন্যায়ভাবে ভোগ দখল করবে তার ঐ এক বিঘত জমির মাটি সাত স্তর জমিন থেকে এনে তা দ্বারা গলার বেড়ি তৈরী করে ঐ জমি অন্যায় দখলকারীর গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং- ২৯৫৯)

অপর একটি বর্ণনায় আছে– যে ব্যক্তি এক বিঘত জমিও অন্যায়ভাবে ভোগ করবে কিয়ামতের দিনে সে যখন কবর থেকে উঠবে তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তার প্রতি নির্দেশ হবে যে, ঐ এক বিঘত জমির মাটি সাত তবক জমি থেকে খনন কর। অতঃপর যখন তার খনন করা শেষ হবে এবং এতে যে পরিমাণ মাটি বের হবে তা দ্বারা হার বানিয়ে তার গলায় পরিধান করিয়ে দেয়া হবে। এটা ঐ সময় পর্যন্ত তাকে বহন করতে হবে যতক্ষণ অন্য লোকদের হিসাব-নিকাশ শেষ না হবে। (মুসনাদে আহমদ,হাদীছ নং ১৬৯৩)

হাদীছ শরীফের অপর এক বর্ণনায় আছে যে, "যদি কোন ব্যক্তি অন্য কারো জমিন অন্যায়ভাবে করায়ত্ব করে, তবে ঐ ব্যক্তিকে সে জমির সাত স্তর নীচে দাবিয়ে দেয়া হবে।" (বুখারী)

www.maktabatulabrar.com

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে যেন এ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। আমিন!

ইয়াতীমের মাল খাওয়া হারাম

মীরাস বণ্টন না করা বা বণ্টনে টালবাহানা করাও উপরে বর্ণিত হাদীছের ধমকীর অন্তর্ভুক্ত। একারণে মীরাস বণ্টনের বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সতর্ক ও তৎপর থাকা প্রয়োজন।

কিন্তু আমাদের সমাজ থেকে বর্তমানে মীরাস বণ্টনের গুরুত্ব অনেকাংশেই লোপ পেয়ে গেছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইচ্ছামত পরলোকগত ব্যক্তির সম্পদ খরচ করতে থাকে। এমনটা নিঃসন্দেহে একটি গর্হিত অন্যায় ও ভয়ানক শাস্তির কারণ। বিশেষত যখন ওয়ারিসদের মাঝে নাবালেগ এবং ইয়াতীম ওয়ারিস থাকে তখন একাজ করলে তা আরো অধিক গুরুতর অন্যায় ও পাপ বলে গণ্য হবে। কারণ অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল খাওয়া হারাম।

আর সাধারণত এমনটিই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যে, ওয়ারিসদের মাঝে এক দুইজন ইয়াতীম সন্তান থাকে। তার বড় ভাইয়েরা এ বিষয়টি খেয়াল করে না যে, মীরাসের প্রতিটি পয়সার মাঝে ঐ ইয়াতীম সন্তানেরও হক বিদ্যমান আছে। তার প্রাপ্য অংশ আমরা কীভাবে ব্যবহার করতে পারি? এজন্য বড়ভাইদের উচিৎ হলো, যথাসম্ভব দ্রুত মীরাস বণ্টন করে ঐ নাবালেগ ইয়াতীমের অংশ আলাদা করে দেয়া। এরপর যারা প্রাপ্তবয়স্ক বালেগ ওয়ারিস আছে, তারা ইচ্ছা করলে নিজেদের অংশ একত্রে রেখে পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবহার করতে পারে। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, সকল অংশীদার এ ব্যাপারে সম্মত আছে কি না। তবে প্রত্যেকের অংশ পৃথক করে দেয়াই অধিক নিরাপদ। এতে কারো বেশি আবার কারো কম ভোগ করার সুযোগ থাকে না।

প্রকৃত দুঃস্থ কে?

হাদীছ শরীফের ঐ বাণী আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যার সারমর্ম হচ্ছে– একবার প্রিয়নবী (সা.) সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমরা বলো তো দুঃস্থ কে? সাহাবায়ে কেরাম (রা.) জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! আমরা তো এমন ব্যক্তিকে গরীব বা দুঃস্থ

বলে থাকি যার কাছে টাকা-পয়সা থাকে না। প্রিয়নবী (সা.) তখন ইরশাদ করলেন, প্রকৃত দুঃস্থ সে নয় বরং প্রকৃত দুঃস্থ হলো সেই ব্যক্তি যে, মহান আল্লাহ পাকের দরবারে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার কাছে নেকির পাহাড় থাকবে, সে অনেক নামায পড়েছে, যিকির তাসবীহ পাঠ করেছে, দান-সদকা করেছে। কিন্তু যখন সে আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হবে, তখন তার ঐ সকল পাওনাদার উপস্থিত হয়ে যাবে যাদের হক সে নষ্ট করেছে, যাদের কাউকে সে অন্যায়ভাবে কোন গালী দিয়েছে, কাউকে অন্যায়ভাবে প্রহার করেছে, কাউকে কষ্ট দিয়েছে, কাউকে না হক শাস্তি দিয়েছে। এ ধরনের সকল পাওনাদারগণ উপস্থিত হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করবে, আয় আল্লাহ পাক! এই ব্যক্তি আমাদের এ হক নষ্ট করেছে, আমরা তার কাছে এ হকসমূহ পাওনা রয়েছি। আর পরকাল তো এমন স্থান যেখানে টাকা-পয়সা দিয়ে কোন কাজ হবে না। সেখানে চলবে নেকের মুদ্রা। তাই প্রত্যেকের পাওনা সেখানে নেকী দিয়ে আদায় করতে হবে। সেমতে মহান আল্লাহ ঐ পাওনাদারদের মাঝে এই ব্যক্তির নেকী বণ্টন করতে শুরু করবেন। এক সময় দেখা যাবে তার নেকির পাহাড় শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এখনো অনেক হকদার বাকী রয়ে গেছে। এবার ঐ পাওনাদারদের গুনাহের বোঝা এ লোকটার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর সে সব গুনাহের বোঝা নিয়ে লোকটা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (মুসলিম শরীফ, হাদীছ নং- ৪৬৭৮)

প্রথম যখন সে এসেছিলো তখন জান্নাতে যাওয়ার আশা নিয়েই এসেছিলো এবং অবস্তার পরিপ্রেক্ষিতে তার দৃঢ় বিশ্বাসও ছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে জাহান্নামমুখীই হতে হলো। হযরত রসূলে কারীম (সা.) ইরশাদ করেন "প্রকৃত দুঃস্থ হলো এই ব্যক্তি।"

তাই খুব খেয়াল রাখতে হবে যাতে আমাদের কারো দ্বারা এমনটা না হয়ে যায় যে, আমরা মীরাস বণ্টন না করে কোন আপন জন বা প্রিয় জনের প্রাপ্য হক আমাদের যিম্মায় রেখে দিলাম, ফলে পরকালে মহান আল্লাহ পাকের পাকড়াও-এর মুখোমুখী হলাম। মহান আল্লাহ আমাদেরকে অন্যের প্রাপ্য যাবতীয় হক দুনিয়াতেই যেন আদায় করে দেয়ার তওফীক দান করেন। আমীন!

www.maktabatulabrar.com

বান্দার হক আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমাদের জীবন আমাদেরকে এমনভাবে কাটাতে হবে যাতে আমাদের মুখ থেকে কেউ কোন কষ্ট না পায় এবং আমাদের হাত-পা থেকে কারো কোন কষ্ট না লাগে এবং অন্য কারো পাওনা হক যাতে আমাদের দায়িত্বে থেকে না যায় এবং তা যেন পুরোপুরিভাবে পাওনাদারকে দিয়ে দায় মুক্ত হওয়া যায়।

পাকিস্তানের একজন বিশিষ্ট আলেম, উস্তাযুল হাদীছ হযরত মাওলানা সুবহান মাহমূদ সাহেব হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, দুনিয়াতে যদি একটা সিকি (চার আনা) পরিমাণ মূল্যের কোন বস্তু কারো কাছে কেউ পাওনা থাকে আর জীবদ্দশায় যদি তা আদায় করা না হয়, তবে কিয়ামত দিবসে ঐ এক সিকির পরিবর্তে সাত শত মকবুল নামায ঐ পাওনাদারকে দিয়ে দিতে হবে।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার! কিয়ামতের দিন অবশ্যই আসবে এতে কোন সন্দেহ নেই, সেদিন হিসাব-নিকাশ হবে এতেও কোন সন্দেহ নেই। বান্দার হক নষ্ট করা হলে তা যে রেজিষ্টার ভুক্ত হয়ে থাকে এতেও বিন্দুমাত্র কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং আমাদেরকে মীরাস বণ্টনের ক্ষেত্রে সর্বরকম অবহেলা থেকে ফিরে আসতে হবে এবং সকল ওয়ারিসদেরকে শরীয়তসম্মত পন্থায় তাদের প্রাপ্য মীরাসের অংশ যথাযথভাবে তাদের হাতে পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে পুরোপুরি যত্নবান হতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে এ ধরনের সর্বনাশা অবহেলা ও গাফলতি থেকে ফিরে আসার তাওফীক দান করুন এবং মীরাস বণ্টনের ক্ষেত্রে যথাযথ হুশিয়ার ও কার্যকর কর্ম পন্থা গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন, আমীন!

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের প্রতি সদাচরণের উপায়

অসিয়্যত সংক্রান্ত এ আলোচনা যে]সব বিষয়ের প্রতি সকলকে সজাগ ও সচেতন করা হয়েছে এবং যেসব বিষয়ে অসিয়্যত করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, আপনি যদি জানতে পারেন যে, এর কোন একটি ফরয বা ওয়াজিব আদায়ের ব্যাপারে আপনার পিতা-মাতার কোন ত্রুটি হয়ে গেছে কিংবা তাঁরা এ ব্যাপারে অবহেলা করে ফেলেছেন, তাহলে আপনি পিতা-মাতার একজন বাধ্যগত নেক ও হিতাকাংখী সন্তান হিসেবে

পিতা-মাতার ঐসব ফরয ওয়াজিব আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট হোন এবং অভিজ্ঞ আলেম ও মুফতীগণের কাছ থেতে তা আদায়ের পদ্ধতি জেনে নিয়ে ধীরে ধীরে তা আদায় করে দিতে থাকুন।

দিন-রাত ২৪ ঘণ্টায় আপনার সাথে যতজন মুসলমানের সাক্ষাৎ হয় তাদেরকে পুরোপুরি দ্বীনের উপর আমলে যত্নবান হতে এবং দ্বীনের প্রচার-প্রসারে একাগ্র চিত্ত হতে পরামর্শ দিন এবং এজন্য তাদেরকে প্রস্তুত করুন। অনুরূপ রাত-দিনের ২৪ ঘণ্টায় আপনার যেসব অমুসলিমদের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে থাকে তাদেরকে দ্বীনের নিকটবর্তী করতে এবং দ্বীনের প্রতি তাদেরকে উৎসাহিত করতে সকল বৈধ কৌশল অবলম্বন করুন, যাতে আপনার মরহুম পিতা-মাতা কবরে বসে বসে এর সওয়াব লাভ করতে পারেন।

আপনি নিজে যদি পবিত্র কুরআনের হাফেয কিংবা দ্বীনের আলেম না হয়ে থাকেন, তবে নিজের সন্তানদেরকে এ সওয়াব ও ফযীলত থেকে বঞ্চিত করবেন না। বরং আপনি আপনার সকল ছেলে ও মেয়েকে পবিত্র কুরআনের হাফেয ও দ্বীনের খাঁটি আলেম হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করুন। তা না হলেও অন্তত সহীহ তাজভীদ সহকারে বিশুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দিন এবং তাদেরকে আরবী ভাষা সম্পর্কেও জ্ঞান দান করুন। এটাও আপনার পরলোকগত পিতা-মাতার কাছে গিয়ে পৌঁছুবে এবং এর সওয়াব লাভ করে তারা পরকালে উপকৃত হবেন এবং এটা তাদের জন্য একটা সদকায়ে জারিয়া হয়ে থাকবে।

যদি আপনার পরলোকগত পিতা জীবিত থাকতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন আর সে সময় নিজ অধীনস্থদের সাথে কিংবা দোকানের খরীদদারদের সাথে যদি কোন বদ আচরণ করা হয়ে থাকে কিংবা তার তুলনায় ছোট ব্যবসায়ীর সাথে যদি কোন দুর্ব্যহার করা হয়ে থকে কিংবা তিনি যদি তাদের প্রতি কোনরূপ বে-ইনসাফী অথবা জুলুম করে থাকেন, তবে আপনি ঐ সকল কর্মচারী কিংবা অধীনস্থদের সাথে সদাচরণ করুন এবং তাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে বেশি বেশি দিয়ে তাদেরকে খুশি করে দিন, যা দ্বারা আপনার মরহুম পিতার কৃত অবিচার ও অবহেলার ক্ষতি পূরণ ও তার মাফ হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে।

www.maktabatulabrar.com

অনুরূপভাবে আপনার মুহতারামা মায়ের পক্ষ থেকে যদি তাঁর বোনদের, চাকরানীদের কিংবা গরীব আত্মীয়-স্বজনের পাওনা হক আদায়ের ব্যাপারে কোন অলসতা বা ত্রুটি হয়ে থকে, আর আপনি যদি তা অবগত হতে পারেন, তবে তারও ক্ষমা ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে ভুল করবেন না।

আপনার পিতা যদি কোন কর্মচারী বা কর্মকর্তা থেকে থাকেন আর তার ইন্তিকালের পর আপনি যদি জানতে পারেন যে, তাঁর থেকে দায়িত্ব পালনে গাফলতী হয়েছে কিংবা তার যতটুকু সময় দায়িত্ব পালনের কথা সেটুকু পালন না করে সময় কম দিয়েছেন কিংবা আর্থিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে তাঁর থেকে কোন ত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে, তবে তারও একটা ক্ষতিপূরণ করে সেটা মাফ করানোর ব্যবস্থা করবেন।

আপনার মরহুম পিতা দোস্ত-আহবাব এবং আপনার মরহুম মাতার বান্ধবীদের সাথে সর্বদা সদাচরণ করবেন। নিজ পিতা-মাতার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে সদাচরণ স্বয়ং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের সমতুল্য এবং এর দ্বারা জীবদ্দশায় পিতা-মাতার সাথে সদাচরণে কিংবা তাদের হক আদায়ে কোন ত্রুটি হয়ে থাকলে তাও পূরণ হতে পারে।

হাদীছ শরীফের একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত আবূ সাঈদ মালেক ইবনে রবী'আহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমরা একবার প্রিয়নবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। ইতিমধ্যে বনী সালামা গোত্রের একজন লোক রাসূলে পাক (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং সে জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার পিতা-মাতার ইন্তিকালের পর তাদের সাথে সদাচরণের কোন ক্ষেত্র অবশিষ্ট আছে কি? প্রিয়নবী (সা.) জবাব দিলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই আছে, (আর তা হলো)–

তাদের জন্য দু'আ করা,
তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা,
তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করা,
তাদের দোস্ত-আহবাবদের সম্মান করা।

(আবূ দাউদ শরীফের হাওয়ালায় মিশকাত শরীফ)

অপর এক হাদীছে এ ঘটনার পর আরো উল্লেখ আছে যে, সে ব্যক্তি প্রিয়নবী (সা.)-এর খেদমতে আরয করেছিলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)!

এটা কতই না সুন্দর এবং উত্তম কথা। তখন নবীজী (সা.) ইরশাদ করেন, তাহলে এবার এর উপর আমল করতে থাকো। (তারগীব)

অপর এক হাদীছে এসেছে, হযরত ইবনে দীনার (রহ.) বলেন যে, হযরত ইবনে উমর (রা.) একবার মক্কার পথ ধরে হাঁটছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি রাস্তায় একজন গ্রাম্য লোকের সাক্ষাৎ পেলেন। তখন সাথে সাথে হযরত ইবনে উমর (রা.) তাঁকে নিজের সাওয়ারী দিয়ে দিলেন এবং নিজের মাথার পাগড়ী খুলে তাকে হাদিয়া দিয়ে দিলেন। এ দৃশ্য দেখে হযরত ইবনে দীনার (রহ.) আরয করলেন, একি হযরত, এ লোকটি তো এর চেয়ে কম কিছু করলেও খুশি হয়ে যেতো (তার জন্য এতো কিছু করার তো প্রয়োজন ছিলো না, অথচ আপনি তাকে সাওয়ারীও দিয়ে দিলেন, পাগড়ীও দিয়ে দিলেন) হযরত ইবনে উমর (রা.) তখন বললেন, এ লোকটির পিতা আমার পিতার বন্ধু ছিলেন। আর আমি প্রিয়নবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, মানুষের জন্য উত্তম দান হলো নিজের পিতার বন্ধুদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ দেখানো।

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের প্রতি বড় এহসান কী?

পিতা-মাতা দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর তাদের সাথে যাদের সুসম্পর্ক ছিলো সে সকল লোকদের সাথে সবচাইতে উত্তম ইহসান ও সদাচরণ হচ্ছে, তাদেরকে দ্বীনদার বানানোর চেষ্টা করা, যাতে তারা মহান আল্লাহর নাফরমানীর জীবন পরিত্যাগ করে আল্লাহ পাকের হুকুম পালনকারী হয়ে যেতে পারে এবং প্রিয়নবী (সা.)-এর সুন্নাত ও তরীকাকে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করতে যত্নবান হয়ে যেতে পারে।

ধরা যাক আপনি একজন মেয়ে। সে ক্ষেত্রে যাতে এমন হতে না পারে যে, আপনার মায়ের একজন সখী বা বান্ধবী এমন অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো, যখন যে শরীয়তসম্মত পর্দা করছে না। কিংবা তার মেয়ে বা নাতনীরা বে পর্দায় বেহায়া ও নির্লজ্জভাবে চলা ফেরা করে মহান আল্লাহ ও প্রিয় রাসূল (সা.)-কে অসন্তুষ্ট করে চলছে। এ সকল ক্ষেত্রে আপনি হেকমত ও মহব্বতের সাথে পুরোপুরী চেষ্টা চালিয়ে যাবেন যেন আপনার মায়ের সাথে যেসব নারীর সম্পর্ক ছিলো, তারা যাতে পরিপূর্ণ দ্বীনের উপর চলে আসতে পারে এবং তারা যাতে সে দ্বীনকে নিজের বংশের মাঝে এবং নিজ সমাজে বাস্তবায়িত করার জন্য কারণ হয়ে যেতে পারে।

www.maktabatulabrar.com

অনুরূপভাবে আপনি যদি একজন পুরুষ হয়ে থাকেন, তবে আপনি আপনার পিতার দোস্ত-আহবাবদেরকে পরিপূর্ণ দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হেকমত ও মহব্বতের সাথে চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। যাতে সঠিক দ্বীনের উপর সে নিজে আমল করে এবং গোটা বিশ্বে সে দ্বীন ছড়িয়ে দেয়ার জন্য চেষ্টা ও ফিকির চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত হয়ে ওঠে। যাতে এমনটি কখনো না হয় যে, আপনার পিতার কোন দোস্ত বা বন্ধুর মউত এমন অবস্থায় হয়ে গেলো যখন তার প্রতি মহান আল্লাহ নারায এবং প্রিয়নবী (সা.) অসন্তুষ্ট। যাতে তার ইন্তিকাল এমন হালতে না হয় যখন তার মুখে রাসূলে পাক (সা.)-এর সুন্নাত দাড়ি নেই।

সুতরাং আপনি আপনার পিতার দোস্ত-আহবাবদেরকে দ্বীনের বিভিন্ন মজলিসে নিয়ে, বুযূর্গানে দ্বীনের দরবারে হাজির করে, উলামায়ে কেরামের নসীহত শুনিয়ে, আল্লাহ পাকের রাস্তায় দাওয়াতের মেহনতের সাথে সম্পৃক্ত করে, মসজিদে মাদরাসায় নিয়ে তাদেরকে দ্বীনদার বানানোর চেষ্টা করবেন।

আবার কখনো নিজের ঘরে দ্বীনদার লোকদেরকে এবং উলামায়ে কেরাম ও বুযূর্গানে দ্বীনকে দাওয়াত করে আনবেন। সাথে আপনার পিতার ঐ সকল দোস্ত-আহবাবদেরকেও দাওয়াত করবেন। এরপর ঐ সব উলামা ও বুযূর্গানে দ্বীনের মাধ্যমে তাদেরকে উপদেশ বাণী শুনিয়ে সহীহ দ্বীনের উপর নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন, উলামায়ে কেরামের সাথে তাদের সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেয়ার চেষ্টা করবেন এবং দ্বীনদার, বুযুর্গানে দ্বীন ও উলামায়ে কেরামের সাথে যাতে তাদের বেশি উঠা-বসা হয় সে ব্যবস্থা করে দিবেন। এতে এমনিতেই তাদের দ্বীনি উন্নতি হতে থাকবে। তারা ধীরে ধীরে আল্লাহ ওয়ালা হয়ে গড়ে উঠতে থাকবে।

যদি আপনার চেষ্টা, মেহনত ও দু'আর বদৌলতে আপনার পিতার সে বন্ধু পরিপূর্ণ দ্বীনের উপর এসে যায়। শরীয়তে ইসলামের উপর নিজে পুরোপুরি আমল করে এবং সে দ্বীনকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য চেষ্টা চালাতে থাকে, তবে এটি আপনার জন্য এবং আপনার মরহুম পিতা-মাতার জন্য অনেক বড় সওয়াব ও পুরস্কারের কারণ হবে। আর এমনটি আপনার নিজের উপর, আপনার পিতা-মাতার উপর এবং আপনার পিতার ঐ বন্ধুর উপর অনেক বড় এহসান ও অনুগ্রহ করা হবে।

অনুরূপ আপনি যদি মেয়ে হন, যদি এমনটি বুঝতে পারেন যে, আপনাদের পরিবারে পরিপূর্ণ দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আপনার পিতা-মাতার অসর্তকতা ছিলো। যেমন মেয়েদেরকে পর্দায় রাখার ব্যাপারে এবং তাদেরকে বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতা থেকে বাঁচানোর জন্য তারা যথাযথ চেষ্টা চালাননি। তা হলে এখন আপনি ঐসব বিষয়ের প্রতি পরিপূর্ণভাবে আমল করে, সঠিক ও পরিপূর্ণ দ্বীনী জিন্দেগী গঠন করে আপনার পিতা-মাতাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। কারণ যদি এখনো আপনি বে পর্দা চলাফেরা করেন, গায়র মাহরামদের (যাদের সাথে দেখা করা হারাম) সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে থাকেন, তবে সে জন্য আপনি যেমন গুনাহগার হতে থাকবেন তেমনি আপনার পিতা-মাতাকেও এর একটি পরিণতি ভোগ করতে হবে, এজন্য তাদেরকেও শাস্তি পেতে হবে। সুতরাং আপনি আপনার পিতা-মাতার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহশীল হয়ে নিজেকে দ্বীনি ও শরীয়তী জীন্দিগী দ্বারা সু-সজ্জিত করুন। এতে আপনার নিজের এবং আপনার পিতা-মাতার পরকালে অনেক বড় ফায়দা হাসিল হবে।

অনুরূপভাবে যদি আপনার মরহুম পিতা নিজের অসচেতনতাবশত কিংবা বিকৃত সমাজের চাল-চলনে প্রভাবিত হয়ে কিংবা পরিবারের সদস্যদের দাবীর মুখে ঘরে কোন খারাপ বস্তু বা গুনাহের উপকরণ নিয়ে আসে, কিংবা অন্য কেউ যদি আনে আর আপনার পিতা যদি তার উপর সম্মত থাকে, অথবা যেভাবে তা প্রতিরোধ করা দরকার ছিলো সেভাবে প্রতিরোধ না করে বা বাধা না দেয়, যেমন ধরুন আপনার পিতা যদি ঘরে টি, ভি রেখে গিয়ে থাকে কিংবা কেউ তা জীবদ্দশায় টি, ভি কিনে বাসায় আনে আর আপনার পিতা যদি তাতে বাধা না দেয়, তবে দ্রুত সে জিনিস ঘর থেকে সরিয়ে দিন। যেমন টি ভি, ভি সি আর, ডিস এন্টিনা, কোন জানদার প্রাণীর ছবি, হারমোনিয়াম অথবা অন্য কোন বাদ্যযন্ত্র। কারণ এসব জিনিস যতদিন ব্যবহৃত হতে থাকবে সে ক্ষেত্রে যারা ব্যবহার করবে তারা তো পৃথক পৃথক গুনাহগার হবেই সাথে প্রত্যেকের গুনাহের কাজের গুনাহের একটা অংশ আপনার পিতার আমলনামাও পৌঁছতে থাকবে। সুতরাং সকলের গুনাহের বিরাট বোঝা থেকে আপনার পিতাকে রক্ষা করতে আপনার দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

www.maktabatulabrar.com

ভাইয়েরা ও বোনেরা আমার! অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে নিজের বদ দ্বীনি জিন্দেগী পরিত্যাগ করুন এবং শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে যত্নবান হউন। মনে রাখবেন, ঘর থেকে বালা-মুসীবত দূর করার জন্য এবং রহমত ও বরকত হাসিল করার জন্য শুধু কুরআন শরীফ খতমের পর খতম চালিয়ে যাওয়ার চাইতে ঘর থেকে এবং নিজের মধ্য থেকে খারাপ জিনিস বিদূরিত করা অনেক বেশি ফলপ্রসূ এবং গুরুত্বের দাবীদার।

অনুরূপভাবে আপনার পিতা যদি আপনার জন্য (আপনি ছেলে হোন বা মেয়ে) কোন ক্লাবের মেম্বারশিপ ক্রয় করে থাকে আর সে ক্লাব যদি এমন হয় যেখানে বেহায়াপনা, নির্লজ্জ কর্মকাণ্ড ও গুনাহের কাজ চলে এবং চরিত্র ও ঈমান বিধ্বংসী উপকরণাদি মওজুদ থাকে তবে সেক্ষেত্রে আপনি আপনার নিজের উপর এবং আপনার পরলোকগত পিতার উপর দয়া করে দ্রুত সে ক্লাব থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিন এবং এখন থেকে সব সময়ের জন্য আপনি ঐ ক্লাব থেকে আপনার মেম্বারশিপ তথা সদস্য-পদ প্রত্যাহার করুন এবং নিজে এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকবেন যেন আপনার কোন সন্তান আপনার অবগতিতে কিংবা আপনার অগোচরে এধরনের কোন ক্লাবে যাতায়াত করতে না পারে। আপনি যদি এতটুকু সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন না করেন তাহলে আপনার সন্তানের যাবতীয় অপকর্মের জন্য শরীয়তের বিধিমতে ঐ সন্তানের সাথে আপনিও দোষী ও অপরাধী সাব্যস্ত হবেন।

হাদীছে পাকের এক বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হজ্জ করে, সে হজ্জ পিতা-মাতার হজ্জে বদল হিসেবে পরিগণিত হয় এবং আসমানে পিতা-মাতার রূহকে এ ব্যাপারে সুসংবাদ দেয়া হয় এবং এ সন্তান আল্লাহ পাকের দরবারে পিতা-মাতার বাধ্যগত সন্তান হিসেবে পরিগণিত হয়। যদিও সে পূর্বে পিতা-মাতার নাফরমান (অবাধ্য) থেকে থাকে।

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতার মধ্য থেকে কোন একজনের পক্ষ থেকে হজ্জ করে, তবে তাদের আমলনামায় একটি হজ্জের সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়। আর যে হজ্জ করলো তার

আমলনামায় নয়টি হজ্জের সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়। (ফাযায়েলে সাদাকাত, পৃ. ২৬৮)

হাদীছ শরীফের অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, মানুষ যদি কোন নফল সদকা করে তবে এতে কি ক্ষতি যে, সে তার সওয়াব তার পিতা-মাতার রূহে বখশিশ করে দিবে? (যদি তার পিতা-মাতা মুসলমান হয়) কারণ এমনটি করা হলে পিতা-মাতাও সওয়াব পেয়ে গেলো আর সদকাকারীর সওয়াব তো তার জন্যই রয়ে গেলো, এখানে কিছুই কম করা হয় না। (কানযুল উম্মাল)

এ হাদীসের উপর আমল করার জন্য কোন বিশাল ধরনের দান-সদকা করার প্রয়োজন নেই বরং চুপে চুপে ছোট-খাঁটো যেসব দান-সদকা করা হয় তার সওয়াব পিতা-মাতার আত্মায় বখশিশ করে দিলেই হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেন, ঐ পবিত্র সত্তার কসম যিনি প্রিয়নবী (সা.)-কে সত্য বাণী দিয়ে প্রেরণ করেছেন, এটি মহান আল্লাহর কালাম যে, যে ব্যক্তি তোমার পিতার সাথে সেলায়ে রেহমী তথা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে, তুমি তার সাথে কশ্মিনকালেও সম্পর্ক ছিন্ন করো না। কারণ এমনটি করা হলে এর দ্বারা তোমার ঈমানের নূর চলে যাবে।

অপর এক হাদীছে প্রিয়নবী (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি প্রতি শুক্রবারে নিজের পিতা-মাতার কিংবা তাদের মধ্যে কোন একজনের কবর যিয়ারত করবে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং সে পিতা-মাতার বাধ্যগত সন্তান হিসেবে পরিগণিত হবে।

ইমাম আওযায়ী (রহ.) বলেন, আমার কাছে একথা পৌঁছেছে যে, ঐ ব্যক্তি যে নিজের পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের অবাধ্য ছিলো অতঃপর তাদের ইন্তিকালের পর তাদের জন্য এস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করেছে, তাদের যিম্মায় করয থেকে থাকলে তা আদায় করেছে এবং তাদের কোনো রূপ নিন্দাবাদ করেনি, তবে সে সন্তান পিতা-মাতার বাধ্যগত সন্তান হিসেবে পরিগণিত হয়ে যাবে। আর যে সন্তান পিতা-মাতার জীবদ্দশায় বাধ্যগত ছিলো কিন্তু তাদের ইন্তিকালের পর তাদেরকে গাল-মন্দ করেছে, তাদের যিম্মায় করয থাকার পরও তা পরিশোধ করেনি, তাদের জন্য

www.maktabatulabrar.com

এস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা)ও করে না, সে সন্তান পিতা-মাতার নাফরমান বা অবাধ্য সন্তান বলে পরিগণিত হবে, আর পিতা-মাতার অবাধ্যতা হলো গুনাহে কবীরা। (দুররে মানসূর ও ফাযায়েলে সাদাকাত)

হযরত শাইখুল হাদীছ (রহ.) বলেন

শাইখুল হাদীছ হযরত যাকারিয়া (রহ.) লিখেন, এমনটি মহান আল্লাহ পাকের কত বড় দয়া, দান, অনুগ্রহ ও ইহসান যে, পিতা-মাতার জীবদ্দশায় অনেক সময় অপছন্দনীয় কর্মকাণ্ড প্রকাশ পেলে সে কারণে বিরক্তি আসে। হয়তো সে বিরক্তির কারণে এমন কোন কথাও হয়ে যেতে পারে যার কারণে পিতা-মাতার মনে কষ্ট লেগে যেতে পারে।

কিন্তু পিতা-মাতার ইন্তিকালের পর তাদের প্রতি যতই বিরক্তি এসে থাকুক তা দূর হয়ে যায়, সন্তানের পিতা-মাতার দয়া অনুগ্রহ ও মায়ার কথা স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জন দেয় তার প্রতি কোন কষ্ট আর মনে থাকতে পারে না এবং কোন বিরক্তিও আর বাকী থাকে না বরং অতীতে পিতা-মাতার জীবদ্দশায় কখনো তাদেরকে কোন কষ্ট দিয়ে থাকলে কিংবা তাদের কোন হক নষ্ট করে থাকলে সে জন্য অন্তরে আফসোস ও অনুশোচনা হতে থাকে। কিন্তু এখন তো পিতা-মাতার ইন্তিকাল হয়ে গেছে, এখন সে ক্ষতি পূরণের কী ব্যবস্থা? মহান আল্লা জাল্লা শানুহু দয়া করে আমাদের জন্য সে দরজাও খুলে দিয়েছেন। আর তা হলো– তাদের ইন্তিকালের পর তাদের জন্য বেশি বেশি পরিমাণে দু'আ করতে থাকা, তাদের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা ও মাগফিরাত কামনা করা। শরীয়তসম্মত পন্থায় তাদের জন্য ইসালে সওয়াবের ব্যবস্থা করা। ইসালে সওয়াব ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে যেমন হতে পারে তেমনি দ্বীনের পথে টাকা-পয়সা দান করেও হতে পারে।

এভাবে তাদের জীবদ্দশায় যদি তাদের কোন হক নষ্ট হয়ে থাকে, তবে সে ক্ষতি পূরণ হতে পারে। এমনকি কেউ যদি পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের নাফরমান সন্তান হিসেবে পরিচিত থেকে থাকে, তবে এ পদ্ধতিতে তাদের ইন্তিকালের পরও সে সন্তান ফরমাবরদার তথা বাধ্যগত সন্তান হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

এটা মহান আল্লাহ পাকের কত বড় দয়া ও অনুগ্রহ যে, উপযুক্ত সময় হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পরও সে কাজ সম্পাদনের পথ তিনি উন্মুক্ত করে

দিয়েছেন। এরপরও যদি এ সুযোগ কেউ হাতছাড়া করে ফেলে, তবে তা কত যে নিন্দনীয় কাজ ও নিষ্ঠুর আচরণ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এমন সন্তান তো খুঁজে পাওয়া কঠিন যে সর্বদাই পিতা-মাতার সন্তুষ্টিমতে কাজ করেছে, কখনোই তাদের কোন হক নষ্ট করেনি, বরং দেখা যায় অধিকাংশ সন্তানই এরকম যে, তাদের থেকে কখনো কোন আচরণ এমন ঘটে যায় যাতে পিতা-মাতা মনে কিছুটা হলেও কষ্ট পান, তাদের কিছু না কিছু হক নষ্ট হয়েই যায়। এক্ষেত্রে নিজের দৈনন্দিন কর্মসূচী এবং কিছু নিয়ম কানুন যদি এমনভাবে তৈরী করে নেয়া হয় যাতে পিতা-মাতার রূহে সওয়াব পৌঁছুতে থাকে তবে তা কতই না উত্তম এবং এর দ্বারা কত মূল্যবান ও উন্নত বিষয় অর্জিত হতে পারে।

পিতা-মাতার জন্য একটি প্রিয় দু'আ

আল্লামা আইনী (রহ.) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় একটি হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, যে ব্যক্তি একবার নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে এবং পরে এই দু'আ করবে যে, "আয় আল্লাহ! এর সওয়াব আমার পিতা-মাতাকে পৌঁছে দিন" তবে সে পিতা-মাতার হক আদায় করে দিলো। দু'আটি এই–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ رَبِّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. لِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوَاتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَلَهُ الْعَظْمَةُ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. هُوَ الْمَلِكُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ. وَلَهُ النُّوْرُ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

সমাপ্ত

www.maktabatulabrar.com

মাকতাবাতুল আবরার কর্তৃক প্রকাশিত ও পরিবেশিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন সাহেবের রচিত গ্রন্থসমূহ

১. আহকামে যিন্দেগী

জীবনের সব রকমের বিধি-বিধান সম্বলিত একখানি অনবদ্য গ্রন্থ। একজন মুসলমানের ইসলামী যিন্দেগী পরিচালনার জন্য যত ধরনের বিষয় জানা একান্ত আবশ্যক, সংক্ষেপে সে সবকিছু এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

২. ফাযায়েলে যিন্দেগী

নির্ভরযোগ্য হাদীছ ও কুরআনের আলোকে রচিত জীবনের সব বিষয়ের ফাযায়েল সম্বলিত। ঘরে মসজিদে ও মজলিসে তালীমের উপযোগী। ফাযায়েল অধ্যায়ে গ্রহণযোগ্য নয় এমন কোন হাদীছ এ গ্রন্থে আনা হয়নি।

৩. ফিক্হুন নিছা

নারী জীবনের ব্যাপক বিধি-বিধান জানার জন্য। নারীদের সিলেবাস রূপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য। বিশেষ বিশেষ মাসআলার দলীল জানার জন্য। এবং মীরাছ, পর্দা, বহুবিবাহ, তারাবীহ কয় রাকআত ইত্যাদি যেসব বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনা রয়েছে, সেগুলোর দলীল ও যুক্তিভিত্তিক জবাব জানার জন্য।

৪. বয়ান ও খুতবা ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড

এ গ্রন্থে একজন ইমামের জন্য সারা বৎসর নিয়মিত বিষয়াদিসহ ইসলামের যাবতীয় বিষয় নিয়ে বয়ান করার মত সব ধরনের বয়ান সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রত্যেকটা বয়ানের সাথে রয়েছে এক একটি আরবী খুতবা, যেটি পাঠ করা যেতে পারবে। ওয়ায়েজ ও মুবালিগগণও এ গ্রন্থ থেকে সহযোগিতা নিতে পারবেন।

৫. আহকামে হজ্জ

এ গ্রন্থে সব প্রকার হজ্জ এবং উমরা ও যিয়ারতের মাসায়েল বর্তমান যুগের পেক্ষাপটে আলোচনা করা হয়েছে। হজ্জ ও যিয়ারত সংশিষ্ট স্থানসমূহের মানচিত্র এবং ছবিও সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

৬. ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ

এ গ্রন্থে ইসলামের যাবতীয় সহীহ আকীদা এবং এ সব আকীদা থেকে বিচ্যুত বিভিন্ন বাতিল ফিরকা ও ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা

পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে। দেশী বিদেশী, নতুন পুরাতন সব ধরনের ভ্রান্ত দল ও ভ্রান্ত মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

৭. ইসলামী মনোবিজ্ঞান

এ গ্রন্থেই সর্বপ্রথম ইসলামী মনোবিজ্ঞানকে শাস্ত্র আকারে রূপ দেয়া হয়েছে। এ গ্রন্থে ইসলামী বিধি-বিধান ও নীতিমালার মনোবৈজ্ঞানিক কার্যকারিতা এবং ইসলামে মনোবিজ্ঞানের অবস্থান সম্পর্কিত আলোচনা ও বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

৮. কুরআন হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসের মানচিত্র

এক পৃষ্ঠার এ মানচিত্রে কুরআন হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসে বর্ণিত স্থানসমূহের বর্তমান অবস্থান ও বর্তমান নাম উলেখসহ সংশিষ্ট স্থানসমূহের প্রাচীন সীমানা ও বর্তমান সীমানা চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে।

৯. হজ্জ ম্যাপ

হজ্জ ম্যাপে মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারার হজ্জ-যিয়ারত সংশ্লিষ্ট এবং ঐতিহাসিক স্থানসমূহ চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে।

১০. মিসরে কয়েক দিন

এটি একটি মিসরের সফরনামা। এতে মিসরের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিষয়াদিসহ মিসর সম্পর্কে জানার উৎসুক্য আছে এমন সব বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। দর্শনীয় স্থানসমূহের প্রয়োজনীয় মানচিত্র ও ছবি সংযুক্ত করা হয়েছে। এটি মিসর সফরে আগ্রহীদের জন্য গাইড হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারবে।

১১. চশমার আয়না যেমন

পৃথিবীতে মতবাদের শেষ নেই। মত মতান্তরের অন্ত নেই। এই মত বিভিন্নতা বা মতবিরোধের মূলে রয়েছে কে কোন্ বিষয়কে কোন্ অ্যাঙ্গেলে দেখছেন, কে কোন্ বিষয়কে কোন্ দৃষ্টিভংগিতে বিচার করছেন সেটা। যার চশমার আয়না যেমন, তিনি সব কিছুকে দেখছেন তেমন। এ বিষয়টার উপরই একটি রম্য রচনার প্রয়াস হল "চশমার আয়না যেমন"।

১২. ভাষা ও সাহিত্য প্রশিক্ষণ

এতে লেখালেখির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ধরনের বিষয়ের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। মৌলিক রচনার নিয়ম-নীতি ও অনুবাদের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে দিক নির্দেশনামূলক বিশদ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে এতে। বর্ণের নাম ও উচ্চারণ থেকে শুরু করে ভাষা, ব্যাকরণ, সাহিত্য সমালোচনা, কবিতা ও ছড়া

www.maktabatulabrar.com

রচনার নিয়ম-নীতি, সংবাদ, কলাম ও ফিচার লেখা এবং বাংলা ভাষার অলংকার ইত্যাদি সব বিষয়ের আলোচনা এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। আর শেষে রয়েছে ভাষা ও সাহিত্য শিখতে আগ্রহীদের জন্য এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক সিলেবাস।

১৩. যদি জীবন গড়তে চান

শিশু-কিশোর, যুবক ও বৃদ্ধ সকলের জীবন গড়ার পদ্ধতি। সুখী-সমৃদ্ধ, টেনশ-নমুক্ত, নিরাপদ, বরকতময় ও নূরানী জীবন গড়ার পদ্ধতি। সব বিষয়ে বিস্তারিত ও তথ্যভিত্তিক আলোচনায় সমৃদ্ধ, সকল বয়সের সবশ্রেণীর লোকদের জন্য প্রয়োজনীয় এক অনবদ্ধ গ্রন্থ।

১৪. কথা সত্য মতলব খারাপ

রম্য রচনায় উগ্র আধুনিকতা এবং সুন্দর সুন্দর কথার মাধ্যমে বদ মতলব সিদ্ধি করা ও প্রতারণা করার অপপ্রয়াসের সমালোচনা।

অন্যান্য লেখকগণের গ্রন্থসমূহ

■ চিশ্‌তিয়া তরীকার মাশায়েখ

এ গ্রন্থে তাসাউফের চারটি সিলসিলার মাঝে চিশ্‌তিয়া সিলসিলার শায়েখদের জীবনেতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

লেখক : মাওলানা ইবরাহিম খলিল

সম্পাদনায়: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

■ তাফসীরে বুরহানুল কুরআন (১-৪ খণ্ড, পূর্ণ সেট)

বৈশিষ্ট্যাবলি : ● তাহকীকী তরজমা। ● তরজমার বৈশিষ্ট্য বুঝার জন্য প্রয়োজনীয় টীকা। ● প্রয়োজনীয় শানে নুযুল ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলির উল্লেখ। ● প্রতি আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো সংক্ষেপে নম্বরবদ্ধ করে উল্লেখ।

লেখক: বিশিষ্ট কয়েকজন আলেম কর্তৃক রচিত ও মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন কর্তৃক সম্পাদিত।

■ চার ইমাম

ফিকহের চার ইমাম– ইমাম আবূ হানীফা রহ. ইমাম মালেক রহ, ইমাম শাফিঈ রহ. ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.–এর প্রামাণ্য জীবন কথা। লেখক দারুল উলূম দেওবন্দের শায়খুল হিন্দ একাডেমির তত্তাবধায়ক মাওলানা কাজি আতহার মুবারকপুরি রহ.। গ্রন্থটির প্রতিটি তথ্য নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স সমৃদ্ধ।

অনুবাদক: মাওলানা খন্দকার মনসুর আহমদ ও অন্যান্য।

এটি সুনানে ইবনে মাজা-র এক অনন্য শরাহ। আরবীতে রচিত এ শরাহর বৈশিষ্টসমূহ নিম্নরূপ :

١. بيان من أخرج الحديث مسندًا غير ابن ماجة.
٢. كلام موجز حول أحوال الحديث ورواته.
٣. شرح المفردات.
٤. الشرح الإجمالي للحديث ليقرب معنى الحديث وغرضه إلى الأذهان.
٥. بيان المباحث المتعلقة بالحديث على المنهج التدريسي.
٦. بيان ما يستفاد من الحديث موجزًا.
٧. بيان مطابقة الحديث للترجمة.

গ্রন্থনায়: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: ১০০০/=

■ চিন্তা-চেতনার ভুল

এ গ্রন্থে মৌলিকভাবে জানা যাবে–

" চিন্তা-চেতনা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক বিষয়াদি।
" চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার গুরুত্ব।
" চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার উপায়।
" চিন্তা-চেতনার মৌলিক গলদসমূহ।
" চিন্তা-চেতনার ভুল কীভাবে মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায় তার বিবরণ।
" ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তথা জীবনের সব দিকে কি কি ভুল চিন্তা-চেতনা বিরাজ করছে তার বিবরণ।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: ২০০/=

■ নফ্স ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা

নফ্সের যত ধরনের ওয়াছওয়াছা হয়, মনের মধ্যে ঈমান ও ইসলাম সম্বন্ধে এবং ইসলামের বিভিন্ন আমল ও আখলাক সম্বন্ধে যত ধরনের কুট প্রশ্ন ও ওয়াছওয়াছা জাগে এ গ্রন্থে সেসব ওয়াছওয়াছা থেকে উত্তরণের কৌশল এবং সেসব প্রশ্নের প্রশান্তিমূলক জবাব শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

মূল্য: ২০০/=

বিশেষ নোট

১. উপরোল্লিখিত পুস্তকাদি ছাড়াও "মাকতাবাতুল আবরার" য়ে পাবেন 'মজলিসে দাওয়াতুল হক' ও 'মজলিসে ইল্‌মী' যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসা কর্তৃক প্রকাশিত যাবতীয় বই-পুস্তক।

www.maktabatulabrar.com

২. মাকতাবাতুল আবরার প্রকাশিত ও পরিবেশিত যাবতীয় বই-পুস্তক সমমূল্যে "আল-কুরআন পাবলিকেশন্স" (কিতাব মার্কেট, যাত্রাবাড়ি বড় মাদ্রাসা সংলগ্ন) থেকেও সংগ্রহ করা যায়।

অসিয্যত: গুরত্ব ফযিলত ও পদ্ধতি

গুরত্ব ফযিলত ও পদ্ধতি

بسم الله الرحمن الرحيم